

পুগ্গল পএৎএত্তি

পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি
(মানব চরিত্রের স্বরূপ)

অনুবাদ- ভদন্ত জ্যোতিঃপাল মহাশয়ের

প্রথম প্রকাশকাল :

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫০৭ বুদ্ধাব্দ,
১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশকাল :

২৫৫৭ বুদ্ধাব্দ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ,
০৮ জানুয়ারি ২০১৪ সাল
বনভন্তের ৯৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে

প্রকাশনায় :

শিল্পমন্ত্রী দীলিপ বড়ুয়া।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সহযোগিতায় :

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাস্থবির।
ভদন্ত করুণা রক্ষিত স্থবির
রাজবন বিহার

সম্পাদনায়:

ভদন্ত সমোধি ভিক্ষু

মুদ্রণে :

রাজবন অফসেট প্রেস

সঙ্কমের প্রচারার্থে বিনামূল্যে বিতরণ করা হলো

ভূমিকা

পালি সাহিত্যে সুত্তপিটক ও বিনয়পিটকের ন্যায় অভিধর্মপিটকও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট ৭টি গ্রন্থ লইয়া এই অভিধর্মপিটক গঠিত। যথা|ধম্মসঙ্গি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি, কথাবথু, যমক ও পট্টান। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র কথাবথু ব্যতীত অন্য কোনটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। তবে আচার্য পরম্পরাগত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, মাতার নিকট ধর্মদেশনা করিবার জন্য বুদ্ধ যখন ত্রয়স্বিংশ দেবলোকে গিয়েছেন তখনই মাতাকে পুরোভাগে রাখিয়া ঋদ্ধিমান দেবগণের সম্মুখে অভিধর্মকথা দেশনা করিতে করিতে ধম্মসঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া পট্টান পর্যন্ত এই সাতটি গ্রন্থ ‘মাতিকা’কারে তিনি দেশনা করিয়াছেন। তৎপর তাহা সারিপুত্ত, ভদ্রজি, সোভিত, পিয়জালি, পিয়পাল, পিয়দস্সী, কোসিয়পুত্ত, সিগ্গব, সন্দেহ, মোগ্গলিপুত্ত, বিসুদত্ত, ধম্মিয়, দাসক, সোণক ও রেবত প্রভৃতি আচার্যগণ ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেও দ্বারা শ্রুতি|পরম্পরায় রক্ষিত হইয়া তৃতীয় সঙ্গীতির শেষে মহিন্দ, ইন্দিয়, উত্তিয়, ভদ্রনাম ও সম্বল প্রমুখ আচার্যদের দ্বারা সিংহলদ্বীপে আনীত হইয়াছে। অতঃপর আনুমানিক খৃ. পূ. ২৯ সালে রাজা বট্টগামণি অভয়ের সময় সিংহলে ইহা পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম সংকলিত হইয়াছে। তবে এই মতবাদও অস্বীকার করা যায় যে, পালি নিকায় গ্রন্থসমূহের পূর্বে এই অভিধর্মগ্রন্থগুলি সঙ্কলিত হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য ‘পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি’ গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। ‘বুদ্ধিষ্ট ইন্দিয়া’ (পৃ. ১৮৮) গ্রন্থে ডক্টর রীজ ডেভিডস্ মহোদয় ইহাকে অভিধর্মপিটকের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‘পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি’ যে বুদ্ধ কর্তৃক ত্রয়স্বিংশ দেবলোকে দেশিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে আচার্য বুদ্ধঘোষও তাঁহার পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তি|অর্থ কথার উপসংহারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

“যং বে পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তিং লোকে অগ্নতিপুগ্গলো।

নাতিসংখ্যেপতো সখা দেসেসি তিদসালয়ো”।

ইত্যাদি পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তিতে সাধারণ ও বিশেষ বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির বর্ণনা আছে। বিষয়বস্তু ও বর্ণনা প্রণালীর দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থের সহিত অভিধর্মপিটক অপেক্ষা সুত্ত পিটকের ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশী। অভিধর্মে যেভাবে বিভিন্ন ধর্মসমূহের নির্দেশ করা হইয়াছে পুগ্গল পঞ্‌ঞত্তিতে ঐভাবে পুদালসমূহের নির্দেশ করা হয় নাই। তবে অঙ্গুত্তর নিকায় ও দীঘনিকায়ের ‘সঙ্গীতিসুত্তানুসারে|কেবলমাত্র বুদ্ধ বচনকেই ভিত্তি করিয়া ইহাকে

আরও অধিক স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্লেষণ স্বরূপ গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের বৈচিত্র্যানুসারে ব্যক্তিসমূহের নানাবিধ স্বরূপকে বর্ণাকারে বিশ্লেষিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘ধম্মাতিরেকধম্মবিসেসসট্টঠেন অভিধম্মো’তি বুদ্ধঘোষের এই সংজ্ঞাই যদি অভিধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে পুগ্গল পঞ্গত্তিও অভিধর্মের পর্যায়ে পড়ে। কারণ ইহাতে পুদগলের জীবনাশুদ্ধির স্বরূপ এবং ইহার বিকাশ দেখাইবার জন্য চারি আর্যশ্রাবক, পৃথগ্জন, সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য, আর্য, অনার্য, শ্রোতাপন্ন, স্কদাগামী, অনাগামী, অহং ইত্যাদিক্রমে ব্যক্তিসমূহের বিভাগ গণনাবদ্ধাকারে ও অতি বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যাহা অঙ্গুত্তর নিকায়, সঙ্গীতিসুত্ত বা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনামটি দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—পুগ্গল এবং পঞ্গত্তি। সাধারণজ্ঞানে (সম্মুতিসচ্চ) পুগ্গলকে ব্যক্তি, পুরুষ, সত্তা, আত্মা ইত্যাদি বিশেষ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞানে (পরমথসচ্চ) বিচার করিলে দেখা যায় যে, পুগ্গল বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। ইহা প্রতিমুহূর্তে নিয়ত উৎপদ্যমান ও বিলীয়মান কার্যিক, চৈতন্যিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা মাত্র।

অর্থকথানুসারে ‘পঞ্গত্তি’ শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপিত করা (পঞ্গত্তপনা), দর্শন করানো (দস্‌সনা), প্রকাশ করা (পকাসনা), সংস্থাপন করা (ঠপনা) এবং যথার্থ বলিয়া সাম্য দেওয়া (নিকখিপনা)। অতএব, পুগ্গল পঞ্গত্তি শব্দের অর্থ হইল পুগ্গল বা ব্যক্তির সম্বন্ধে জ্ঞান বা ইহার পরিচিতি।

আলোচ্য গ্রন্থে ছয় প্রকার প্রজ্ঞাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা : স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় ও পুগ্গল প্রজ্ঞাপ্তি। কিন্তু অর্থকথায় আচার্য বুদ্ধঘোষ আরও কয়েক প্রকার প্রজ্ঞাপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা : বিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, অবিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, বিদ্যমানের দ্বারা অবিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, অবিদ্যমানের দ্বারা বিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, বিদ্যমানের দ্বারা বিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, অবিদ্যমানের দ্বারা অবিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি, উপাদা প্রজ্ঞাপ্তি, উপনিধা প্রজ্ঞাপ্তি, সমবধান প্রজ্ঞাপ্তি, উপনিষ্কিণ্ত প্রজ্ঞাপ্তি, তজ্জা (ত) প্রজ্ঞাপ্তি, সত্ততি প্রজ্ঞাপ্তি, কৃত্য প্রজ্ঞাপ্তি, সংস্থান প্রজ্ঞাপ্তি, লিঙ্গ প্রজ্ঞাপ্তি, ভূমি প্রজ্ঞাপ্তি, প্রত্যাত্ম প্রজ্ঞাপ্তি, অসংস্কৃত প্রজ্ঞাপ্তি। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার প্রজ্ঞাপ্তি “অভিধর্মথসঙ্গহে” ও উদিশ্ট হইয়াছে।

‘বিভঙ্গ’ প্রকরণে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য ও ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু পুদগল প্রজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে কোথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। অতএব, ‘পুগ্গল পঞ্গত্তি’ গ্রন্থে কেবলমাত্র ‘প্রজ্ঞাপ্তি’ শব্দের অবগতির জন্য সংক্ষেপে প্রথম পাঁচ প্রকার প্রজ্ঞাপ্তির নির্দেশ করিয়া বিস্তৃত আলোচনাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

এহে আরম্ভ ‘মাতিকা’ অর্থাৎ বিষয়বস্তুও সারাংশ দিয়াই শুরু হইয়াছে। তৎপর অঙ্গুত্তর নিকায়ের প্রক্রিয়ায় এক-এক পুদালের বর্ণীকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ দশ-দশ পুদালের বর্ণীকরণ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। শুধু আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা ভিক্ষুই নহে, মূল বিষয়বস্তুও অনেকাংশে অঙ্গুত্তর নিকায় এবং দীর্ঘনিকায়ের সঙ্গীতিসুত্তের অনুকরণে সঙ্কলিত হইয়াছে। Dr. Morris তাঁহার পুদাল পঞ্চাঙ্গতি ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে চার্টসহযোগে দেখাইয়াছেন, পুদাল পঞ্চাঙ্গতির কোন কোন স্থানে সঙ্গীতিসুত্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের অনুকরণ করা হইয়াছে।

Dr. Richard Morris মহোদয় সর্বপ্রথম বহু আয়াস স্বীকার করিয়া রোমান অক্ষরে পুদাল পঞ্চাঙ্গতির সম্পাদনা করিয়াছেন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন পালি টেকস্ট সোসাইটি কর্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে স্থবির Naynatiloka সর্বপ্রথম জার্মান ভাষায় উহার অনুবাদ বাহির করেন। Dr. Bimala Charan Law ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং ১৯২৩ সালে পালি টেকস্ট সোসাইটি কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গভাষায় ইহার সম্পাদনা বা অনুবাদ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। অধুনা পণ্ডিত শ্রীমান জ্যোতিপাল স্থবির সর্ব প্রথম বঙ্গাক্ষরে উহার সুষ্ঠু সম্পাদনা ও মূলানুগত বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গের তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে। অধিকন্তু অভিধর্মপিটকের এই একমাত্র গ্রন্থ সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় অনূদিত হইল। এই জন্যও গ্রন্থকার বাঙ্গালী পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্থ।

অধুনা পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকবর্গের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বাংলাভাষায় সমগ্র ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মাত্র কয়েকটির বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে। স্নেহভাজন গ্রন্থকার আজীবন ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া পালি ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন কার্যে একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া চলিয়াছে। তাহার কর্মতত্ত্বের ভূমিকায় আমরা ইহা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা তাহার নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করি। তাহার এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠক বর্গ সম্যকভাবে মূল বিষয় বস্তুর রসাস্বাদন ও সারবত্তা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট ও শব্দার্থ সংযোগ করিয়া ইহাকে সহজবোধ্য করা হইয়াছে। সুধী সমাজে এই গ্রন্থখানি যথোচিত সমাদর লাভ করুক ইহাই কামনা করি।

“সবের সত্তা সুখিতা ভবন্তু”

শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির

অধ্যক্ষ, নালন্দা বিদ্যাভবন।

১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিবেদন

সম্মতিসত্য ও পরামার্থ সত্য। এই দুই প্রকার সত্যকে অবলম্বন করে তথাগত বুদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। যেহেতু জগতে সাধারণলোক ব্যবহারিক সত্যে নিবদ্ধ। এই সত্যের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহিত, তাতেই তাদের আনন্দ। পরমার্থেও জটিলতার মাঝে সাধারণ বুদ্ধি প্রবেশ করেনা, দার্শনিকতার চুল-চেরা যুক্তিতে তারা বিমূঢ়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞ পুরুষ ব্যবহারিক সত্যে শান্তি পাননা, ব্যবহারিক সত্যের আবেষ্টনী তাঁদের সাধন পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মুক্তিপথের সন্ধান পেতে হলে ব্যবহারিক সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনপূর্বক পারমার্থিক সত্যের গভীর তলদেশে গিয়ে পৌঁছতে হয়, নচেৎ তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এজন্য বুদ্ধের ধর্মদেশনা দ্বিবিধ। যেমন 'ঘর' বলতে আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে কতগুলি দ্রব্যসম্ভারের সন্নিবিষ্ট একটি আকার বিশেষকে বুঝে থাকি। লোকযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইহার এই আখ্যা, ইহা সম্মতি-সত্য। সম্মতি-সত্য সর্বদা অন্যের উপর নির্ভরশীল। যদিও দ্রব্য-সম্ভারের সমবায় সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে এই নাম-করণ, বস্তুত দ্রব্য-সম্ভার নামের এখানে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'ঘর' বলতে কোন পদার্থেও স্বরূপ বিদ্যমান না থাকলেও স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু প্রভৃতি কতগুলি পদার্থেও একত্র সন্নিবেশ আছে। এই পারমার্থিক পরমাণুগুলি কিন্তু অনন্য-সাপেক্ষ। অন্যের উপর নির্ভর না করে ইহারা আপন আপন স্বভাব, শক্তি ও গতি স্থিতির উপর নির্ভরশীল। এখন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে মানুষের জীবনে কী লাভ? লাভ-স্থূল দৃষ্টি ভিত্তিহীন, ইহার মূলে ভ্রান্তি ও মোহ আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সত্য, ইহার মূলে অভ্রান্তি ও জ্ঞান। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করত সম্মতিসত্যের প্রভাবোৎপন্ন মোহমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর চিরতরে উৎসাদন করা মানুষের জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য।

সদ্ধর্ম সংক্ষেপত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। তদনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্র-বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। এই তিন ভাগে বিভক্ত ত্রিবিধ রত্নের আধার ত্রিপিটক। বিনয়পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সঙ্ঘের ক্ষুদ্র বৃহৎ আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্পর্কিত নানাবিধ বিধানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ। সূত্রপিটকে কুশলাকুশল, সত্য-মিথ্যা, চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, চিত্তের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু এবং এদের কারণ সম্পর্কে তথাগতের উৎসাহপূর্ণ ধর্মোপদেশ বর্ণিত।

অভিধর্মপিটকে জগতকে পারমার্থিকভাবে গ্রহণপূর্বক চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণের স্বরূপ যথাভূত বিচার মীমাংসা, বিশদ বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম সংশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশিত। অভিধর্মের শিক্ষাবিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত। সূত্রপিটকে যাহা ব্যবহারিক সত্যরূপে ব্যাখ্যাত, পারমার্থিক সত্যরূপে তাহাই অভিধর্মপিটকে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত। এই অভিধর্মপিটক সাত খণ্ডে বিভক্ত : (১) ধম্মসঙ্গণি, (২) বিভঙ্গ, (৩) ধাতুকথা, (৪) পুগ্গল পঞ্ণত্তি, (৫) কথাবথু, (৬) যমক, (৭) পট্ঠান।

একমাত্র পুগ্গল পঞ্ণত্তি ব্যতীত অভিধর্মপিটকের অপর ছয় খণ্ড গ্রন্থে নামরূপ, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু প্রভৃতি বিবিধ আকারে পরমার্থিকভাবে সম্পাদন করা হলেও পুগ্গল পঞ্ণত্তি ব্যবহারিকভাবেই তথাকথিত পুদাল বা ব্যক্তি বিশেষের আকারে বর্ণিত হয়েছে। যথা: সম্যকসমুদ্র, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্য-অনার্য, শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য, লোভ-চরিত, মোহ-চরিত ইত্যাদি পুগ্গল পঞ্ণত্তি সূত্র পিটকের অন্তর্গত না হলেও সূত্র-পিটকের অনুরূপ। ইহার ভাব-ভাষা প্রাঞ্জল, সাধারণের বোধোপযোগী ও ব্যবহারিক। গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় অনূদিত কিংবা বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তিত হয়নি। তদ্ব্যতীত পাঠ্যবস্থা থেকেই এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তন করার জন্য আমার সংকল্প ছিল। আমার এই সংকল্পের মূলে ছিল অভিধর্মচার্য বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মহাশয়ের অনুপ্রেরণা। মহামুনি পালি কলেজে অধ্যয়নকালে আচার্যদেবের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে মুৎসুদ্দী মহাশয়ের নিকট আলোচনা করার জন্য যেতাম। একদিন দুপুরের পর দুইটার সময় তাঁর বাড়ীতে গেলাম, সঙ্গে ছিলেন আমার সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ। শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ অভ্যাগত অতিথি। তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মুৎসুদ্দী মহাশয় তাঁর মেয়ে চামুকে ডেকে এনে তিন কাপ চা তৈয়ারের অর্ডার দিলেন। বিশেষ করে বলে দিলেন যে এক কাপ হবে—দুধ ছাড়া চিনি যোগে, এক কাপ তাঁর নিজের জন্য চিনি ছাড়া দুধযোগে; আর অভ্যাগতের জন্য যে কাপ তৈয়ারী হবে, তাতে যথারীতি দুধও থাকবে, চিনিও থাকবে। অমনি আমি বলে উঠলাম—আর একজন থাকলে ভাল হত, যার জন্য প্রস্তুত চা'র কাপে দুধও থাকবে না, চিনিও থাকবে না। তখন তাঁর গ্রন্থাগারে এক হাস্যধ্বনি পড়ে গেল। কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর ঐদিন যে আলোচনা করা হলো তাহা পুগ্গল পঞ্ণত্তির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এক শুভক্ষণে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসল—‘আপনি ইহার বঙ্গানুবাদ করুন, একদিন প্রকাশ করতে পারবেন।’ আজ তাঁর উপদেশ বাস্তবে রূপায়িত হলো; কিন্তু তিনি ইহলোকে নাই।

গ্রন্থাদি লিখন-প্রণয়ণ, তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা কিংবা লোকহিত ধর্মদেশনা ইত্যাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হলে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

প্রয়োজন, উচ্চাঙ্গের শিক্ষায় যথেষ্ট অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু বহুশ্রুত বহু পণ্ডিতের নিত্য সাহচর্য অত্যাবশ্যিক, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি সচেতন যে আমার জীবনে উপযুক্ত শিক্ষা এবং পণ্ডিত সাহচর্য দুয়েরই ভরপুর অভাব। তথাপি ভেলা যোগে মহাসমুদ্রপথে যাত্রার প্রয়াস কেন? চঞ্চলমতি ও বালবুদ্ধি বালকের অবাস্তুর অহেতুক আনন্দ লাভের ন্যায় আমিও অসাধ্য সাধন প্রয়াসের লক্ষ্য ঝঞ্জে ক্ষীণ আনন্দ লাভ করি মাত্র।

দুইহাজার বৎসর পূর্বের একটি প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক রুচিসম্মত ভাষায় অনুবাদ করা এক দুরূহ ব্যাপার। মূল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, ভাষার তাৎপর্য ও মর্যাদা, ভাবের সৌষ্ঠব বহন প্রভৃতি আমা দ্বারা কতদূর রক্ষিত হয়েছে জানি না। পালি ও বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করবেন। এই গ্রন্থের অনুবাদখানা ঠিক অনুবাদও নহে, ব্যাখ্যাও নহে। শুধু নিজে বুঝবার সুবিধার দিকেই দিকপাত করেছে। এতেও মনে হয় না যে, আমি কোনরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী এম. এ. পি-এইচ-বি মহোদয় অতি হৃদয়তার সহিত আবশ্যিকীয় উপদেশ দানে এবং পরমারাধ্য সাধক প্রবর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির মহোদয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে আমাকে বাধিত করেছেন। এ যাত্রায় আমার ধারণা ছিল, এই গ্রন্থের শুধু বঙ্গানুবাদই বের করি। কিন্তু মির্জাপুর গৌতমাশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির ও আলীশ্বর শান্তিনিকেতন বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ পূণ্যানন্দ স্থবির প্রভৃতি কতিপয় গুরু ভাইয়ের পরামর্শে ইহার মূল পালিসহ সম্পাদন করতে হয়েছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মদীয় প্রিয়তম অন্তর্বাসী শ্রীমান সুগতপ্রিয় ভিক্ষু বিনয় বিশারদ কতিপয় প্রাক্তন ছাত্র ও বন্ধু বান্ধব বর্গের ব্যয়ভার বহনের উপর ভিত্তি করেই এই পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিই। কিয়দূর অগ্রসর হওয়ার পর খরচের অভাবে মুদ্রণ কার্য স্থগিত থাকে। ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম দমদমা নিবাসী অনিলচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বড়ুয়ার সাক্ষাৎ পেয়ে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের জন্য অনুরোধ করি। ফলে, শ্রীযুক্ত অরুণ বাবুর অর্থানুকূলেই আজ গ্রন্থটি প্রেস হতে বের হয়েছে। অন্যথা এই স্বল্প-সমাণ্ড পাণ্ডুলিপি অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসে পড়েই থাকত। এই গ্রন্থের লিখন ও মুদ্রণ কার্যে কলিকাতা জগৎজ্যোতি পত্রিকার ভূতপূর্ব কর্ম-সচিব সুহৃদ্বর শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু আমার প্রতি বারবার উৎসাহ দান ও নানা প্রকার নির্দেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইতোধিক তিনি বহুলেখা সংশোধন করেও দিয়েছেন। সমাজও ধর্মের হিতকল্পে শ্রীযুক্ত অরুণ বাবুর এই মহান ত্যাগ বাস্তবিকই

প্রশংসনীয়। এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ করার প্রয়োজন যে শ্রীমান সুগত প্রিয় ভিক্ষু, বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রবর্গের থেকে প্রাথমিক খরচ গ্রহণ কালে আমি একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাদের অপ্রত্যাশিত ভাবে, কিন্তু অনিবার্য কারণে আমি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি নি। তজ্জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। আশাকরি তাঁদের কেউ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।

ইহা সম্পাদনায় পিটকীয় গ্রন্থ ও অট্টকথা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাদি হতেও সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। তন্মধ্যে ডক্টর বিমলাচরণ লাহার পুগ্গল পএংগুত্তির ইংরেজী অনুবাদ Designation of human types. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালি অধ্যাপক ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়ার মজ্জিম নিকায়ের বঙ্গানুবাদ, অভিধর্মাচার্য বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দীর অভিধর্মার্থ সংগ্রহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ পরমারধ্য আচার্যদেব শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় এই গ্রন্থে তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ ভূমিকা যোগ করে ইহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। আমার প্রধান শিষ্য শ্রীমান বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু এম. এ. ট্রিপটিক বিশারদ এবং পাণ্ডু বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমান বজিরায়ণ ভিক্ষু বিনয়-সূত্র-বিশারদ এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ ও প্রিয় বৃদ্ধশিষ্য শ্রীরতনায়ণ ভিক্ষু অনুবাদ কার্যের প্রচেষ্টা দেখে আনন্দ বোধ করতেন এবং গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে সরল সুখবোধ্য করার জন্য সর্বদা প্রেরণা যোগাতেন। কোন সময় এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের হাতে পৌঁছবে। এই ছিল তাঁদের অত্যাগ্রহ। এতে প্রকাশ পেয়েছে সমাজের প্রতি তাঁদের অন্তর কত দরদী।

এই গ্রন্থের মুদ্রণকালে আমাকে প্রায়ই কুমিল্লা থাকতে হয়েছে। তখন ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন বড়ুয়া ও শ্রীমান অনন্ত কুমার সিংহের বাসার পান ভোজনে আপ্যায়িত হয়েছি। এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ও শুভেচ্ছা জানাই। প্রুফ সংশোধনে দায়িত্ব ও আনন্দের সাথে সর্বদা সক্রিয় সাহায্য করেছে। আমার প্রাণ প্রতিম ছাত্র শ্রীমান অনিলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীমান নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। তাদের সাহায্য না হলে আরো কত যে ভুল প্রমাদ থাকত। তজ্জন্য তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি। কুমিল্লা সিংহ প্রেসের কর্মচারিগণ ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্ম নৈপুণ্যে বিশেষ করে প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অরুণকুমার সিংহ মহাশয়ের স্বভাব সিদ্ধ গাভীর্য, সৌজন্য ও বিনয় নম্র ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে অতি ত্বরান্বিত ও আনন্দময় করে তুলেছিল। উপরন্তু প্রায় দেড়মাস কাল যাবৎ শ্রীযুক্ত অরুণ বাবুর বাড়ী হতে আমার জন্য প্রাতঃকালীন খানাপিনার ব্যবস্থা

করা হয়েছে। তজ্জন্য আমি প্রেসের স্বত্বাধিকারীর নিকট কৃতজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীগণকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কনকস্তুপ বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমান ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতির তত্ত্ব করত, তজ্জন্য তাকে ধন্যবাদ।

সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত গ্রন্থ প্রকাশ করা আরেক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত পালি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ। পালি গ্রন্থ মূদ্রণের জন্য প্রেসের যে স্বতন্ত্র সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, তা এই অঞ্চলে কোন প্রেসেরই নাই। তাছাড়া প্রুফ সংশোধনে, কার্য পরিচালনায় ও অনুবাদে শত সাবধান থাকা সত্ত্বেও এতে অনেক দোষ ত্রুটি রয়ে গেল। তজ্জন্য আমার অক্ষমতাই দায়ী। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ সহানুভূতিপূর্বক মার্জনা করবেন। অশুদ্ধি সংশোধন করে গ্রন্থের শেষের দিকে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোগ করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠের সুবিধার জন্য পাঠকগণ দয়া করেপূর্বেই তৎপতি লক্ষ্য করবেন। আরো লক্ষ্য করবেন যে গ্রন্থের প্রথমাংশটি পারিভাষিক দুর্বোধ্য শব্দ সংযোজিত। পাঠকগণের ইহাতে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। নির্দেশ বর্ণনায় ব্যবহারিক জীবনের সহজবোধ্য উপাদেয় তথ্য রয়েছে, তাতে যথাব্যুচি রসাস্বাদন লাভ করবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই গ্রন্থখানি যদি সমাজে কারো জীবনে কিঞ্চিৎ মাত্র হিতসাধনপূর্বক অতি সামান্য সমাদরও লাভ করে তবু আমি কৃতার্থ। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমি পূর্বোক্ত গ্রন্থকার ও সুধীমণ্ডলীর নিকট কত যে ঋণী, তা মৌনভাবে কৃতজ্ঞতা পোষন ব্যতীত ভাষায় প্রকাশ কীরূপে করতে পারি?

বিনীত

গ্রন্থকার

৬/৭/১৯৬৩ ইং

আষাঢ়ী-পূর্ণিমা, ২৫০৭বুদ্ধাব্দ
বরইগাঁও পালি পরিবেশ
লাকসাম, কুমিল্লা।

সম্পাদকীয়

অভিধর্ম পিটকের সাতটি গ্রন্থের মধ্যে ‘পুগ্গল-পঞঃগ্রন্থি’ চার নম্বরগ্রন্থ। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এখানে তা ব্যক্ত করেছেন। এই অভিধর্ম তাঁর মাতা মহামায়া এবং তাবত্রিংশ স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে দেশনা করেছিলেন। এই অভিধর্ম পিটক ভাষণ করার সময় সর্ব প্রথম বুদ্ধের নিকট হতে ষড়রশ্মি নিগত হয়েছিল।

তাই এই ‘পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি’ গ্রন্থটির গুরুত্ব দেখে পুনঃ প্রকাশের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অভিধর্ম শব্দের অর্থ বুঝায় উচ্চতর ধর্ম বা বাণী। ‘অভি’ শব্দকে এখানে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে আরোপিত হয়েছে। যেমন অভি অর্থ মহান, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, বৃহত্তর, স্পষ্ট। এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ তা ধর-ধাতু নিষ্পন্ন, ধারণ করা, সমর্থন করা। এখানে আবার ধর্ম শব্দের অর্থ বাণীরূপেও গৃহীত হয়েছে। এক কথায় অভিধর্ম অর্থ উচ্চতর বাণী।

অত্র ‘পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি’ বইটির অনুবাদক সংঘরাজ ভদন্ত জ্যোতিপাল মহাথের। ওনিই এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন ২৫০৭ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬০ ইংরেজিতে। তিনি এই গ্রন্থটি অনুবাদ করে শাসন সদ্ধর্মের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। ওনার প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি।

বঙ্গ-ভাষাভাষীদের অভিধর্মের চর্চা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। কারণ এটি কোনো গল্প বা উপন্যাস নয় যে যা সহজে বুঝা যাবে। এখানে গভীর সুস্মৃতিসুস্ম বিষয় নিহিত রয়েছে। যদি পাঠকগণ বার বার পঠন-পাঠনে মনোযোগী হয় তাহলে অবশ্যই এই গভীর বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

আগের প্রকাশিত সংস্করণ গ্রন্থটিতে পালি-বাংলা বিষয় পৃষ্ঠা অনুযায়ী কোনো সামঞ্জস্য ছিল না বিধায়, এখন তা পৃষ্ঠা অনুযায়ী পালি-বাংলায় সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয়েছি। বইটিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে ছিল। এখন তা সেই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

এই বইটির প্রকাশনার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী বাবু দীলিপ বড়ুয়া, কারণ তিনি বনভন্তের পরিনির্বাণের পর বনভন্তের পেটিকাবদ্ধ অনুষ্ঠানে বনবিহারে সমস্ত অপ্রকাশিত ‘ত্রিপিটকের খন্ড’ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ওনাকে প্রকাশনার পক্ষ হতে মৈত্রীময় আশীর্বাদ ও মঙ্গল কামনা করছি।

প্রকাশনার কার্যে সার্বিকভাবে সহযোগিতা ও সুপরামশ প্রদান করেছেন ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাহুবির মহোদয়। ওনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আমাকে সৌরজগত ভন্তে, করুণারক্ষিত ভন্তে বিভিন্ন কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি।

পূজ্য বনভন্তে পরিনির্বাণের আগমুহূর্ত্ত পর্যন্ত বলে গেছেন ত্রিপিটক বই ছাপানোর কথা। সেই লক্ষ্য সে কার্য বাস্তবে রূপ দিতে পারলে প্রভূত উপকার সাধিত হবে শাসন সদ্ধর্মের। তাই বনভন্তের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণকে ত্রিপিটক ছাপানোর জন্য সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে আসুন। তবেই বুদ্ধের শাসন ও বনভন্তের শাসন উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হবে। এই প্রত্যাশা করে এখানেই ইতি টানলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সমস্ত প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

ইতি

সম্পাদক

সূচিপত্র

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
এককউদ্দেশ্যো	১৫
পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি	১৫
দ্বৈ পুগ্গলা	১৯
দ্বিবিধ- পুদাল	১৯
তয়ো পুগ্গলা	২১
ত্রিবিধ পুদাল	২১
চত্তারো পুগ্গলা	২৪
চতুর্বিধ পুদাল	২৪
পঞ্চ পুগ্গলা	২৯
পঞ্চবিধ পুদাল	২৯
ষড়বিধ পুদাল	৩১
সপ্তবিধ পুদাল	৩২
অষ্টকউদ্দেশ্যো	৩৩
নবকউদ্দেশ্যো	৩৩
দসকউদ্দেশ্যো	৩৩
অষ্টবিধ পুদাল	৩৩
নববিধ পুদাল	৩৩
দশবিধ পুদাল	৩৩
এককপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	৩৪
দ্বকপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	৪৮
দ্বিতীয় নির্দেশ	৪৮
ত্ৰিকপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	৬৬
তৃতীয় নির্দেশ	৬৬
চতুষ্কপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	৯১
চতুর্থ নির্দেশ	৯১
পঞ্চকপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	১৪৪
পঞ্চম নির্দেশ	১৪৪
ছকপুগ্গলপঞ্চাংগেতি	১৫৮
ষষ্ঠ নির্দেশ	১৫৮

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
সত্তকপুঙ্গলপঞঃঞত্তি.....	১৬০
সপ্তম নির্দেশ	১৬০
অট্টকপুঙ্গলপঞঃঞত্তি	১৬৬
নবকপুঙ্গলপঞঃঞত্তি	১৬৬
অষ্টম নির্দেশ	১৬৬
নবম নির্দেশ	১৬৬
দসকপুঙ্গলপঞঃঞত্তি.....	১৭০
দশম নির্দেশ	১৭০
পরিশিষ্ট	
প্রথম নির্দেশ	১৭১
দ্বিতীয় নির্দেশ.....	১৮২
তৃতীয় নির্দেশ.....	১৮৫
চতুর্থ-নির্দেশ.....	১৮৬
শব্দ-পঞ্জী	১৮৯

॥ নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্বাস্স ॥

**অভিধম্মপিটকে
পুগ্গলপঞঃঞত্তিপালি
মাতিকা
১. এককউদ্দেশো**

১. ছ পঞঃঞত্তিযো - খন্ধপঞঃঞত্তি, আযতনপঞঃঞত্তি, ধাতুপঞঃঞত্তি, সচ্চপঞঃঞত্তি, ইন্দ্রিয়পঞঃঞত্তি, পুগ্গলপঞঃঞত্তীতি।

২. কিত্তাৰতা খন্ধানং খন্ধপঞঃঞত্তি? যাৰতা পঞ্চকখন্ধা-রূপকখন্ধো, বেদনাকখন্ধো, সঞঃঞাকখন্ধো, সঞ্জারকখন্ধো, ঝিঞঃঞাকখন্ধো; এত্তাৰতা খন্ধানং খন্ধপঞঃঞত্তি।

৩. কিত্তাৰতা আযতনানং আযতনপঞঃঞত্তি? যাৰতা দসায়তনানি - চক্খায়তনং, রূপায়তনং, সোতায়তনং, সদ্বায়তনং, ঘানায়তনং, গন্ধায়তনং, জিব্বহায়তনং, রসায়তনং, কায়ায়তনং, ফোট্ঠক্বায়তনং, মনায়তনং, ধম্মায়তনং; এত্তাৰতা আযতনানং আযতনপঞঃঞত্তি।

পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি

অৰ্থাৎ (মানব চরিত্রের স্বরূপ)

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্মুদ্বের প্রতি প্রণিপাত।

সূচনা

১। প্রজ্ঞাপ্তি ছয় প্রকার : (১) স্কন্ধ, (২) আযতন, (৩) ধাতু, (৪) সত্য, (৫) ইন্দ্রিয় ও (৬) পুদালপ্রজ্ঞাপ্তি।

২। স্কন্ধরাশির স্কন্ধ প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ। যথা : (১) রূপ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা, (৪) সংস্কার ও (৫) বিজ্ঞান স্কন্ধ। ইহারা স্কন্ধরাশির স্কন্ধ প্রজ্ঞাপ্তি।

৩। আযতন রাশির আযতন প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা দ্বাদশ প্রকার আযতন। যথা : (১) চক্ষু, (২) রূপ, (৩) শ্রোত্র, (৪) শব্দ, (৫) ঘ্রাণ, (৬) গন্ধ, (৭) জিহ্বা, (৮) রস, (৯) কায়, (১০) স্প্রষ্টব্য, (১১) মন ও (১২) ধর্মায়তন। ইহারা আযতন রাশির আযতন-প্রজ্ঞাপ্তি।

৪. কিত্তাৰতা ধাতুনং ধাতুপঞংগতি? যাৰতা অট্ঠাৰস ধাতুযো - চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুৰিঞংগণধাতু, সোতধাতু, সদ্দধাতু, সোতৰিঞংগণধাতু, ঘানধাতু, গন্ধধাতু, ঘানৰিঞংগণধাতু, জিবহাধাতু, রসধাতু, জিবহাৰিঞংগণধাতু, কাযধাতু, ফোট্ঠব্বধাতু, কাযৰিঞংগণধাতু, মনোধাতু, ধম্মধাতু, মনোৰিঞংগণধাতু; এত্তাৰতা ধাতুনং ধাতুপঞংগতি।

৫. কিত্তাৰতা সচ্চানং সচ্চপঞংগতি? যাৰতা চত্তাৰি সচ্চানি - দুক্ষসচ্চং, সমুদয়সচ্চং, নিরোধসচ্চং, মগ্গসচ্চং; এত্তাৰতা সচ্চানং সচ্চপঞংগতি।

৬. কিত্তাৰতা ইন্দ্রিয়ানং ইন্দ্রিয়পঞংগতি? যাৰতা বাৰীসতিন্দ্রিয়ানি - চক্ষুন্দ্রিয়ং, সোতিন্দ্রিয়ং, ঘানিন্দ্রিয়ং, জিহ্বিন্দ্রিয়ং, কাযিন্দ্রিয়ং, মনিন্দ্রিয়ং, ইথিন্দ্রিয়ং, পুরিসিন্দ্রিয়ং, জীৰিতিন্দ্রিয়ং, সুখিন্দ্রিয়ং, দুখিন্দ্রিয়ং, সোমনস্পিন্দ্রিয়ং, দোমনস্পিন্দ্রিয়ং, উপেক্ষিন্দ্রিয়ং, সদ্ধিন্দ্রিয়ং, বীৰিয়িন্দ্রিয়ং, সতিন্দ্রিয়ং, সমাধিন্দ্রিয়ং, পঞিঞন্দ্রিয়ং, অনঞংগতঞংগস্সামীতিন্দ্রিয়ং, যং, অঞংগতাবিন্দ্রিয়ং; এত্তাৰতা ইন্দ্রিয়ানং ইন্দ্রিয়পঞংগতি।

৪। ধাতু রাশির ধাতু প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা অষ্টাদশ প্রকার ধাতু। যথা : (১) চক্ষু, (২) রূপ, (৩) চক্ষু বিজ্ঞান, (৪) শ্রোত্র, (৫) শব্দ, (৬) শ্রোত্র বিজ্ঞান, (৭) ঘ্রাণ, (৮) গন্ধ, (৯) ঘ্রাণ বিজ্ঞান, (১০) জিহ্বা, (১১) রস, (১২) জিহ্বা বিজ্ঞান, (১৩) কায, (১৪) স্পষ্টব্য, (১৫) কায বিজ্ঞান, (১৬) মন (১৭) ধর্ম ও (১৮) মনো বিজ্ঞান ধাতু। ইহারা ধাতু রাশির ধাতু-প্রজ্ঞাপ্তি।

৫। সত্যসমূহের সত্য প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা চারি প্রকার আৰ্যসত্য। যথা : (১) দুঃখ, (২) সমুদয়, (৩) নিরোধ ও (৪) মার্গ সত্য। ইহারা সত্যসমূহের সত্য প্রজ্ঞাপ্তি।

৬। ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা দ্বাবিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয়। যথা : (১) চক্ষু, (২) শ্রোত্র, (৩) ঘ্রাণ, (৪) জিহ্বা, (৫) কায, (৬) মন, (৭) জীবিত, (৮) জী, (৯) পুরুষ, (১০) সুখ, (১১) দুঃখ, (১২) সৌমনস্য, (১৩) দৌর্মনস্য, (১৪) উপেক্ষা, (১৫) শ্রদ্ধা, (১৬) বীৰ্য, (১৭) স্মৃতি, (১৮) সমাধি, (১৯) প্রজ্ঞা, (২০) ‘অজ্ঞাতকে জানিব’ এই চিন্তা, (২১) লোকোত্তর জ্ঞান ও (২২) লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়। ইহারা ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাপ্তি।

৭. কিত্তাৰতা পুণ্ণলানং পুণ্ণলপঞঞত্তি?

- (১) সময়বিমুত্তো (২) অসময়বিমুত্তো (৩) কুপ্পধম্মো (৪) অকুপ্পধম্মো
 (৫) পরিহানধম্মো (৬) অপরিহানধম্মো (৭) চেতনাভব্বো (৮) অনুরকখণ্ডভব্বো
 (৯) পুথুজ্জনো (১০) গোত্রভূ (১১) ভয়ূপরতো (১২) অভয়ূপরতো
 (১৩) ভব্বাগমনো (১৪) অভব্বাগমনো (১৫) নিয়তো (১৬) অনিয়তো
 (১৭) পটিপন্নকো (১৮) ফলেঠিতো (১৯) সমসীসী (২০) ঠিতকপ্পী
 (২১) অরিয়ো (২২) অনরিয়ো (২৩) সেক্খো (২৪) অসেক্খো (২৫)
 নেবসেক্খনাসেক্খো (২৬) তেৰিজ্জো (২৭) ছল্লভিঞ্জেঞো (২৮) সম্মাসম্মুদ্ধো
 (২৯) পচ্ছেকসম্মুদ্ধো [পচ্ছেকবুদ্ধো (সী.)] (৩০) উত্ততোভাগবিমুত্তো (৩১)
 পঞঞবিমুত্তো (৩২) কায়সক্কী (৩৩) দিট্ঠিপ্পত্তো (৩৪) সদ্ধাবিমুত্তো (৩৫)
 ধম্মানুসারী (৩৬) সদ্ধানুসারী (৩৭) সত্তক্কখত্তুপরমো (৩৮) কোলঙ্কোলো
 (৩৯) একবীজী (৪০) সদ্ধাগামী (৪১) অনাগামী (৪২) অন্তরাপরিনিব্বাযী

৭। পুদালগণের পুদাল-প্রজ্ঞাপ্তি কত প্রকার? যাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহা এই ১। কাল-বিমুক্ত, ২। অকাল-বিমুক্ত, ৩। বিনাশধর্মী, ৪। অবিনাশ-ধর্মী, ৫। পরিহানীয়, ৬। অপরিহানীয়, ৭। চেতনা ভব্য, ৮। অনুরক্ষণ ভব্য, ৯। পুথুজ্জন, ১০। গোত্রভূ (উপচার ধ্যানের উচ্চতম স্তরে উন্নীত পুদাল), ১১। ভয়াবরুদ্ধ, ১২। অভয়াবরুদ্ধ বা অকুতোভয়, ১৩। আগমনযোগ্য বা উন্নতজীবন লাভে সক্ষম, ১৪। আগমন অযোগ্য বা উন্নতজীবন লাভে অক্ষম, ১৫। নিয়ত (যাঁহার কুশলা-কুশল নিয়তি নির্দিষ্ট), ১৬। অনিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি অনির্দিষ্ট) ১৭। প্রতিপন্ন (মার্গারূঢ়), ১৮। ফলে স্থিত, ১৯। সমশীর্ষক, ২০। স্থিত-কল্প (যিনি কল্পান্তরের গতিরোধ করিতে পারেন), ২১। আর্য, ২২। অনার্য, ২৩। শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু), ২৪। অশৈক্ষ্য (শিক্ষোত্তীর্ণ), ২৫। শৈক্ষ্য ও নহেন অশৈক্ষ্যও নহেন, ২৬। ত্রিবিদ্য, ২৭। ষড়ভিজ্জ, ২৮। সম্যকসম্মুদ্ধ, ২৯। ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ, ৩০। উভয়ভাগ বিমুক্ত, ৩১। প্রজ্ঞা বিমুক্ত, ৩২। কায়সাক্ষী, ৩৩। দৃষ্টি প্রাপ্ত, ৩৪। শ্রদ্ধা বিমুক্ত, ৩৫। ধর্মানুসারী, ৩৬। শ্রদ্ধানুসারী, ৩৭। সাতজন্য পরিগ্রাহক, ৩৮। কুলকুলান্তরে জন্মপরিগ্রাহক, ৩৯। একজন্য পরিগ্রাহক, ৪০। সদ্ধাগামী, ৪১। অনাগামী, ৪২। অন্তর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত (যে অনাগামী কাঁহার নিরূপিত আয়ুষ্কালের সমাধে উপনীত না হইয়া তদন্তরে পরিনির্বাণ লাভ করেন),

(৪৩) উপহচ্চপরিনিব্বাযী (৪৪) অসজ্জারপরিনিব্বাযী (৪৫) সসজ্জারপরিনিব্বাযী
 (৪৬) উদ্ধংসোতোঅকনিট্টগামী (৪৭) সোতাপন্নো (৪৮)
 সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো(৪৯) সকদাগামী (৫০)
 সকদাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো (৫১) অনাগামী (৫২)
 অনাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো (৫৩) অরহা (৫৪)
 অরহত্তফলসচ্ছিকিরিয়ায [অরহত্তায (সীঃ)] পটিপিন্ণো
 একবং।

২. দুকউদ্দেশো

৮. দ্বৈ পুণ্ণলা -

(১) কোধনো চ, উপনাহী চ। (২) মক্কখী চ, পলাসী [পলাসী (স্যাঃ কঃ)]
 চ। (৩) ইস্সুকী চ, মচ্ছরী চ। (৪) সঠো চ, মাযাবী চ। (৫) অহিরিকো চ,
 অনোত্তপ্পী চ। (৬) দুব্বচো চ, পাপমিত্তো চ।

৪৩। উপহচ্চ পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত (যে অনাগামী তাঁহার নিরূপিত আয়ুষ্কালের সমার্প অতিক্রম করিয়া পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত হন), ৪৪। অসংস্কারিক পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত (স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বাভাবিকভাবে পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত হন), ৪৫। সসংস্কারিক পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত (উদ্যম সাপেক্ষ পরিনিব্বাণলাভী)।

৪৬। উর্ধ্বস্রোতো-বিশিষ্ট ‘অকনিট্ট’ গামী, ৪৭। স্রোতাপন্ন, ৪৮। স্রোতাপত্তি-ফল লাভার্থ সচেষ্ট, ৪৯। সকদাগামী, ৫০। সকদাগামী-ফল লাভার্থ সচেষ্ট, ৫১। অনাগামী, ৫২। অনাগামী-ফল লাভার্থ তৎপর, ৫৩। অর্হৎ, ৫৪। অর্হত্ত-ফল লাভার্থ তৎপর।

দ্বিবিধ- পুদাল

১। ক্রোধী ও উপনাহী (যে ক্রোধ বা হিংসাকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখে)।

২। ম্রক্ষী (যে পরগুণ আচ্ছাদন করে) ও পর্যাসী (যে পরগুণের সহিত নিজ গুণের তুলনা করিয়া অহংকার করে)।

৩। ঈর্ষা পরায়ণ ও মাৎসর্য পরায়ণ।

৪। শঠ ও মায়াবী।

৫। লজ্জাহীন ও ভয়হীন।

৬। দুর্বিনীত ও পাপমিত্র পরায়ণ।

- (৭) ইন্দ্রিয়েসু অণ্ডদ্বারো চ, ভোজনে অমত্তংগু চ।
 (৮) মুট্টস্ফতি চ, অসম্পজানো চ।
 (৯) সীলবিপন্নো চ, দিট্ঠিবিপন্নো চ।
 (১০) অজ্ঞাতসংযোজনো চ, বহিদ্ধাসংযোজনো চ।
 (১১) অক্লোধনো চ, অনুপনাহী চ।
 (১২) অমকখী চ, অপলাসী চ।
 (১৩) অনিস্পুকী চ, অমচ্ছরী চ।
 (১৪) অসঠো চ, অমায়াবী চ।
 (১৫) হিরিমা চ, ওত্তপ্পী চ।
 (১৬) সুবচো চ, কল্যাণমিত্তো চ।
 (১৭) ইন্দ্রিয়েসু গুণ্ডদ্বারো চ, ভোজনে মত্তংগু চ।
 (১৮) উপট্ঠিতস্ফতি চ, সম্পজানো চ।
 (১৯) সীলসম্পন্নো চ, দিট্ঠিসম্পন্নো চ।

- ৭। ইন্দ্রিয়ে অণ্ডদ্বারী ও পান-ভোজনে অমিতাচারী।
 ৮। মূঢ়-স্মৃতি ও অসম্প্রজ্ঞানী।
 ৯। শীলসম্পন্ন ও দৃষ্টিসম্পন্ন।
 ১০। আভ্যন্তরীণ সংযোজনসম্পন্ন ও বাহ্যিক সংযোজনসম্পন্ন।
 ১১। অক্লোধী ও অনুপনাহী (যে ক্লোধ বা হিংসাকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখে না)।
 ১২। অম্রক্ষী ও অপর্য়াসী। (২ নম্বর যুক্ত পুদালের বিপরীত)।
 ১৩। ঈর্ষাহীন ও মাৎসর্যহীন।
 ১৪। অশর্ট ও অমায়াবী।
 ১৫। লজ্জাশীল ও ভয়-সম্পন্ন।
 ১৬। সুবিনীত ও কল্যাণমিত্রপরায়ণ।
 ১৭। ইন্দ্রিয়ে গুণ্ডদ্বারী ও পান-ভোজনে মিতাচারী।
 ১৮। প্রত্যাৎপন্ন স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানী।
 ১৯। শীলসম্পন্ন ও দৃষ্টিসম্পন্ন।

- (২০) দে পুগ্গলা দুল্লভা লোকস্মিং।
 (২১) দে পুগ্গলা দুত্তপ্পয়া।
 (২২) দে পুগ্গলা সুত্তপ্পয়া।
 (২৩) দ্বিন্নং পুগ্গলানং আসবা বডটত্তি।
 (২৪) দ্বিন্নং পুগ্গলানং আসবা ন বডটত্তি।
 (২৫) হীনাধিমুত্তো চ, পণীতাধিমুত্তো চ।
 (২৬) তিত্তো চ, তপ্পেতা চ।

দুকং।

৩. তিকউদ্দেশো

৯. তযো পুগ্গলা -

- (১) নিরাসো, আসংসো, বিগতাসো।
 (২) তযো গিলানূপমা পুগ্গলা।
 (৩) কায়সক্কী, দিট্ঠিপ্পত্তো, সদ্ধাবিমুত্তো।
 (৪) গুথভাণী, পুস্পভাণী, মধুভাণী।

- ২০। দ্বিবিধ পুদাল জগতে দুর্লভ।
 ২১। দ্বিবিধ পুদালের অপরকে সম্ভুষ্ট করা কঠিন।
 ২২। দ্বিবিধ পুদাল সাবলীল সম্ভুষ্ট হন।
 ২৩। দ্বিবিধ পুদালের আসক্তি বর্দ্ধিত হয়।
 ২৪। দ্বিবিধ পুদালের আসক্তি বর্দ্ধিত হয় না।
 ২৫। হীনাধিযুক্ত (হীন-প্রকৃতি) ও পণীতাধিযুক্ত (সৎ-প্রকৃতি)।
 ২৬। তৃপ্ত ও তৃপ্তিদায়ী।

ত্রিবিধ পুদাল

- ১। নিরাশ, আশাবান, বিগতশ।
 ২। ত্রিবিধ বৃগ্নোপম পুদাল।
 ৩। কায়-সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্ত।
 ৪। গুথভাষী, পুস্প-ভাষী, মধু-ভাষী।

(৫) অরুকুপমচিভো পুগলো, বিজ্জুপমচিভো পুগলো, বজিরুপমচিভো পুগলো।

(৬) অক্কো, একচকখু, দ্বিচকখু।

(৭) অৰকুজ্জপঞেঞা পুগলো, উচ্ছঙ্গপঞেঞা [উচ্ছঙ্গুপঞেঞা (স্যাঃ)] পুগলো, পুথুপঞেঞা পুগলো।

(৮) অথেকচ্ছো পুগলো কামেসু চ ভবেসু চ অবীতরাগো, অথেকচ্ছো পুগলো কামেসু বীতরাগো ভবেসু অবীতরাগো, অথেকচ্ছো পুগলো কামেসু চ ভবেসু চ বীতরাগো।

(৯) পাসাণলেখুপমো পুগলো, পথবিলেখুপমো পুগলো, উদকলেখুপমো পুগলো।

(১০) তযো পোথকুপমা পুগলা।

(১১) তযো কাসিকবথুপমা পুগলা।

(১২) সুগ্গমেয্যো, দুগ্গমেয্যো, অগ্গমেয্যো।

(১৩) অথেকচ্ছো পুগলো ন সেবিতক্কো ন ভজিতক্কো ন পযিরুপাসিতক্কো, অথেকচ্ছো পুগলো সেবিতক্কো ভজিতক্কো পযিরুপাসিতক্কো,

৫। ব্রণোপম চিত্ত-সম্পন্ন, বিদ্যুদোপম চিত্তসম্পন্ন, বজ্রোপম চিত্ত-সম্পন্ন পুদাল।

৬। অন্ধ, একচক্ষু, দ্বিচক্ষুসম্পন্ন।

৭। অধোমুখী-প্রাজ্ঞ, উৎসঙ্গ-ভুরি(স্থূল) প্রাজ্ঞ।

৮। কোনো পুদাল কাম ও ভবের প্রতি অবীত রাগ, কোনো পুদাল কামে বীত-রাগ, ভবের প্রতি অবীত-রাগ, কোনো পুদাল কাম ও ভবের প্রতি বীত-রাগ।

৯। পাষাণ রেখোপম, মৃত্তিকা রেখোপম ও জল রেখোপম পুদাল।

১০। ত্রিবিধ শনবজ্রোপম পুদাল।

১১। ত্রিবিধ কাশিকবজ্রোপম পুদাল।

১২। সুপ্রমেয়, দুঃপ্রমেয়, অপ্রমেয়।

১৩। কোনো পুদাল সেবা, ভজন ও সংস্রব যোগ্য নহে। কোনো পুদাল সেবা, ভজনা ও সংস্রব যোগ্য।

অথেকচো পুগ্নলো সন্ধুত্তা গরুং কত্তা [গরুংকত্তা (সী.)]। সেবিতব্বো ভজিতব্বো পযিরুপাসিতব্বো।

(১৪) অথেকচো পুগ্নলো জিগুচ্ছিতব্বো ন সেবিতব্বো ন ভজিতব্বো ন পযিরুপাসিতব্বো, অথেকচো পুগ্নলো অজ্জুপেক্খিতব্বো ন সেবিতব্বো ন ভজিতব্বো ন পযিরুপাসিতব্বো; অথেকচো পুগ্নলো সেবিতব্বো ভজিতব্বো পযিরুপাসিতব্বো।

(১৫) অথেকচো পুগ্নলো সীলেসু পরিপূরকারী [পরিপূরীকারী (স্যা.)], সমাধিস্মিং মত্তসো কারী, পঞঃঞয় মত্তসো কারী; অথেকচো পুগ্নলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চ পরিপূরকারী, পঞঃঞয় মত্তসো কারী; অথেকচো পুগ্নলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চ পরিপূরকারী, পঞঃঞয় চ পরিপূরকারী।

(১৬) তযো সথারো।

(১৭) অপরপি তযো সথারো।

তকিং।

কোনো পুদাল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তিরপাত্র ও সংস্রব যোগ্য।

১৪। কোনো পুদাল ঘৃণ্য, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়। কোনো পুদাল উপেক্ষণীয়, অসেব্য, অভজনীয়ও অগমনীয়। কোনো পুদাল সেব্য, ভক্তির যোগ্য, পূজারপাত্র ও গমনীয়।

১৫। কোনো পুদাল শীল-পরিপূরক; সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় অংশমাত্র সম্পাদনকারী। কোনো পুদাল শীল ও সমাধি পরিপূরক প্রজ্ঞা সাধনায় অংশমাত্র সম্পাদনকারী। কোনো পুদাল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পরিপূরক।

১৬। ত্রিবিধ শাস্তা।

১৭। অপর ত্রিবিধ শাস্তা।

১০. চত্তারো পুগ্গলা -

(১) অসঙ্ঘুরিসো, অসঙ্ঘুরিসেন অসঙ্ঘুরিসতরো, সঙ্ঘুরিসো, সঙ্ঘুরিসেন সঙ্ঘুরিসতরো।

(২) পাপো, পাপেন পাপতরো, কল্যাণো, কল্যাণেন কল্যাণতরো।

(৩) পাপধম্মো, পাপধম্মেন পাপধম্মতরো, কল্যাণধম্মো, কল্যাণধম্মেন কল্যাণধম্মতরো।

(৪) সাৰজ্জো, বজ্জবহ্লো, অঙ্গৰজ্জো [অঙ্গসাৰজ্জো (স্যা. ক.) অ. নি. ৪.১৩৫], অনৰজ্জো।

(৫) উগ্গতিতৎৎ, বিপচ্চিতৎৎ [বিপচ্চিতৎৎ (সী.) অ. নি. ৪.১৩৩], নেয্যো, পদপরমো।

(৬) যুত্তপ্পটিভানো, নো মুত্তপ্পটিভানো, মুত্তপ্পটিভানো, নো যুত্তপ্পটিভানো, যুত্তপ্পটিভানো চ মুত্তপ্পটিভানো চ, নেব যুত্তপ্পটিভানো নো মুত্তপ্পটিভানো।

(৭) চত্তারো ধম্মকথিকা পুগ্গলা।

(৮) চত্তারো বলাহকূপমা পুগ্গলা।

চতুর্বিধ পুদাল

১। অসৎ, অসৎ হইতেও অসৎ, সৎ, অতিশয় সৎ।

২। পাপী, পাপী হইতেও পাপী, পুণ্যবান, পুণ্যবন্তর।

৩। পাপাত্মা, অধিকতর পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, অধিকতর পুণ্যাত্মা।

৪। সদোষ, দোষ-বহুল, অল্পদোষ, নির্দোষ।

৫। উদঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাসে সব বোঝেন), বিপচ্চিত্তজ্ঞ (যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় বুঝিয়া নিতে পারেন), নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়া বুঝিয়া অর্থবোধ লাভ করেন), পদ-পরম (যিনি পদমাত্র মুখস্থ করিতে সক্ষম, অর্থ বোধে হতভম্ব)।

৬। যুক্ত-প্রতিভ-নহে মুক্ত-প্রতিভ, মুক্ত-প্রতিভ-নহে যুক্ত-প্রতিভ, যুক্ত-প্রতিভ ও মুক্ত-প্রতিভ, নহে যুক্ত-প্রতিভ-নহে মুক্ত-প্রতিভ।

৭। চারি প্রকার ধর্মোপদেশক।

৮। চারি প্রকার বলাহকোপম পুদাল।

(৯) চত্তারো মূসিকূপমা পুগ্গলা।

(১০) চত্তারো অমূপমা পুগ্গলা।

(১১) চত্তারো কুন্তুপমা পুগ্গলা।

(১২) চত্তারো উদকরহদূপমা পুগ্গলা।

(১৩) চত্তারো বলীবদূপমা [বলিবদূপমা (সী.)] পুগ্গলা।

(১৪) চত্তারো আসীৰিসূপমা পুগ্গলা।

(১৫) অথেকচ্চো পুগ্গলো অননুৰিচ্চ অপরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্প বগ্গং ভাসিতা হোতি, অথেকচ্চো পুগ্গলো অননুৰিচ্চ অপরিযোগাহেত্বা বগ্গারহস্প অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি, অথেকচ্চো পুগ্গলো অননুৰিচ্চ অপরিযোগাহেত্বা অগ্গসাদনীয়ে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি, অথেকচ্চো পুগ্গলো অননুৰিচ্চ অপরিযোগাহেত্বা পসাদনীয়ে ঠানে অগ্গসাদং উপদংসিতা হোতি।

(১৬) অথেকচ্চো পুগ্গলো অনুৰিচ্চ পরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্প অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি, অথেকচ্চো পুগ্গলো অনুৰিচ্চ পরিযোগাহেত্বা বগ্গারহস্প বগ্গং ভাসিতা হোতি,

৯। চারি প্রকার মুষিকোপম পুদাল।

১০। চারি প্রকার অমোপম পুদাল।

১১। চারি প্রকার কুন্তোপম পুদাল।

১২। চারি প্রকার হৃদোপম পুদাল।

১৩। চারি প্রকার বলীবর্দোপম পুদাল।

১৪। চারি প্রকার আশীর্ষোপম পুদাল।

১৫। কোনো পুদাল বিবেচনা না করিয়া ও যথাযথ না জানিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী। কোনো পুদাল বিবেচনা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী। কোনো পুদাল বিচার না করিয়া ও যথাযথ অবগত না হইয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসাদ উৎপাদনকারী। কোনো পুদাল সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া ও সম্যক অবগত না হইয়া প্রসাদনীয় স্থানের অপ্রসাদ উৎপাদনকারী।

১৬। কোনো পুদাল বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান পূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী। কোনো পুদাল বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী।

অথেকচো পুগ্নলো অনুবিচ্ছ পরিযোগাহেত্বা অঙ্গসাদনীযে ঠানে অঙ্গসাদং উপদংসিতা হোতি, অথেকচো পুগ্নলো অনুবিচ্ছ পরিযোগাহেত্বা পসাদনীযে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি।

(১৭) অথেকচো পুগ্নলো অৰণ্নারহস্স অৰণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো বণ্নারহস্স বণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন; অথেকচো পুগ্নলো বণ্নারহস্স বণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো অৰণ্নারহস্স অৰণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন; অথেকচো পুগ্নলো অৰণ্নারহস্স চ অৰণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন; বণ্নারহস্স চ বণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, অথেকচো পুগ্নলো নেব অৰণ্নারহস্স অৰণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ বণ্নারহস্স বণ্নং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন।

(১৮) উট্ঠানফলূপজীৱী নো পুঞংএফলূপজীৱী, পুঞংএফলূপজীৱী নো উট্ঠানফলূপজীৱী, উট্ঠানফলূপজীৱী চ পুঞংএফলূপজীৱী চ, নেব উট্ঠানফলূপজীৱী নো পুঞংএফলূপজীৱী।

কোনো পুদাল জ্ঞানের সহিত বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করত অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসন্ন। কোনো পুদাল জ্ঞানের সহিত বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করত প্রসাদনীয় স্থানে প্রসন্ন।

১৭। কোনো পুদাল যথার্থ অপ্রশংসনীয় লোকের যথাকালে অপ্রশংসাকারী, কিন্তু সত্য সত্যই প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী নহে। কোনো পুদাল যথার্থ ও সত্য সত্যই প্রশংসাহ লোকের উপযুক্ত কালে প্রশংসাকারী, কিন্তু অপ্রশংসাহ ব্যক্তির অপ্রশংসাকারী নহে। কোনো পুদাল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসাহ ব্যক্তির যথা সময় অপ্রশংসাকারী এবং প্রশংসাহ ব্যক্তির যথা সময় প্রশংসাকারী। কোনো পুদাল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারীও নহে এবং যথাকালে প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির প্রশংসাকারীও নহে।

১৮। উত্থান ফলোপজীৱী নহে পুণ্য ফলোপজীৱী। পুণ্য ফলোপজীৱী নহে উত্থান ফলোপজীৱী। উত্থান ফলোপজীৱী ও পুণ্য ফলোপজীৱী। উত্থান ফলোপজীৱী ও নহে, পুণ্যফলোপজীৱীও নহে।

(১৯) তমো তমপরাযনো, তমো জ্যোতিপরাযনো, জ্যোতি তমপরাযনো, জ্যোতি জ্যোতিপরাযনো।

(২০) ওণতোণতো, ওণতুগ্নতো, উগ্নতোণতো, উগ্নতুগ্নতো।

(২১) চত্তারো রুক্ষুপমা পুগ্গলা।

(২২) রূপগ্গমাণো, রূপগ্গসন্মো, ঘোসগ্গমাণো, ঘোসগ্গসন্মো॥

(২৩) লুখগ্গমাণো, লুখগ্গসন্মো, ধম্মগ্গমাণো, ধম্মগ্গসন্মো।

(২৪) অথেকচ্ছো পুগ্গলো অভহিতায পটিপন্মো হোতি, নো পরহিতায; অথেকচ্ছো পুগ্গলো পরহিতায পটিপন্মো হোতি, নো অভহিতায; অথেকচ্ছো পুগ্গলো অভহিতায চ্চ পটিপন্মো হোতি পরহিতায চ্চ; অথেকচ্ছো পুগ্গলো নেব অভহিতায পটিপন্মো হোতি নো পরহিতায।

(২৫) অথেকচ্ছো পুগ্গলো অভত্তপো হোতি অভত্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো; অথেকচ্ছো পুগ্গলো পরত্তপো হোতি পরত্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো; অথেকচ্ছো পুগ্গলো অভত্তপো চ্চ হোতি অভত্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো, পরত্তপো চ্চ পরত্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো; অথেকচ্ছো পুগ্গলো নেব অভত্তপো হোতি ন অভত্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো,

১৯। তম জ্যোতিপরাযণ, তম জ্যোতিপরাযণ, জ্যোতি তমোপরাযণও জ্যোতি জ্যোতিপরাযণ।

২০। অবনতাবনত (হীন হতে হীনতা প্রাপ্ত), অবনতোন্নত (হীন অবস্থা হতে উন্নত), উন্নতাবনত (উন্নতা অবস্থা হতে হীনতা), উন্নতোন্নত (উন্নত হতে উন্নত)।

২১। চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদাল।

২২। রূপ-প্রিয়-রূপ-প্রসন্ন, ঘোষ-প্রিয়াঁঘোষ-প্রসন্ন।

২৩। কৃচ্ছ-প্রিয়াঁকৃচ্ছ-প্রসন্ন, ধর্ম-প্রিয়াঁধর্ম-প্রসন্ন।

২৪। (ক) আত্মহিতে তৎপর-নহে পরহিতে, (খ) পরহিতে তৎপর-নহে আত্মহিতে, (গ) আত্মপর উভয় হিতে তৎপর। (ঘ) নয় আত্ম-হিতে-নয় পরহিতে তৎপর।

২৫। (ক) আত্ম-তাপী-আত্ম-পরিতাপে নিযুক্ত। (খ) পরতাপী-পর-পরিতাপে নিযুক্ত। (গ) আত্ম-তাপী-আত্ম-পরিতাপে তৎপর ও পরতাপী-পর-পরিতাপে তৎপর। (ঘ) নহেন আত্ম-তাপী-আত্ম-পরিতাপে তৎপর ও নহেন পর-তাপী পর পরিতাপে তৎপর।

ন পরন্তপো ন পরপরিতাপনানুযোগমনুষ্যন্তো। সো অনন্তপো অপরন্তপো
দিষ্টৈৰ ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতীভূতো [সীতিভূতো (সী. ক.)]
সুখপ্লটিসংবেদী ব্রহ্মভূতেন অন্তনা বিহরতি।

(২৬) সরাগো, সদোসো, সমোহো, সমানো।

(২৭) অথেকচ্চো পুগ্গলো লাভী হোতি অজ্জত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী
অধিপঞএগ্গধম্মবিপস্সনায়; অথেকচ্চো পুগ্গলো লাভী হোতি
অধিপঞএগ্গধম্মবিপস্সনায়, ন লাভী অজ্জত্তং চেতোসমথস্স; অথেকচ্চো পুগ্গলো
লাভী চৈব হোতি অজ্জত্তং চেতোসমথস্স, লাভী চ অধিপঞএগ্গধম্মবিপস্সনায়;
অথেকচ্চো পুগ্গলো নেব লাভী হোতি অজ্জত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী
অধিপঞএগ্গধম্মবিপস্সনায়।

(২৮) অনুসোতগামী পুগ্গলো, পটিসোতগামী পুগ্গলো, ঠিতত্তো পুগ্গলো,
তিপ্পো পারঙ্গতো [পারগতো (সী. স্যা.)] থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।

(২৯) অপ্পস্সুতো সুতেন অনুপপন্নো, অপ্পস্সুতো সুতেন উপপন্নো,
বহুস্সুতো সুতেন অনুপপন্নো, বহুস্সুতো সুতেন উপপন্নো।

এইরূপে তিনি ন-আত্মতাপী ও ন-পরতাপী রূপে ইহ জীবনে তৃষ্ণাশূন্য,
নিবৃত্ত, অধ্যাত্ম-ক্লেশরহিত ও শৈত্য-প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ (নির্বাণ) অনুভব
করিতে করিতে বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করেন।

২৬। স-রাগ, স-দেষ, স-মোহ, স-মান।

২৭। কোনো পুদাল অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ ধ্যান লাভী, কিন্তু অধি প্রজ্ঞা ধর্ম
বিদর্শন ধ্যান লাভী নহেন।

কোনো পুদাল অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন ধ্যান লাভী, কিন্তু অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ
ধ্যান লাভী নহেন।

কোনো পুদাল অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ ধ্যান লাভী এবং অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন
লাভী।

কোনো পুদাল নহে অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ লাভী, নহে অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন
লাভী।

২৮। (ক) অনুস্রোতগামী, (খ) প্রতিস্রোতগামী, (গ) স্থিতাত্ম, (ঘ) তীর্ণ-
পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ।

২৯। (ক) অল্পশ্রুত-শ্রুতানুৎপন্ন, (খ) অল্পশ্রুত-শ্রুতোৎপন্ন, (গ) বহুশ্রুত-
শ্রুতানুৎপন্ন, (ঘ) বহুশ্রুত-শ্রুতোৎপন্ন।

(৩০) সমণমচলো, সমণপদুমো, সমণপুণ্ডরীকো, সমণেসু
সমণসুখুমালো।

চতুষ্কং।

৫. পঞ্চকউদ্দেশো

১১. পঞ্চ পুণ্ডলা -

(১) অথেকচো পুণ্ডলো আরভতি [আরভতি (সী. স্যা.)] চ বিপ্লটিসারী চ
হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুত্তিং পঞ্চএগবিমুত্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতি, যথস্স তে
উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জতি। অথেকচো পুণ্ডলো আরভতি
ন বিপ্লটিসারী চ হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুত্তিং পঞ্চএগবিমুত্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতি,
যথস্স তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জতি। অথেকচো
পুণ্ডলো আরভতি বিপ্লটিসারী চ হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুত্তিং পঞ্চএগবিমুত্তিং
যথাভূতং নপ্পজানাতি, যথস্স তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা
নিরুজ্জতি।

৩০। (ক) শ্রমণাচল, (খ) শ্রমণ-পদ, (গ) শ্রমণ-পুণ্ডরীক, (ঘ)
শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

পঞ্চবিধ পুদাল

১। কোনো পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধও করেন এবং
অনুশোচনাও করেন। তিনি চিন্ত-বিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞা-বিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি
করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন পাপ
অকুশল ধর্ম অশেষরূপে নিবুদ্ধ হইয়া যাইত।

কোনো পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন জনিত অপরাধ করেন, কিন্তু তজ্জন্য
অনুশোচনা করেন না। তিনি চিন্ত-বিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞা-বিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি
করিতে পারেন না। যাহার উপলব্ধিতে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম
অশেষরূপে নিবুদ্ধ হইয়া যাইত।

কোনো পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন জনিত অপরাধ করেন না, অথচ
(অনর্থক) অনুশোচনা করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার চিন্ত বিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞা
বিমুক্তি যথাভূত লাভ হয় না, যাহা লাভ করিতে পারিলে তাঁহার চিন্তে উৎপন্ন
সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি নিরবশেষ তিরোহিত হইত।

অথেকচ্চো পুগ্গলো নারভতি ন বিপ্লটিসারী হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুত্তিং পঞঃএগ্গবিমুত্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতি, যথস্স তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জন্তি। অথেকচ্চো পুগ্গলো নারভতি ন বিপ্লটিসারী হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুত্তিং পঞঃএগ্গবিমুত্তিং যথাভূতং পজানাতি, যথস্স তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জন্তি।

(২) দত্তা অবজানাতি, সংবাসেন অবজানাতি, আধেয়্যমুখো হোতি, লোলো হোতি, মন্দো মোমূহো হোতি।

(৩) পঞ্চ যোধাজীৰুপমা পুগ্গলা।

(৪) পঞ্চ পিণ্ডপাতিকা।

(৫) পঞ্চ খলুপচ্ছাভট্টিকা।

(৬) পঞ্চ একাসনিকা।

কোনো পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনও করেন না এবং অনুশোচনাও করেন না। অথচ চিত্ত-বিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞা-বিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি হইলে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি সর্বতোভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

কোনো পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন করেন না, তজ্জন্য অনুশোচনাও করেন না। এদিকে তিনি সেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, যাহা উপলব্ধিতে তাঁহার চিত্তে উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি নিঃশেষে নিবুদ্ধ হইয়া যাইত।

২। (ক) দান করিয়া অবজ্ঞা করেন।

(খ) সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন।

(গ) আধেয় মুখী।

(ঘ) লোল পুদাল।

(ঙ) মন্দ-মোহ-প্রধান।

৩। পঞ্চবিধ পেশাদারী যুদ্ধোপজীবী-তুল্য পুদাল।

৪। পঞ্চবিধ পেশাদারী পিণ্ডপাতিক।

৫। পঞ্চবিধ পেশাদারী পশ্চাৎ ভোজ্য-ভোক্তা নহেন।

৬। পঞ্চবিধ পেশাদারী একাসনিক।

- (৭) পঞ্চ পংসুকূলিকা। (৮) পঞ্চ তেচীবরিকা। (৯) পঞ্চ আরঞ্জিঞকা।
 (১০) পঞ্চ রুকখমূলিকা। (১১) পঞ্চ অন্তোকাসিকা। (১২) পঞ্চ নেসজ্জিকা।
 (১৩) পঞ্চ যথাসহুতিকা। (১৪) পঞ্চ সোসানিকা।

পঞ্চকং।

(১) অথেকচো পুগলো পুবে অননুস্পুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্বুজ্জতি, তথ চ সৰ্ব্বংএতং পাপুণাতি বলেসু [ফলেসু (পী.)] চ বসীভাৰং। অথেকচো পুগলো পুবে অননুস্পুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্বুজ্জতি, ন চ তথ সৰ্ব্বংএতং পাপুণাতি ন চ বলেসু বসীভাৰং। অথেকচো পুগলো পুবে অননুস্পুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসম্বুজ্জতি, দিটে চেষ ধম্মে দুকখসন্তকরো হোতি সাৰকপারমিঞ্চ পাপুণাতি।

- ৭। পঞ্চবিধ পেশাদারী পাংসুকূলিক।
 ৮। পঞ্চবিধ পেশাদারী ত্রে-চীবরিক।
 ৯। পঞ্চবিধ পেশাদারী আরণ্যক।
 ১০। পঞ্চবিধ পেশাদারী বৃক্ষ-মূলবাসী।
 ১১। পঞ্চবিধ পেশাদারী উন্মুক্ত প্রান্তর বাসী।
 ১২। পঞ্চবিধ পেশাদারী নৈশজ্জিক।
 ১৩। পঞ্চবিধ পেশাদারী যথাস্তরনিক।
 ১৪। পঞ্চবিধ পেশাদারী শাসানিক।

ষড়বিধ পুদাল

১। কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বজ্ঞতা দশবিধ বলে প্রভূত লাভ করেন।

কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা কিংবা দশবিধ বলে প্রভূত লাভ করিতে পারেন না।

কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া ইহ জীবনে দুঃখান্ত লাভ করেন এবং শ্রাবক পারমিতা (শ্রাবক বা প্রধান শিষ্যের জ্ঞান-পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত হন।

অথেকচো পুগ্নলো পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসমুজ্জতি, দিটেঠেৰ ধম্মে দুকখস্সন্তকরো হোতি, ন চ সাৰকপারমিং পাপুণাতি। অথেকচো পুগ্নলো পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসমুজ্জতি, ন চ দিটেঠেৰ ধম্মে দুকখস্সন্তকরো হোতি, অনাগামী হোতি অনাগন্তা [অনাগন্তা (স্যা. ক.) অ. নি. ৪.১৭১] ইথত্তং। অথেকচো পুগ্নলো পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসমুজ্জতি, ন চ দিটেঠেৰ ধম্মে দুকখস্সন্তকরো হোতি, আগামী [সোতাপন্নসকদাগামী (স্যা. ক.)] হোতি আগন্তা ইথত্তং।

৭. সত্তকউদ্দেশো

১৩. সত্ত পুগ্নলা –(১) সত্ত উদকূপমা পুগ্নলা। সকিং নিমুগ্নো নিমুগ্নোৰ হোতি, উম্মুজ্জিত্তা নিমুজ্জতি, উম্মুজ্জিত্তা ঠিতো হোতি, উম্মুজ্জিত্তা বিপস্সতি বিলোকেতি, উম্মুজ্জিত্তা পতরতি, উম্মুজ্জিত্তা পটিগাধপ্পত্তো হোতি, উম্মুজ্জিত্তা তিল্লো হোতি পারঙ্গতো থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।

(ঘ) কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করিয়া ইহ জীবনে দুঃখান্ত লাভ করেন কিন্তু শ্রাবক পারমিতা (শ্রাবক বা প্রধান শিষ্যত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের যেন পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত নহেন।

(ঙ) কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য (আংশিক) উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহ জীবনে সম্পূর্ণ দুঃখান্ত সাধন করিতে না পারিয়া (নির্দিষ্ট লোকান্তর গমন করত) অনাগামীরূপে অভিহিত হন। কারণ তিনি কাম লোকে পুনরাগমন করেন না।

(চ) কোনো পুদাল অশ্রুত-পূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য (আংশিক) উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহ জীবনে সর্বতোভাবে দুঃখান্ত সাধন করিতে পারেন না। তাহাকে কাম লোকে পুনরাগমন করিতে হয় বলিয়া তিনি আগমনকারী নামে অভিহিত হন।

সত্তবিধ পুদাল

১। সাত প্রকার জলোপম পুদাল।

(ক) কোনো পুদাল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন।

(খ) কোনো পুদাল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন।

(গ) কোনো পুদাল উন্মগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন।

(ঘ) কোনোপুদাল উন্মগ্ন হইয়া বিদর্শনও বিলোকন করেন।

(ঙ) কোনো পুদাল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ হন।

(চ) কোনো পুদাল উন্মগ্ন হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

(ছ) কোনো পুদাল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ, পারগত ও স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

(২) উভতোভাগবিমুক্তো, পঞঞবিমুক্তো, কাযসক্কী, দিট্ঠিপ্পত্তো, সদ্ধাবিমুক্তো, ধম্মানুসারী, সদ্ধানুসারী।

সত্তকং।

৮. অট্ঠকউদ্দেশো

১৪. অট্ঠ পুগ্গলা -

(১) চত্তারো মগ্গসমঙ্গিনো, চত্তারো ফলসমঙ্গিনো পুগ্গলা।

অট্ঠকং।

৯. নবকউদ্দেশো

১৫. নব পুগ্গলা -

(১) সম্মাসম্মুদ্বো, পচ্চেকসম্মুদ্বো, উভতোভাগবিমুক্তো, পঞঞবিমুক্তো, কাযসক্কী, দিট্ঠিপ্পত্তো, সদ্ধাবিমুক্তো, ধম্মানুসারী, সদ্ধানুসারী।

নবকং।

১০. দসকউদ্দেশো

১৬. দস পুগ্গলা -

(১) পঞ্চগ্নং ইধ নিট্ঠা, পঞ্চগ্নং ইধ বিহায নিট্ঠা।

দসকং।

পুগ্গলপঞঞত্তিমাতিকা নিট্ঠিতা।

২। (ক) উভয় ভাগ বিমুক্ত। (খ) প্রজ্ঞা বিমুক্ত। (গ) কায় সাক্ষী। (ঘ) দৃষ্টি প্রাপ্ত। (ঙ) শ্রদ্ধা-বিমুক্ত। (চ) ধৰ্মানুসারী। (ছ) শ্রদ্ধানুসারী।

অষ্টবিধ পুদাল

১। চারি প্রকার মার্গ সমন্বিত ও চারি প্রকার ফল সমন্বিত পুদাল।

নববিধ পুদাল

১। সম্যকসম্মুদ্ধ, ২। ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ, ৩। উভয়ভাগ বিমুক্ত, ৪। প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, ৫। কায়সাক্ষী, ৬। দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ৭। শ্রদ্ধা বিমুক্ত, ৮। ধৰ্মানুসারী, ৯। শ্রদ্ধানুসারী।

দশবিধ পুদাল

১। পঞ্চবিধ পুদাল ইহলোক নিষ্ঠ, পঞ্চবিধ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকনিষ্ঠ।

পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি

৩৩

পুদাল- প্রজ্ঞাপ্তির মাতৃকা সমাপ্ত

নিদ্দেশ্যে

১. এককপুণ্ডলপঞগতি

১. কতমো চ পুণ্ডলো সময়বিমুক্তো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো কালেন কালং সময়েন সময়ং অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা [ফস্সিত্তা (সী. পী.)] বিহরতি, পঞগায় চস্স দিস্বা একচ্ছো আসবা পরিকখীণা হোন্তি - অযং বচ্চতি পুণ্ডলো “সময়বিমুক্তো”।

২. কতমো চ পুণ্ডলো অসময়বিমুক্তো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো ন হেব খো কালেন কালং সময়েন সময়ং অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি, পঞগায় চস্স দিস্বা আসবা পরিকখীণা হোন্তি - অযং বচ্চতি পুণ্ডলো “অসময়বিমুক্তো”।

সৰ্বেপি অরিয়পুণ্ডলা অরিয়ে বিমোকেথ অসময়বিমুক্তা।

৩. কতমো চ পুণ্ডলো কুপ্পধম্মো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো ন নিকামলাভী হোতি ন অকিচ্ছলাভী ন অকসিরলাভী; ন যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি বট্টাতিপি। ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি, যং তস্স পুণ্ডলস্স পমাদমাগম্ম তা সমাপত্তিয়ো কুপ্পেয়্যুং - অযং বচ্চতি পুণ্ডলো “কুপ্পধম্মো”।

১। কাল-বিমুক্ত বা সময়-বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল সময় সময় নামকায় (রূপারূপাবচর সমাপত্তি ধ্যানাঙ্গ ব্যতীত চারি প্রকার স্কন্ধের অন্তর্গত অপর সহজাত চিত্ত চৈতসিক) দ্বারা অষ্টবিমোক্ষ লাভ করিয়া অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা (বিদর্শন ভাবনা লব্ধ জ্ঞান) দ্বারা আর্যসত্যের দর্শন-হেতু তাঁহার আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তদ্ব্যতীত এই পুদাল সময় বিমুক্ত নামে অভিহিত।

২। অকাল-বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল নামকায় দ্বারা সময় অষ্টবিমোক্ষ লাভ না করিয়া প্রজ্ঞা প্রভাবে আসক্তির ক্ষয় সাধন করেন। তদ্ব্যতীত এই পুদাল অসময়-বিমুক্ত নামে অভিহিত। সমস্ত আর্য-পুদাল আর্য-বিমোক্ষে অসময়-বিমুক্ত।

৩। বিনাশ-ধর্মী পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল রূপ সহগত বা অরূপ সহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভী হন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা মাদ্রই লাভী, অকৃচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী কিংবা বিপুলাকারে লাভী নহেন। তদ্ব্যতীত তিনি যেখান ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ও যতক্ষণ-ইচ্ছা ধ্যানমগ্ন হইতে, থাকিতে ও ধ্যান হইতে উঠিতে পারেন না। ইহার এরূপ কারণ বিদ্যমান আছে যে প্রমত্ততা বশত তাঁহার সেই সমাপত্তি ধ্যানসমূহ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এরূপ পুদাল কোপিত ধর্মী বা বিনাশ-ধর্মী নামে কথিত।

৪. কতমো চ পুগ্গলো অকুপ্পধম্মো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো নিকামলাভী হোতি অকিচ্ছলাভী অকসিরলাভী; যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি ঝট্ঠাতিপি। অট্ঠানমেতং অনবকাসো যং তস্স পুগ্গলস্স পমাদমাগম্ম তা সমাপত্তিযো কুপ্পেয়ুং - অযং ঝট্ঠতি পুগ্গলো “অকুপ্পধম্মো”। সবেপি অরিয়পুগ্গলা অরিয়ে বিমোকেথ অকুপ্পধম্মা।

৫. কতমো চ পুগ্গলো পরিহানধম্মো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো ন নিকামলাভী হোতি ন অকিচ্ছলাভী ন অকসিরলাভী; ন যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি ঝট্ঠাতিপি। ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি, যং সো পুগ্গলো পমাদমাগম্ম তাহি সমাপত্তীহি পরিহাযেয্য - অযং ঝট্ঠতি পুগ্গলো “পরিহানধম্মো”।

৬. কতমো চ পুগ্গলো অপরিহানধম্মো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো নিকামলাভী হোতি অকিচ্ছলাভী অকসিরলাভী; যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি ঝট্ঠাতিপি। অট্ঠানমেতং অনবকাসো যং সো পুগ্গলো পমাদমাগম্ম তাহি সমাপত্তীহি পরিহাযেয্য - অযং ঝট্ঠতি পুগ্গলো “অপরিহানধম্মো”। সবেপি অরিয়পুগ্গলা অরিয়ে বিমোকেথ অপরিহানধম্মা।

৪। অবিনাশ-ধর্মী পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল রূপ-সহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভী হন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা মাত্রই লাভী, অকৃচ্ছ, অনায়াসলাভী ও বিপুলাকারে লাভী। তিনি যথেষ্টা, যথেনেষ্টা ও যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানাধিরোহণ করিতে, মগ্ন থাকিতে এবং ধ্যানোন্মিত হইতে পারেন, ইহার এমন কোনো কারণ বা অবকাশ বিদ্যমান নাই অর্থাৎ ইহা নিত্য অন্তঃসম্ভব যে প্রমত্ততা বশত এই লব্ধ ধ্যানসমূহ কোপিত বা নষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য তাঁহাকে ‘অকোপিত ধর্মী’ বা অবিনাশ-ধর্মী বলে। সমস্ত আর্য পুদাল আর্য বিমোক্ষে অবিনাশ-ধর্মী।

৫। পরিহানীয় পুদাল কাহাকে বলে? পূর্বোক্ত বিনাশধর্মী পুদাল বর্ণনার অনুরূপ।

৬। অপরিহানীয় পুদাল কাহাকে বলে? পূর্বোক্ত অবিনাশধর্মী পুদাল বর্ণনার অনুরূপ।

৭. কতমো চ পুগ্গলো চেতনাভবো? ইধেকক্সো পুগ্গলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো ন নিকামলাভী হোতি ন অকিচ্ছলাভী ন অকসিরলাভী; ন যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি ঋট্ঠাতিপি। সচে অনুসঞ্চেত্তেতি, ন পরিহাযতি তাহি সমাপত্তীহি। সচে ন অনুসঞ্চেত্তেতি, পরিহাযতি তাহি সমাপত্তীহি - অযং ঋচ্চতি পুগ্গলো “চেতনাভবো”।

৮. কতমো চ পুগ্গলো অনুরক্কথাভবো? ইধেকক্সো পুগ্গলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। সো চ খো ন নিকামলাভী হোতি ন অকিচ্ছলাভী ন অকসিরলাভী; ন যথিচ্ছকং যদিচ্ছকং যাবতিচ্ছকং সমাপজ্জতিপি ঋট্ঠাতিপি। সচে অনুরক্কথতি, ন পরিহাযতি তাহি সমাপত্তীহি। সচে ন অনুরক্কথতি, পরিহাযতি তাহি সমাপত্তীহি - অযং ঋচ্চতি পুগ্গলো “অনুরক্কথাভবো”।

৭। চেতনাভব্য পুদাল কাহাকে বলে?

এ জগতে কোনো পুদাল রূপসহগত বা অরূপসহগত ধ্যান লাভী হন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামাত্র লাভী, অকুচ্ছ বা অনায়াসলাভী কিংবা বিপুলাকারে লাভী নহেন। তিনি যথেষ্ট, যথেনেষ্ট এবং যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানাধিরূঢ় হইতে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিতে ও ধ্যানোখিত হইতে পারেন না। যদি সেই পুদাল পুনঃপুন ধ্যানারূঢ় হন অর্থাৎ ধ্যানের প্রতি সর্বদা সচেতন থাকেন, তবে তাঁহার ধ্যান নষ্ট হইতে পারে না। এরূপ পুদাল চেতনা-ভব্য নামে অভিহিত হন।

৮। অনুরক্ষণ-ভব্য পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল রূপসহগত বা অরূপসহগত ধ্যানলাভী হন। তিনি ইচ্ছামাত্র, অনায়াস কিংবা ব্যাপকভাবে লাভী নহেন। তিনি যথেষ্ট, যথেনেষ্ট, ও যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানস্থ হইতে থাকিতে এবং ধ্যানোখিত হইতে পারেন না। যদি তাঁহার প্রতিপক্ষ ধর্ম বর্জন ও হিতাবহ অনুকূল ধর্মের আচরণ-হেতু ধ্যান অনুরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধ্যান হইতে স্থলিত হন না। অনুরক্ষিত না হইলে ধ্যানচ্যুত হইয়া পড়েন। এরূপ পুদাল অনুরক্ষণ-ভব্য বা লব্ধ ধ্যান রক্ষাকারী নামে কথিত হন। অনুরক্ষণ শব্দের বিশেষ অর্থ-প্রতিকূল ধর্মের বর্জন ও অনুকূল ধর্মের অনুশীলন।

৯. কতমো চ পুগ্গলো পুথুজ্জনো? যস্ম পুগ্গলস্স তীণি সংযোজনানি অগ্গহীনানি; ন চ তেসং ধম্মানং পহানায় পটিপন্নো - অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “পুথুজ্জনো”।

১০. কতমো চ পুগ্গলো গোত্রভূ? যেসং ধম্মানং সমনন্তরা অরিয়ধম্মস্স অৰক্কন্তি হোতি তেহি ধম্মেহি সমন্নাগতো - অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “গোত্রভূ”।

১১. কতমো চ পুগ্গলো ভয্পরতো? সত্ত সেকখা ভয্পরতা, যে চ পুথুজ্জনা সীলবন্তো। অরহা অভয্পরতো।

১২. কতমো চ পুগ্গলো অভব্বাগমনো? যে তে পুগ্গলা কম্মাৰণেন সমন্নাগতা, কিলেসাৰণেন সমন্নাগতা, বিপাকাৰণেন সমন্নাগতা, অস্সদ্ধা অচ্ছন্দিকা দুগ্গংগা এলা, অভব্বা নিয়ামং ওক্কমিতুং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং - ইমে ৰুচ্ছন্তি পুগ্গলা “অভব্বাগমনা”।

৯। পৃথগ্জন পুদাল কাহাকে বলে?

যাহার ত্রিবিধ সংযোজন (১) সৎকায় দৃষ্টি বা ব্যক্তিগত আত্মা শাস্ত্রত বলিয়া দৃঢ় ধারণা, আত্মাবাদে বিশ্বাস। (২) বিচিকিৎসা বা জন্মান্তরবাদে সংশয়, আপন জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে সন্দেহ। (৩) শীল-ব্রতপরামর্শ বা শারীরিক কৃচ্ছ সাধনা দ্বারা কিংবা অর্থ-হীন ব্রত-মানতাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস। প্রহীণ হয় নাই এবং ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য কোনোরূপ তৎপরতা ও নাই। সেইরূপ পুদাল পৃথগ্জন নামে কথিত হন।

১০। গোত্রভূ পুদাল কাহাকে বলে?

যে সকল ধর্মের অব্যবহিত পরেই আর্য ধর্মের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ কামাচর ধ্যান চিন্তের সর্বশেষ স্তরে উপনীত হইয়া যিনি পৃথগ্জন গোত্র বা স্বরূপ এড়াইয়া আর্য ধর্ম লাভের জন্য অগ্রসর হন, তিনি গোত্রভূ নামে পরিচিত।

১১। ভয়াবরুদ্ধ ও অভয়াবরুদ্ধ পুদাল কাহাকে বলে?

সমুদয় শৈক্ষ্য (স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল, অর্হত মার্গ) এই সমুদয় স্তরে উন্নত পুরুষকে শৈক্ষ্য বা শিশিক্ষু বলে) এবং যে সকল পৃথগ্জন শীলবান তাঁহার সর্বদা ভয়াভিভূত হইয়া অবস্থান করেন। অর্হৎগণ সম্পূর্ণ নির্ভীক বলিয়া অভয়াবরুদ্ধ বা অকুতোভয়।

১২। আগমন-যোগ্য বা উন্নত জীবন গঠনে সক্ষম পুদাল কাহাকে বলে?

যে সকল ব্যক্তি অন্তরায়কর (মাতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষ চিন্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সজ্জভেদ) কর্মাবদ্ধ নহেন। ক্রেশ (প্রবল রাগ, দ্বেষ ও মোহ, অহেতু, অক্রিয়া ও নাস্তিক নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি) দ্বারা আবদ্ধ নহেন। বিপাক (পূর্ব জন্মের দুষ্কর্ম জনিত দুর্বিপাক ও অহেতুক-দ্বিহেতু জন্মজনিত দুর্বিপাক) দ্বারা আবদ্ধ নহেন। অধিকন্তু শ্রদ্ধাবান, কর্ম-প্রবণ, প্রজ্ঞাবান এবং যাহা কুশল ধর্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করিতে সক্ষম। সে সকল ব্যক্তি ভব্যাগমন বা উন্নত জীবন গঠনে সক্ষম বলিয়া খ্যাত।

১৩. কতমো চ পুগ্লো ভব্বাগমনো? যে তে পুগ্গলা ন কম্মাৰরণেন সমন্নাগতা, ন কিলেসাৰরণেন সমন্নাগতা, ন বিপাকাৰরণেন সমন্নাগতা, সদ্ধা ছন্দিকা পঞঞবন্তো [পঞঞবন্তা (সী.)] অনেলা, ভব্বা নিয়ামং ওক্কমিতুং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং - ইমে বচ্চন্তি পুগ্গলা “ভব্বাগমনা”।

১৪. কতমো চ পুগ্লো নিযতো? পঞ্চ পুগ্গলা আনন্তরিকা, যে চ মিচ্ছাদিটিষ্ঠিকা নিযতা, অট্ট চ অরিয়পুগ্গলা নিযতা। অবসেসা পুগ্গলা অনিযতা।

১৫. কতমো চ পুগ্লো পটিপন্নকো? চত্তারো মগ্গসমঙ্গিনো পুগ্গলা পটিপন্নকা, চত্তারো ফলসমঙ্গিনো পুগ্গলা ফলে ঠিতা।

১৬. কতমো চ পুগ্লো সমসীসী? যস্স পুগ্গলস্স অপূব্বং অচরিমং আসবপরিযাদানঞ্চ হোতি জীৰিতপরিযাদানঞ্চ - অযং বচ্চন্তি পুগ্গলো “সমসীসী”।

১৩। আগমন-অযোগ্য বা উন্নত জীবন গঠনে অক্ষম পুদাল কাহাকে বলে?

যে সকল ব্যক্তি অন্তরায়কর (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সজ্ঞ ভেদ কর্ম) কর্মাবদ্ধ, ক্লেশ (প্রবল রাগ, দ্বেষ ও মোহ। অহেতু, অক্রিয়া ও নাস্তিক নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি) দ্বারা আবদ্ধ। বিপাক (পূর্ব জন্মের দুষ্কর্ম জনিত দুর্বিপাক। অহেতুক, দ্বিহেতুক জন্মজনিত দুর্বিপাক) দ্বারা আবদ্ধ। অধিকন্তু অশ্রদ্ধ, কর্ম-বিমুখ, দুঃপ্রাজ্ঞ ও সম্যক নিয়াম-মার্গাদি লাভে অক্ষমতাপন্ন। সে সকল ব্যক্তি অভব্যাগমন বা উন্নত জীবন গঠনে অযোগ্য বলিয়া খ্যাত।

১৪। নিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি নির্দিষ্ট) অনিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি অনির্দিষ্ট) পুদাল কাহাকে বলে?

আনন্ত্যর্থ ধর্মাবরণ দ্বারা আবদ্ধ পঞ্চব্যক্তি, যাহারা নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অষ্টবিধ আর্য পুদাল নিয়ত নামে খ্যাত। এছাড়া অবশিষ্ট সর্বপ্রকার পুদাল অনিয়ত নামে উল্লিখিত।

১৫। প্রতিপন্ন (মার্গারূঢ়) ও ফলস্থিত পুদাল কাহাকে বলে?

চতুর্বিধ মার্গ সমন্বিত ব্যক্তি ফল লাভে প্রতিপন্ন (নিশ্চিতযোগ্য) এবং চতুর্বিধ ফল সমন্বিত ব্যক্তি ফলস্থিত বলিয়া খ্যাত।

১৬। সমশীর্ষক পুদাল কাহাকে বলে?

যেই পুদালের অপূর্ব অপশাৎ অর্থাৎ একই মুহূর্তে আসক্তিক্ষয় ও জীবনক্ষয় উভয়ই সাধিত হয়, সেই ব্যক্তি সমশীর্ষক নামে অভিহিত হন।

১৭. কতমো চ পুগ্গলো ঠিতকপ্পী? অযঞ্চ পুগ্গলো সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো অস্স, কপ্পস্স চ উড্ডযহনবেলা অস্স, নেৰ তাৰ কপ্পো উড্ডযহেয্য যাৰাযং পুগ্গলো ন সোতাপত্তিফলং সচ্ছিকরোতি। অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “ঠিতকপ্পী”। সৰ্বেপি মগ্গসমঙ্গিনো পুগ্গলা ঠিতকপ্পিনো।

১৮. কতমো চ পুগ্গলো অরিযো? অট্ট অরিযপুগ্গলা অরিয়া। অৰসেসা পুগ্গলা অনরিয়া।

১৯. কতমো চ পুগ্গলো সেক্খা? চত্তারো মগ্গসমঙ্গিনো তযো ফলসমঙ্গিনো পুগ্গলা “সেক্খা”। অরহা অসেক্খা। অৰসেসা পুগ্গলা নেৰসেকখনাসেক্খা।

২০. কতমো চ পুগ্গলো তেৰিজ্জো? তীহি ৰিজ্জাহি সমন্নাগতো পুগ্গলো “তেৰিজ্জো”।

১৭। স্থিত-কল্প (যিনি কল্পান্তরের গতিরোধ করিতে পারেন) পুদাল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করিবার পর ফল লাভে নিযুক্ত, তাঁহার স্রোতাপত্তি ফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত কল্পক্ষয়ের কাল উপস্থিত হইলেও কল্পক্ষয় হইবে না। স্থিত থাকিবে। এরূপে স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও তদুর্ধ্বতন সমস্ত মার্গস্থ ব্যক্তি স্থিত-কল্প নামে অভিহিত।

১৮। আর্য-অনার্য পুদাল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অর্হত্ত্ব মার্গস্থ ও ফলস্থ এই আট প্রকার পুদাল আর্য খ্যাতির অধিকারী। অপর সমস্তই অনার্য নামে উল্লিখিত।

১৯। শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু), অশৈক্ষ্য (শিক্ষোত্তীর্ণ) এবং শৈক্ষ্যও নহেন অশৈক্ষ্যও নহেন পুদাল কাহাকে বলে?

চতুর্বিধ মার্গস্থ ও ত্রিবিধ ফলস্থ ব্যক্তি শৈক্ষ্য বা শিশিক্ষু নামে কথিত হন। একমাত্র অর্হৎ-ই অশৈক্ষ্য বা শিক্ষোত্তীর্ণ পুদাল। অবশিষ্ট সকল ব্যক্তি শৈক্ষ্যও নহেন, অশৈক্ষ্যও নহেন।

২০। ত্রিবিদ্য পুদাল কাহাকে বলে?

পূর্ব নিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান (জাতিস্মর জ্ঞান) দিব্য-চক্ষু-জ্ঞান ও আসক্তি-ক্ষয়-জ্ঞান লাভী ব্যক্তি ত্রিবিদ্য নামে পরিচিত।

২১. কতমো চ পুগলো ছলভিঞেঞা? ছহি অভিঞেঞাহি সমন্নাগতো পুগলো “ছলভিঞেঞা”।

২২. কতমো চ পুগলো সম্মাসম্বুদ্ধো? ইধেকচ্চো পুগলো পুবে অননুসুতোসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্বুদ্ধতি; তথ চ সৰ্বঞেত্তুতং পাপুণাতি, বলেসু চ বসীভাৰং - অযং ৰুচ্চতি পুগলো “সম্মাসম্বুদ্ধো”।

২৩. কতমো চ পুগলো পচ্চেকসম্বুদ্ধো? ইধেকচ্চো পুগলো পুবে অননুসুতোসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্বুদ্ধতি; ন চ তথ সৰ্বঞেত্তুতং পাপুণাতি, ন চ বলেসু বসীভাৰং - অযং ৰুচ্চতি পুগলো “পচ্চেকসম্বুদ্ধো”।

২৪. কতমো চ পুগলো উভতোভাগবিমুত্তো? ইধেকচ্চো পুগলো অট্টাৰিমোকেথ কাযেন ফুসিত্তা বিহরতি; পঞেঞায় চস্স দিস্সা আসৰা পরিকখীণা হোন্তি - অযং ৰুচ্চতি পুগলো “উভতোভাগবিমুত্তো”।

২১। ষড়্ভিজ্জা পুদাল কাহাকে বলে?

পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান, পরচিন্তা বিজ্ঞান জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান, দিব্যশ্রুতি জ্ঞান ও আসক্তিক্ষয় জ্ঞান। এই ছয় প্রকার অভিজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিই ষড়্ভিজ্জা নামে অভিহিত।

২২। সম্যকসম্বুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুত পূর্ব ধর্ম-চারি আৰ্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও দশবল জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

২৩। ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুত-পূর্ব ধর্ম-চারি আৰ্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান কিংবা দশবল জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন না, তিনি ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ নামে খ্যাত।

২৪। উভয় ভাগ বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল সহজাত নামকায় প্রভাবে অষ্টবিমোক্ষ বা সমাপত্তি লাভ করিয়া এবং বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে আৰ্যসত্য চতুষ্টয় প্রত্যক্ষ করিয়া চারি প্রকার আসক্তি (কামাসক্তি, ভবাসক্তি, দৃষ্টাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি) ক্ষয় সাধন করেন। তদ্ব্যতীত তিনি উভয় ভাগ বিমুক্ত নামে অভিহিত।

২৫. কতমো চ পুগ্গলো পঞ্ণাষিমুত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো ন হেব খো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি; পঞ্ণাষ চস্স দিস্সা আসবা পরিক্কীণা হোত্তি। অযং কচ্চতি পুগ্গলো “পঞ্ণাষিমুত্তো”।

২৬. কতমো চ পুগ্গলো কায়সক্কী? ইধেকচ্চো পুগ্গলো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি; পঞ্ণাষ চস্স দিস্সা একচ্চে আসবা পরিক্কীণা হোত্তি। অযং কচ্চতি পুগ্গলো “কায়সক্কী”।

২৭. কতমো চ পুগ্গলো দট্ঠিপ্পিত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুক্কখসমুদয়ো”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুক্কখনরোধো”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুক্কখনরোধগামিনী পট্ঠিপ্পিত্তা”ন্তি যথাভূতং পজানাতী। তথাগতপ্পবদেত্তি চস্স ধম্মা পঞ্ণাষ বোদট্ঠিত্তা হোন্তি বোচরতি। পঞ্ণাষ চস্স দিস্সা একচ্চে আসবা পরিক্কীণা হোন্তি – অযং বুচ্চতি পুগ্গলো “দট্ঠিপ্পিত্তো”।

২৫। প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যিনি সহজাত নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করিয়া শুধু প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তিক্ষয় সাধন করেন, তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত পুরুষ নামে খ্যাত। (ইহা শুদ্ধ-বিদর্শক অর্হৎকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে)।

২৬। কায়সাক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুরুষ সহজাত নাম-কায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় করেন, এরূপ পুদাল কায়সাক্ষীরূপে বর্ণিত। (প্রথমত নামকায় দ্বারা ধ্যান লাভ করিয়া পরে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কায়সাক্ষী। স্রোতাপত্তি ফলস্থ হইতে অর্হত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত এই ছয় প্রকার পুদালই কায়-সাক্ষী)।

২৭। দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিবৃত্তির পস্থা)’ বলিয়া যথাভূত উপলব্ধি করেন। তথাগত কর্তৃকলঙ্ক ও উপদিষ্ট ধর্ম প্রজ্ঞা-দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন ও আচরণ করেন এবং আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয়

সাধন করেন। এরূপ পুদাল দৃষ্টিপ্রাপ্ত। (প্রজ্ঞাকে প্রধান করিয়া আর্যসত্যে দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া দৃষ্টিপ্রাপ্ত। তাঁহারাও কায়সাক্ষী পুদালের ন্যায় ষড়বিধ)।

২৮. কতমো চ পুগ্গলো সদ্ধাৰিমুত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো “ইদং দুক্খ”ন্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্খসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্খনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি। তথাগতপ্লেদিতা চস্স ধম্মা পঞেগ্গয় বোদিট্ঠা হোন্তি বোচরিতা। পঞেগ্গয় চস্স দিস্সা একচে আসব্বা পরিকখীণা হোন্তি, নো চ খো যথা দিট্ঠিপ্পত্তস্স – অযং বৃচ্ছতি পুগ্গলো “সদ্ধাৰিমুত্তো”।

২৯. কতমো চ পুগ্গলো ধম্মানুসারী? যস্স পুগ্গলস্স সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নস্স পঞেগ্গেন্দ্রিয়ং অধিমত্তং হোতি, পঞেগ্গাবাহিং পঞেগ্গপুব্বঙ্গমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি – অযং বৃচ্ছতি পুগ্গলো “ধম্মানুসারী”। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো পুগ্গলো ধম্মানুসারী ফলে ঠিতো দিট্ঠিপ্পত্তো।

২৮। শ্রদ্ধা বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা’ যথাভূত অবগত হন, প্রজ্ঞা-প্রভাবে তথাগত লব্ধ ও উপদিশ্ত ধর্ম সুষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। ইহাকে আসক্তির কিয়দংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদাল সদৃশ নহেন। (কারণ, দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষ ক্লেশ ধ্বংস করিতে গিয়া প্রজ্ঞার প্রাধান্যে ধ্যান-ক্লিষ্ট না হইয়া বিনাকষ্টে ও অনায়াসে উর্ধ্বতন ত্রিবিধ মার্গজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদালকে কষ্ট, ক্লেশ ও আয়াসের সহিত মার্গ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাহাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদাল শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে অভিহিত। শ্রদ্ধাকে প্রধান করিয়া বিমুক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাবিমুক্ত। তাঁহারা ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদালের ন্যায় ষড়বিধ।

২৯। ধর্মানুসারী পুদাল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিযুক্ত। যেই পুদালের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলবান হয়, প্রজ্ঞা যেই ব্যক্তিকে বহন করে, প্রজ্ঞা পূর্বগামী ও শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহার আর্ঘ্য-মার্গ ভাবিত হয়, তিনি ধর্মানুসারী নামে কথিত। প্রজ্ঞা বা ধর্মধুরে অনুসরণ করেন বলিয়া ধর্মানুসারী। স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি ধর্মানুসারী ও ফলস্থ হইলেই দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

৩০. কতমো চ পুগ্গলো সদ্ধানুসারী? যস্ম পুগ্গলস্ম সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নস্ম সদ্ধিন্দ্রিয়ং অধিমত্তং হোতি, সদ্ধাবাহিং সদ্ধাপুব্বঙ্গমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “সদ্ধানুসারী”। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো পুগ্গলো সদ্ধানুসারী ফলে ঠিতো সদ্ধাৰিমুত্তো।

৩১. কতমো চ পুগ্গলো সত্তকথত্তুপরমো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিকথয়া সোতাপন্নো হোতি অৰিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনো [সম্বোধিপরাযণো (সী. ক.)]। সো সত্তকথত্তুং দেবে চ মানুষে চ সদ্ধাৰিত্বা সংসরিত্বা দুক্কখস্সত্তং কৰোতি - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “সত্তকথত্তুপরমো”।

৩২. কতমো চ পুগ্গলো কোলঙ্কোলো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিকথয়া সোতাপন্নো হোতি অৰিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনো। সো দে বা তীণি বা কুলানি সদ্ধাৰিত্বা সংসরিত্বা দুক্কখস্সত্তং কৰোতি - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “কোলঙ্কোলো”।

৩০। শদ্ধানুসারী পুদাল কাহকে বলে?

স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিতে নিযুক্ত যেই পুদালের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়, যিনি শ্রদ্ধাবাহী, শ্রদ্ধাকে পূর্বগামী করিয়া আর্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি শ্রদ্ধানুসারী পুদাল নামে কথিত। শ্রদ্ধাধুরে গমন করেন বলিয়া শ্রদ্ধানুসারী। স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ব্যক্তিই শ্রদ্ধানুসারী এবং ফলস্থ হইলেই শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

৩১। সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদাল কে?

ইহলোকে কোনো পুদাল ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ) ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হন। তিনি নরকাদি অপায় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না। সম্যক নিয়ামে নিযত। তিনি অনুক্ষণ সম্বোধি পরায়ণ। অষ্টম জন্মগ্রহণ করেন না। সাত জন্মাত্র দেব-মনুষ্য লোকে জন্মধারণ করত দুঃখের অন্তঃসাধন করেন। এরূপ পুদাল পরম বা সাত জন্ম পরিগ্রাহক নামে অভিহিত।

৩২। কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক কে?

যিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করিয়া স্রোতাপন্ন হন। নরকাদিতে গমন করেন না। মার্গ নিয়ামে নিযত। সর্বদা সম্বোধিপরাযণ এবং দুই বা তিন কুল পরিভ্রমণ করিয়া দুঃখের অবসান করেন, তিনি ‘কোলং কোল’ বা কুল হইতে কুলান্তরে জন্মগ্রহণকারী নামে খ্যাত।

৩৩. কতমো চ পুগ্গলো একবীজী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিকখ্যা সোতাপন্নো হোতি অৰিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনো। সো একংযেব মানুসকং ভবং নিব্বত্তেত্তা দুক্কখস্সন্তং করোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “একবীজী”।

৩৪. কতমো চ পুগ্গলো সকদাগামী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিকখ্যা রাগদোসমোহানং তনুত্তা সকদাগামী হোতি, সক্তিদেব ইমং লোকং আগত্তা দুক্কখস্সন্তং করোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “সকদাগামী”।

৩৫. কতমো চ পুগ্গলো অনাগামী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্গং ওরস্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিকখ্যা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বায়ী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা - অযং ৰুচ্ছতি পুগ্গলো “অনাগামী”।

৩৩। এক জন্ম পরিগ্রাহক কে?

যে স্রোতাপন্ন পুদাল একবার মাত্র মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখান্ত সাধন করেন, সেই স্রোতাপন্ন পুদাল ‘একবীজী’ বা এক জন্ম পরিগ্রাহক নামে খ্যাত।

৩৪। সকদাগামী কাহাকে বলে?

যিনি পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতাহেতু দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নিরূপিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হইতে চ্যুত হইয়া একবার মাত্র মনুষ্য যোনিতে আগমন করত দুঃখান্ত সাধন করেন, তিনি সকদাগামী পুদাল নামে অভিহিত।

৩৫। অনাগামী কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ) উৎপন্ন করিয়া উপপাতিক হন অর্থাৎ ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। [বুদ্ধ-দর্শন, শীলবান ভিক্ষু দর্শন কিংবা ধর্ম শ্রবণের উদ্দেশ্যে সাময়িক আগমন ছাড়া] তথা হইতে ইহলোকে জন্ম-হেতু পুনরাগমন করেন না। এরূপ পুদাল অনাগামী নামে অভিহিত।

৩৬. কতমো চ পুগ্গলো অন্তরাপরিনিব্বাযী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্নং ওরন্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। সো উপপন্নং বা সমনন্তরা অল্পত্তং বা বেমজ্জং আয়ুপ্পমাণং অরিয়মগ্নং সঞ্জনেতি উপরিচ্চিমানং সংযোজনানং পহানায় - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “অন্তরাপরিনিব্বাযী”।

৩৭. কতমো চ পুগ্গলো উপহচ্চপরিনিব্বাযী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্নং ওরন্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। সো অতিক্কমিত্তা বেমজ্জং আয়ুপ্পমাণং উপহচ্চ বা কালকিরিয়ং [কালং কিরিয়ং (ক.)] অরিয়মগ্নং সঞ্জনেতি উপরিচ্চিমানং সংযোজনানং পহানায় - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “উপহচ্চপরিনিব্বাযী”।

৩৮. কতমো চ পুগ্গলো অসজ্জারপরিনিব্বাযী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্নং ওরন্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। সো অসজ্জারেন অরিয়মগ্নং সঞ্জনেতি উপরিচ্চিমানং সংযোজনানং পহানায় - অয়ং ঞ্চতি পুগ্গলো “অসজ্জারপরিনিব্বাযী”।

৩৬। অন্তর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যেই অনাগামী পুদাল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানকার আয়ুষ্কালের সমাদর্শে উপনীত হইয়া অথবা না হইয়া ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা) ধ্বংস করিবার জন্য অবশিষ্ট আর্য় মার্গ উৎপাদন করেন এবং তথা হইতে পুনঃ আগমন করেন না, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামী অন্তর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত নামে অভিহিত।

৩৭। ‘উপহচ্চ’ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত কাহাকে বলে?

যেই অনাগামী পুদাল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া “শুদ্ধবাস” ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথাকার আয়ুষ্কালের সমাদর্শ অতিক্রম করিয়া আয়ুষ্কয়ের কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করিবার জন্য অবশিষ্ট আর্য়মার্গ উৎপাদন করেন। তথা হইতে আর চ্যুত হন না। তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামীকে “উপহচ্চ” পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পুদাল বলে।

৩৮। অসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পুদাল কে?

যেই অনাগামী পুদাল ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অতিমাত্রায় চেষ্টা না করিয়া বিনা ক্রেশে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামী অসংস্কারিক নির্বাণ প্রাপ্ত পুদাল নামে অভিহিত।

৩৯. কতমো চ পুগ্গলো সসজ্জারপরিনিব্বাযী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্নং ওরস্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। সো সসজ্জারেন অরিয়মগ্নং সঞ্জনেতি উপরিট্ঠিমানং সংযোজনানং পহানায় - অযং ব্ৰচ্চতি পুগ্গলো “সসজ্জারপরিনিব্বাযী”।

৪০. কতমো চ পুগ্গলো উদ্ধংসোতো অকনিট্ঠগামী? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞ্চগ্নং ওরস্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি, তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। সো অবিহা চুতো অতপ্পং গচ্ছতি, অতপ্পা চুতো সুদস্সং গচ্ছতি, সুদস্সা চুতো সুদস্সিং গচ্ছতি, সুদস্সিয়া চুতো অকনিট্ঠং গচ্ছতি; অকনিট্ঠে অরিয়মগ্নং সঞ্জনেতি উপরিট্ঠিমানং সংযোজনানং পহানায় - অযং ব্ৰচ্চতি পুগ্গলো “উদ্ধংসোতো অকনিট্ঠগামী”।

৪১. কতমো চ পুগ্গলো সোতাপন্নো সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো? তিগ্নং সংযোজনানং পহানায় পটিপন্নো পুগ্গলো সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো। যস্স পুগ্গলস্স তীণি সংযোজনানি পহীনানি - অযং ব্ৰচ্চতি পুগ্গলো “সোতাপন্নো”।

৩৯। সসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পুদাল কে?

যেই অনাগামী ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অতি মাত্রায় চেষ্টা করিয়া ক্লেশের সহিত পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামী সসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত নামে অভিহিত।

৪০। উর্ধ্বস্রোত-বিশিষ্ট ‘অকনিষ্ঠ’ গামী কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো অনাগামী পুদাল অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকের প্রথম লোক-অবস্থায় উৎপন্ন হন। তৃষ্ণা স্রোতে পতিত হওয়ায় অর্হত্ব লাভে অক্ষম হইয়া তথা হইতে ক্রমে ‘অতপ্প’, ‘সুদর্শন’, ‘সুদর্শী’, এবং পরিশেষে ‘অকনিষ্ঠ’ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিবার জন্য আর্য মার্গ উৎপাদন করেন। এরূপ পুদাল উর্ধ্বস্রোত-বিশিষ্ট ‘অকনিষ্ঠ’ গামী নামে খ্যাত।

৪১। স্রোতাপন্ন ও স্রোতাপত্তি ফল লাভার্থ তৎপর কে?

যেইব্যক্তি সংকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ এই ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করিতে যত্নশীল ও স্রোতাপত্তি ফল লাভার্থ তৎপর এবং যাহার ত্রিবিধ সংযোজন সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি স্রোতাপন্ন বলিয়া অভিহিত।

৪২. কামরাগব্যাপাদানং তনুভাষ্য পটিপন্নো পুণ্ণলো
সকদাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো। যস্ম পুণ্ণলস্ম কামরাগব্যাপাদা তনুভূতা
- অযং ঋচ্চতি পুণ্ণলো “সকদাগামী”।

৪৩. কামরাগব্যাপাদানং অনবসেসপ্লহানায় পটিপন্নো পুণ্ণলো
অনাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো। যস্ম পুণ্ণলস্ম কামরাগব্যাপাদা
অনবসেসা পহীনা - অযং ঋচ্চতি পুণ্ণলো “অনাগামী”।

৪৪. রূপরাগরূপরাগমানউদ্ধচ্চঅবিজ্জা অনবসেসপ্লহানায় পটিপন্নো
পুণ্ণলো অরহত্তফলসচ্ছিকিরিয়ায় পটিপন্নো। যস্ম পুণ্ণলস্ম রূপরাগো
অরূপরাগো মানো উদ্ধচ্চং অবিজ্জা অনবসেসা পহীনা - অযং ঋচ্চতি পুণ্ণলো
“অরহা”।

এককনদিদসে।

৪২। সকদাগামী ও সকদাগামী-ফল লাভার্থ তৎপর কে?

যেই ব্যক্তি কামরাগ ও ব্যাপাদের (পরের ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদাকাজ্জায় বা প্রতি-হিংসার) ক্ষীণতা সম্পাদনে নিযুক্ত, সকদাগামী ফল সাক্ষাতে তৎপর এবং যাঁহার কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই পুদাল সকদাগামী নামে অভিহিত।

৪৩। অনাগামী ও অনাগামী ফল লাভার্থ তৎপর কে?

কামরাগ ও ব্যাপাদের অনবশেষ পরিহারের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, অনাগামী ফল সাক্ষাতে তৎপর এবং যাঁহার কামরাগ ও ব্যাপাদ সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তিনি অনাগামী।

৪৪। অর্হৎ ও অর্হত্ব ফল লাভার্থ তৎপর কে?

রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, উদ্ধত্য ও অবিদ্যাকে অনবশেষ পরিহারের জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি, অর্হত্ব ফল লাভে নিরত এবং যাঁহার রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, উদ্ধত্য ও অবিদ্যা নিরবশেষ প্রহীণ হইয়া গিয়াছে, তিনি অর্হৎ বলিয়া প্রখ্যাত।

প্রথম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

২. দুকপুণ্ডলপঞ্জাতি

৪৫. কতমো চ পুণ্ডলো কোধনো? তথ কতমো কোধো? যো কোধো কুজ্জনা কুজ্জিতত্তং দোসো দুস্সনা দুস্সিতত্তং [দূসনা দূসিতত্তং (স্যাঃ)] ব্যাপত্তি ব্যাপজ্জনা ব্যাপজ্জিতত্তং বিরোধো পটিবিরোধো চণ্ডিক্কং অসুরোপো অনন্তমনতা চিত্তস্স - অযং ঞ্চতি কোধো। যস্স পুণ্ডলস্স অযং কোধো অপ্পহীনো - অযং ঞ্চতি পুণ্ডলো “কোধনো”।

৪৬. কতমো চ পুণ্ডলো উপনাহী? তথ কতমো উপনাহো? পুৰ্বকালং কোধো অপরকালং উপনাহো। যো এবরুপো উপনাহো উপনযহনা উপনযহিতত্তং অট্ঠপনা [আট্ঠপনা (ক.) বিভ. ৮৯১] ঠপনা সঠ্ঠপনা অনুসংসন্দনা অনুপ্পবন্ধনা দল্হীকম্মং কোধস্স - অযং ঞ্চতি উপনাহো। যস্স পুণ্ডলস্স অযং উপনাহো অপ্পহীনো - অযং ঞ্চতি পুণ্ডলো “উপনাহী”।

দ্বিতীয় নির্দেশ

৪৫। ক্রোধী পুদাল কাহাকে বলে?

ক্রোধ কী? যাহা ক্রোধ, ক্রোধ বা রাগ করা, ক্রোধ-শীলতা, দ্বেষ, দ্বেষ বা হিংসা করা, দ্বেষ-শীলতা, হিংসা, হিংসা করা, হিংসা-শীলতা, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, প্রচণ্ডত্ব, বুদ্ধোক্তি, অন্তরের অসন্তোষ-ইত্যাদি ক্রোধের বিভিন্ন আকৃতিই ক্রোধ। এই ক্রোধ যাহার প্রহীণ হয় নাই-তাহাকে ক্রোধী বলে।

৪৬। উপনাহী পুদাল কাহাকে বলে?

উপনাহ কী? যাহা পূর্বকালে ক্রোধ, তাহা পরকালে উপনাহ। বদ্ধ-বৈর, বদ্ধ-বৈর সাধন করা, বদ্ধ-বৈরিতা, চিত্তে পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের পুনঃপুন প্রতিষ্ঠা করা, ত্রুদ্ধ প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, সব সময় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত রাখা, অন্তরে প্রকাশ না করিয়া পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের সহিত একত্ব প্রদর্শন এবং চিত্তে ক্রোধের কঠোর ভাবই উপনাহ। এই উপনাহ যাহার প্রহীণ হয় নাই-তাহাকে উপনাহী বলে।

৪৭. কতমো চ পুগ্গলো মকখী? তথ কতমো মকেখা? যো মকেখা মকখাযনা মকখাযিতত্তং [মকখীযনা মকখীযিতত্তং (সী.), মকখাযনা মকখাযিতত্তং (ক.)] নিট্ঠুরিয়ং নিট্ঠুরিয়কম্মং - অযং ৰুচ্চতি মকেখা। যস্স পুগ্গলস্স অযং মকেখা অগ্গহীনো - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “মকখী”।

৪৮. কতমো চ পুগ্গলো পলাসী? তথ কতমো পলাসো? যো পলাসো পলাসাযনা পলাসাযিতত্তং পলাসাহরো ৰিৰাদট্ঠানং যুগগ্গাহো অগ্গটিনিস্সগ্গো - অযং ৰুচ্চতি পলাসো। যস্স পুগ্গলস্স অযং পলাসো অগ্গহীনো - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “পলাসী”।

৪৯. কতমো চ পুগ্গলো ইস্সুকী? তথ কতমা ইস্সা? যা পরলাভসন্ধারগরুকারমাননবদনপূজনা সু ইস্সা ইস্সাযনা ইস্সাযিতত্তং উস্সূযা উস্সূযনা [উস্সূযা উস্সূযনা (ক.) ৰিভ. ৮৯৩] উস্সূযিতত্তং - অযং ৰুচ্চতি ইস্সা। যস্স পুগ্গলস্স অযং ইস্সা অগ্গহীনা - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “ইস্সুকী”।

৪৭। ম্রক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

ম্রক্ষ কী? পরগুণের অপলাপ, পরগুণের আচ্ছাদন, পরগুণের আচ্ছাদন-কারিতা, (নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরোচিত কৰ্ম সম্পাদন) “তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই বা সে আমার কোনো প্রয়োজনে আসিবে না।” এই ধারণায় থুথু ফেলিয়া তাহা পায়ে মর্দন করার ন্যায় পরগুণ ম্রক্ষণ বা মর্দন করা। এইরূপ ম্রক্ষণ স্বভাব যাহার প্রহীণ হয় নাই তাহাকে ম্রক্ষী বলে।

৪৮। পর্যাসী পুদাল কাহাকে বলে?

পর্যাস কী? পরগুণের সহিত আপন গুণের তুলনা, তুলনা করা, তুলনাকারীর স্বভাব। আত্ম-প্রশংসা সংগ্রহ, বিবাদের হেতু সৃজন, সমানধূর গ্রহণ অর্থাৎ-শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠরূপে না মানিয়া নিজ-তুল্য করা, মিথ্যা বা অযৌক্তিক হইলেও আত্ম-গ্রহীত মতের অপরিত্যগ। এই সকল অবস্থা যাহার পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহাকে পর্যাসী বলে।

৪৯। ঈর্ষা-পরায়ণ পুদাল কাহাকে বলে?

ঈর্ষা কী? পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সন্মান, বন্দনা ও পূজানায় (সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শনে) অসহিষ্ণুতা বা ঈর্ষা, ঈর্ষা করা, ঈর্ষা-পরায়ণতা, অসূয়া, অসূয়া করা, অসূয়া-কারিতা। যাহার ইহা ধ্বংসীভূত হয় নাই, তাহাকে ঈর্ষা-পরায়ণ বলা হয়।

৫০. কতমো চ পুগলো মচ্ছরী? তথ কতমং মচ্ছরিযং? পঞ্চ মচ্ছরিযানি - আৰাসমচ্ছরিযং, কুলমচ্ছরিযং, লাভমচ্ছরিযং, বল্লমচ্ছরিযং, ধম্মমচ্ছরিযং। যং এৰরূপং মচ্ছেরং মচ্ছরাযনা মচ্ছরাযিতত্তং বেরিচ্ছং কদরিযং কটুকঞ্চুকতা অগ্নহিতত্তং চিত্তস্স - ইদং বৃচ্চতি মচ্ছরিযং। যস্স পুগলস্স ইদং মচ্ছরিযং অগ্নহীনং - অযং বৃচ্চতি পুগলো “মচ্ছরী”।

৫১. কতমো চ পুগলো সঠো? তথ কতমং সাঠেয্যং? ইধেকচ্ছো সঠো হোতি পরিসঠো। যং তথ সঠং সঠতা সাঠেয্যং কক্করতা কক্করিযং [কক্কখলতা কক্কখলিযং (স্যা.) এবং খুদ্দকবিভঙ্গদুকনিদ্দেশেপি] পরিকখত্তা পারিকখত্তিযং - ইদং বৃচ্চতি সাঠেয্যং। যস্স পুগলস্স ইদং সাঠেয্যং অগ্নহীনং - অযং বৃচ্চতি পুগলো “সঠো”।

৫২. কতমো চ পুগলো মাযাবী? তথ কতমা মাযা? ইধেকচ্ছো কাযেন দুচ্ছরিতং চরিত্তা বাচায দুচ্ছরিতং চরিত্তা মনসা দুচ্ছরিতং চরিত্তা তস্স পটিচ্ছাদনহেতু পাপিকং ইচ্ছং পণিদহতি - “মা মং জঞঃঞা”তি ইচ্ছতি, “মা মং জঞঃঞা”তি সঙ্কল্পতি “মা মং জঞঃঞা”তি বাচং ভাসতি, “মা মং জঞঃঞা”তি কাযেন পরক্কমতি।

৫০। মাৎসর্য-পরায়ণ পুদাল কাহাকে বলে?

মাৎসর্য কী? পাঁচ প্রকার মাৎসর্য।আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, রূপমাৎসর্য ও ধর্ম-মাৎসর্য। আপনার এই সকল বিষয়-সম্পদ অপরের নিকট গোপনেচ্ছাই মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্য পরায়ণতা, আহারের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অপরিমিত লোভেচ্ছা বা বুভুক্ষা, দানে কার্পণ্য, মুষ্টিবদ্ধতা, চিন্তের অসংযম অর্থাৎ আত্ম সম্পত্তি গোপনেচ্ছা ও পরসম্পত্তি গ্রহণে অসংবরণ।প্রভৃতি যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাকে মাৎসর্য-পরায়ণ বলে।

৫১। শঠ পুদাল কাহাকে বলে?

শাঠ্য কী? কোনো পুদাল শঠ-অতিশঠ।তাহার মধ্যে যেই শঠতা, অসৎ-বৃত্তি, কর্কশতা, অমদুতা, পরুষ স্বভাব, দ্রুর-স্বভাব ইহাই পুরুষের শাঠ্য। এই শাঠ্য যাহার পরিবর্জিত হয় নাই।তাহাকে শঠ বলে।

৫২। মায়াবী পুদাল কাহাকে বলে? মায়া কীরূপ? ইহলোকে কোনো পুরুষ কায়মনো বাক্যে দুষ্চারিত্র্য আচরণ করিয়া ইহা প্রতিচ্ছাদনের নিমিত্ত পাপেচ্ছা পোষণ করে। ‘আমাকে কেহ জানিতে সক্ষম না হউক’।এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, ‘আমাকে কেহ জানিতে সমর্থ না হউক’।এই ধারণায় সঙ্কল্প করে বা বাক্যে প্রয়োগ করে। ‘আমাকে যেন কেহ জানিতে না পারে, বলিয়া কায় দ্বারা ইঙ্গিত করে বা তাদৃশ কায়িক কর্ম সম্পাদন করে।

যা এরূপা মায়া মায়াবিতা অচ্চাসরা বঞ্চনা নিকতি বিকিরণা পরিহরণা গৃহনা পরিগৃহনা ছাদনা পটিচ্ছাদনা অনুত্তানীকম্মং অনাবীকম্মং বোচ্ছাদনা পাপকিরিয়া - অযং ঞ্চতি মায়া। যস্স পুণ্ণলস্স অযং মায়া অপ্পহীনা - অযং ঞ্চতি পুণ্ণলো “মায়াবী”।

৫৩. কতমো চ পুণ্ণলো অহিরিকো? তথ কতমং অহিরিকং? যং ন হিরীযতি হিরিযিতব্বেন ন হিরীযতি পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং সমাপত্তিয়া - ইদং ঞ্চতি অহিরিকং। ইমিনা অহিরিকেন সমন্নাগতো পুণ্ণলো “অহিরিকো”।

৫৪. কতমো চ পুণ্ণলো অনোত্তপ্পী? তথ কতমং অনোত্তপ্পং? যং ন ওত্তপ্পতি ওত্তপ্পিতব্বেন ন ওত্তপ্পতি পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং সমাপত্তিয়া - ইদং ঞ্চতি অনোত্তপ্পং। ইমিনা অনোত্তপ্পেন সমন্নাগতো পুণ্ণলো “অনোত্তপ্পী”।

এইরূপ যে মায়া, মায়াবিতা লোক চক্ষুর অন্তরালে পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া গোপন করার অভিপ্রায়ে পুনঃপুন চিন্তা করা, স্মরণ করা, বঞ্চনা বা কপটতা প্রদর্শন, নিকতি কায়-মনো-বাক্যে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া অন্যথা বা দৌরাত্ম প্রদর্শনের নাম নিকতি বা ধূর্ততা, নিকিরণা ‘আমি এইরূপ কর্ম কখনও আর করিব না’ বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম নিকিরণা, পরিহরণা। ‘আমি এইরূপ কর্ম আর করিব না’ বলিয়া সাময়িক পরিবর্তনের ভান করার নাম ‘পরিহরণা’। গৃহনার্কায়াদি সংবরণের ভান প্রদর্শনের নাম ‘গৃহনা’ পরিগৃহনা। ছাদনা-তৃণাদি দ্বারা বিষ্ঠা আচ্ছাদনের ন্যায় কায়-মনো-বাক্যকৃত পাপ আচ্ছাদনকে ‘ছাদনা’ বলে। অনুত্তানীকর্ম। আপন কৃত কর্ম আচ্ছাদন মানসে অপ্রকট-ভাবে বাক্য প্রয়োগ করার নাম ‘অনুত্তানী কর্ম’। অনাবীকর্ম। আপন কৃত কর্মের বিষয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ না করার নাম ‘অনাবীকর্ম’ ইত্যাদি পাপজনক ছলনাকে মায়া বলে। এই মায়া যাহার পরিত্যক্ত হয় নাই। তাহাকে মায়াবী বলে।

৫৩। লজ্জাহীন পুদাল কাহাকে বলে?

অহী বা অলজ্জা কীরূপ? যাহা লজ্জাজনক বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ কর্ম, অকুশল কর্ম সম্পাদন কালে লজ্জা বা কুষ্ঠাবোধ না করার নাম অহী বা অলজ্জা। এই অহী বা অলজ্জা সমন্বিত ব্যক্তি লজ্জা-হীন নামে কথিত।

৫৪। ভয়হীন পুদাল কাহাকে বলে?

অপত্রপ বা ভয়-হীনতা। কীরূপ? যাহা ভয়াকুল বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপ কর্ম বা অকুশল কর্ম সম্পাদন কালে নরকাদির প্রতি ভয়-হীনতা। তাহাই অপত্রপ বা ভয়-হীনতা। এই অপত্রপ বা ভয়শূন্যতা সমন্বিত ব্যক্তি অপত্রপ বা ভয়হীন নামে কথিত।

৫৫. কতমো চ পুগ্গলো দুব্বচো? তথ কতমো দোবচস্পতা? সহধম্মিকে ৰুচ্চমানে দোবচস্পাযং দোবচস্পিযং দোবচস্পতা ৰিপ্পটিকুলগ্গাহিতা ৰিপচ্চনীকসাততাত্তা অনাদরিয়ং অনাদরিয়তা অগারবতা অগ্গতিস্পবতা - অযং ৰুচ্চতি দোবচস্পতা। ইমায় দোবচস্পতায় সমগ্গাগতো পুগ্গলো “দুব্বচো”।

৫৬. কতমো চ পুগ্গলো পাপমিত্তো? তথ কতমা পাপমিত্ততা? যে তে পুগ্গলা অস্পদ্ধা দুস্পীলা অগ্গসুতা মচ্ছরিনো দুগ্গংগা, যা তেসং সেবনা নিসেবনা সংসেবনা ভজনা সম্ভজনা ভত্তি সম্ভত্তি সম্পৰহতা - অযং ৰুচ্চতি পাপমিত্ততা। ইমায় পাপমিত্ততায় সমগ্গাগতো পুগ্গলো “পাপমিত্তো”।

৫৭. কতমো চ পুগ্গলো ইন্দ্রিয়েসু অগুত্তদারো? তথ কতমা ইন্দ্রিয়েসু অগুত্তদারতা? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো চকখুনা রূপং দিস্বা নিমিত্তগ্গাহী হোতি অনুব্যঞ্জনগ্গাহী; যত্রাধিকরণমেনং চকখুন্দিয়ং অসংকতং বিহরন্তং অভিজ্ঞাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অনাস্সৰেয়ুং,

৫৫। দুর্বিনীত পুদাল কাহাকে বলে?

দুর্বিনয় কীরূপ? সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ শ্রামণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আপত্তি-প্রাপ্তি (শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন) সম্পর্কে কিছু বলিলে বা ‘তুমি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করিয়াছ, যথা শীঘ্র ইহার প্রতিকার কর’ বলিয়া কোনো প্রকার উপদেশ দিলে অগ্রাহ্য করা, প্রতিবাদ করা, প্রত্যাভিযোগ করা, প্রতিকূলভাব গ্রহণ, বিপরীত বুদ্ধিতে উৎসাহী হওয়া, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ না করা, অগৌরব করা, অবশ্যকতা স্বীকার। এইরূপ অবস্থার নাম দুর্বিনয় বা অবাধ্যতা। তদ-সমন্বিত ব্যক্তিকে দুর্বিনীত বলে।

৫৬। পাপমিত্র-পরায়ণ কাহাকে বলে?

পাপমিত্র-পরায়ণতা কীরূপ? যে সকল পুদাল অশ্রদ্ধ, দুঃশীল, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, মাৎসর্য-পরায়ণ, দুঃপ্রাজ্ঞ, যাহা তাহাদের প্রতি সেবা, সংসর্গ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, তাহাদের প্রতি আনুগত্য, ভয়যুক্ত সম্মান প্রদর্শন, তাহাদের প্রতি তদ্ভাব তদাপন্ন হইয়া থাকা ইত্যাদি পাপ সংসর্গ বা পাপ মিত্রতার অনুসরণ। এরূপ পাপ-মিত্রের অনুকর্তন করে বলিয়া পাপ-মিত্র-পরায়ণ।

৫৭। ইন্দ্রিয়ে অগুত্তদারী পুদাল কাহাকে বলে?

ইন্দ্রিয়ে অগুত্ত দারতা কীরূপ? কোনো পুদাল চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করে। অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হস্ত-পদ, স্মিত হাস্য, কথন, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি, আবয়বিক প্রভেদাকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করে। চক্ষু দ্বারে এরূপ অবিহিত অবস্থিতির কারণে তাহার অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ অকুশল ধর্ম উদ্ভূত হয় এবং তাহার মনকে অতি সহজে আচ্ছাদন ও অধিকার করিয়া বসে।

তস্স সংবরায ন পটিপজ্জতি, ন রকখতি চকখুন্দ্রিয়ং, চকখুন্দ্রিয়ে ন সংবরং আপজ্জতি। সোতেন সদং সুত্বা... পে... ঘানেন গন্ধং ঘাযিত্বা... পে... জিবহায রসং সাযিত্বা... পে... কাযেন ফোট্টকং ফুসিত্বা... পে... মনসা ধম্মং ঝিঞায় নিমিত্তগ্লাহী হোতি অনুব্যঞ্জনগ্লাহী; যত্রাধিকরণমেনং মনিন্দ্রিয়ং অসংবরতং বিহরন্তং অভিজ্ঞাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অত্রাস্সবেয়ুং, তস্স সংবরায ন পটিপজ্জতি, ন রকখতি মনিন্দ্রিয়ং, মনিন্দ্রিয়ে ন সংবরং আপজ্জতি। যা ইমেসং ছন্নং ইন্দ্রিয়ানং অণ্ডন্তি অগোপনা অনারক্খো অসংবরো - অযং ঝচ্চতি ইন্দ্রিয়েসু অণ্ডন্তদ্বারতা। ইমায় ইন্দ্রিয়েসু অণ্ডন্তদ্বারতায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “ইন্দ্রিয়েসু অণ্ডন্তরো”।

৫৮. কতমো চ পুগ্গলো ভোজনে অমত্তংএতু? তথ কতমা ভোজনে অমত্তংএতুতা? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অণ্ণটিসজ্জা অযোনিসো আহারং আহারেতি দরায় মদায় মণ্ডনায় ঝিভূসনায়, যা তথ অসম্ভটিটতা অমত্তংএতুতা অণ্ণটিসজ্জা ভোজনে - অযং ঝচ্চতি ভোজনে অমত্তংএতুতা। ইমায় ভোজনে অমত্তংএতুতায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “ভোজনে অমত্তংএতু”।

ফলে ইহাদের সংবরণ-কল্পে নিযুক্ত হইতে পারে না। চক্ষেন্দ্রিয়কে রক্ষা করে না। চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযম সাধন করিতে পারেনা। যেইরূপ চক্ষুদ্বারে দর্শন কৃত্যে সেইরূপ শ্রোত্র-দ্বারে শ্রবণ-কৃত্যে, ঘ্রাণ দ্বারে আঘ্রাণ-কৃত্যে, জিহ্বা-দ্বারে আশ্বাদন কৃত্যে, কায়দ্বারে স্পর্শন-কৃত্যে ও মনোদ্বারে মনন-কৃত্যে একইরূপ। যাহা এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে অণ্ডন্তি, অগোপন, অসংরক্ষণ ও অসংবরণ তাহাই অণ্ডন্তদ্বারতা। এই অণ্ডন্ত-দ্বারতা সমন্বিত ব্যক্তিকে অণ্ডন্ত-দ্বার বা অসংযমী বলে।

৫৮। পান-ভোজনে অমিতাচারী পুদাল কাহাকে বলে?

ভোজনে অমিতাচার কীরূপ? কোনো পুদাল অনভিনিবেশও অনাধান সহকারে কৌতুক, মদোন্মাস, দেহ-সৌষ্ঠব ও দেহ-কান্তি বিকাশের জন্য আহার গ্রহণ করে, এই ভোজনে যাহা অসম্ভষ্টি, অমাত্রজ্ঞতা, অনবধানতা তাহাই ভোজনে অমাত্রজ্ঞতা বা অমিতাচার। ভোজনে এরূপ অমাত্রজ্ঞতা-সমন্বিত ব্যক্তিকে। অমাত্রজ্ঞ বা পান ভোজনে অমিতাচারী পুদাল বলে।

৫৯. কতমো চ পুগ্গলো মুট্ঠস্সতি? তথ কতমং মুট্ঠস্সচ্চং? যা অস্সতি অননুস্সতি অগ্গটিস্সতি অস্সতি অস্সরণতা অধারণতা পিলাপনতা সন্মুসনতা - ইদং ঝচ্চতি মুট্ঠস্সচ্চং। ইমিনা মুট্ঠস্সচ্চেন সমন্নাগতো পুগ্গলো “মুট্ঠস্সতি”।

৬০. কতমো চ পুগ্গলো অসম্পজানো? তথ কতমং অসম্পজঞঃঞং? যং অঞঃঞং অদস্সনং অনভিসমযো অননুবোধো অসম্বোধো অগ্গটিবোধো অসঙ্গাহণা অপরিযোগাহণা [অসংগাহনা অপরিযোগাহনা (সী. স্যা. ক.)] অসমপেক্খণা অপচ্চৰেক্খণা অপচ্চকখকম্মং দুম্মেজ্জং বাল্যং অসম্পজঞঃঞং মোহো পমোহো সম্মোহো অবিজ্জা অবিজ্জোঘো অবিজ্জাযোগো অবিজ্জানুসযো অবিজ্জাপরিয়ুট্টানং অবিজ্জালঙ্গী মোহো অকুসলমূলং - ইদং ঝচ্চতি অসম্পজঞঃঞং। ইমিনা অসম্পজঞঃঞেন সমন্নাগতো পুগ্গলো “অসম্পজানো”।

৬১. কতমো চ পুগ্গলো সীলবিপন্নো? তথ কতমা সীলবিপত্তি? কাযিকো বীতিক্ষমো বাচসিকো বীতিক্ষমো কাযিকবাচসিকো বীতিক্ষমো - অযং ঝচ্চতি সীলবিপত্তি। সব্বস্পি দুস্সিল্যং সীলবিপত্তি। ইমায় সীলবিপত্তিয়া সমন্নাগতো পুগ্গলো “সীলবিপন্নো”।

৫৯। মূঢ়-স্মৃতি পুদাল কাহাকে বলে?

মূর্ছা স্মৃতি কীরূপ? যাহা অস্মৃতি, অননুস্মৃতি, অপ্রতি স্মৃতি, অস্মরণ, ধী-হীনতা, স্মৃতি বিহ্বলতা, অলাবু কটাহ জলে ভাসার ন্যায় যেই স্মৃতি ভাসমান, অগভীর, নষ্ট স্মৃতি। এই স্মৃতিকে বলে মূর্ছা স্মৃতি, এই মূর্ছা স্মৃতিমান ব্যক্তি মূঢ়-স্মৃতি নামে কথিত।

৬০। অসম্প্রজ্ঞানী পুদাল কাহাকে বলে?

অসম্প্রজ্ঞান কীরূপ? যাহা অজ্ঞান, অদর্শন, অনধিগমন, অপ্রতিরূপ-বোধ, অনিত্যাদিতে অসম-বোধ, চারি আর্যসত্যে অননুভূত, অনিত্যাদিবশে অগ্রহণ, অপর্য্যায় গ্রহণ, অসমদর্শন, অপ্রত্যবেক্ষণ, আত্মপর কর্মাদি প্রত্যক্ষ না করা, দুর্মেধা, বালতা অসম্প্রজ্ঞান্য, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, বিদ্যমান বস্তুতে অবিদ্যমানতা, অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমানতা ঘটায় বলিয়া অবিদ্যা। সংসার স্রোতে প্রাণীকে প্রবাহিত করে বলিয়া অবিদ্যা-ওঘ। জন্ম হইতে জন্মান্তরে যোগ-সূত্র স্থাপন করে বলিয়া অবিদ্যা-যোগ। চিত্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তি-রূপে শায়িত থাকে বলিয়া অবিদ্যানুশয়। সুযোগ পাইলেই চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া অবিদ্যা-পর্যুত্থান। হিতাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া সর্বদা অহিতে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অবিদ্যা-লঙ্গী। মোহ, সর্ব অকুশল-মূল। এই সকল অবস্থা অসম্প্রজ্ঞান্য। এই অসম্প্রজ্ঞান্য সমন্বিত পুরুষ অসম্প্রজ্ঞানী নামে পরিচিত।

৬১। শীল-বিপন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

শীল-বিপত্তি কী? শীল বিপত্তি বলিতে কায়-দুশ্চরিত্র্য, বচী-দুশ্চরিত্র্য ও কায়-বচী দুশ্চরিত্র্যকে বুঝায়। এই বিপত্তি গ্রন্থকে শীল-বিপন্ন বলে।

৬২. কতমো চ পুণ্ণলো দিট্ঠিবিপন্নো? তথ কতমা দিট্ঠিবিপত্তি? “নথি দিন্ণং, নথি যিট্ঠং, নথি হতং, নথি সুকতদুস্কটানং [সুকটদুস্কটানং (সী.)]। কন্মানং ফলং বিপাকো, নথি অযং লোকো, নথি পরো লোকো, নথি মাতা, নথি পিতা, নথি সন্তা ওপপাতিকা, নথি লোকে সমণব্রাহ্মণা সম্মগ্গতা [সম্মগ্গতা (ক.)]। সম্মাপটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞংগা সচ্ছিকত্বা পরেদেত্তী”তি। যা এবরুপা দিট্ঠি দিট্ঠিগতং দিট্ঠিগহনং দিট্ঠিকন্তারো দিট্ঠিবিসূকাযিকং দিট্ঠিবিপ্পন্দিতং দিট্ঠিসংযোজনং গাহো পটিগ্গাহো অভিনিবেসো পরামাসো কুম্মগ্গো মিচ্ছাপথো মিচ্ছত্তং তিথাযতনং বিপরীয়াসগ্গাহো [বিপরীয়েসগ্গাহো (সব্বথ)] পদসিদ্ধি চিন্তেত্তব্বা, অযং বচ্চতি দিট্ঠিবিপত্তি। সৰ্বাপি মিচ্ছাদিট্ঠি দিট্ঠিবিপত্তি। ইমায় দিট্ঠিবিপত্তিয়া সমন্নাগতো পুণ্ণলো “দিট্ঠিবিপন্নো”।

৬২। দৃষ্টি-বিপন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

দৃষ্টিবিপত্তি কী? দৃষ্টিবিপত্তি বলিতে এই বুঝায় যে দুঃখীকে করুণা-দানের ফল নাই, নিমন্ত্ৰণ করিয়া দান করিলে ফল নাই। গুরু ও শীলবানদিগকে শ্রদ্ধাদানের সুপরিণাম নাই। সুকৃত-দুঃকৃত কর্মের ফল ফলেনা। পরলোকে থাকিয়া ইহলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার, ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে অবিশ্বাস। মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রূষায় ফল নাই। উপপাতিক বা মাতা-পিতা ছাড়া স্বয়ং জাত বা চ্যুত প্রাণী বলিয়া কোনো প্রাণী নাই। জগতে এমন কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান নাই। যাঁহারা সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন এবং সম্যকরূপে উত্তীর্ণ-যাঁহারা স্বকীয় লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা ইহ-পর লোকের বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে পারেন। যাহা এইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি, দৃষ্টি পথ, তৃণ-জঙ্গল-কানন সদৃশ ‘দৃষ্টি গ্রহণ’ ভয় আশঙ্কার্থে চোর, হিংস্র, মবু, জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ কান্তারের ন্যায় ‘দৃষ্টি-কান্তার’। সম্যক দর্শনের বিরোধিতা করে বলিয়া ‘দৃষ্টি বিসূকাযিক’। ভব হইতে ভবান্তরে সংযোজন করে বলিয়া ‘দৃষ্টি-সংযোজন’। কুস্তীরের ন্যায় প্রাণিগণকে গ্রাস করে বলিয়া ‘গ্রাহ’। বলবান ভোগ-প্রবৃত্তি লইয়া গৃধিনীর মত গরু গ্রহণের ন্যায় গ্রহণ করে বলিয়া ‘প্রতিগ্রাহ’। নিত্যাদি রূপে আলম্বনে মনোনিবেশ করে বলিয়া ‘অভিনিবেশ’। শুভ, সুন্দর বলিয়া অপরকে স্পর্শ করে। এই জন্য ‘পরামাস’। অনর্থবহ, কুমার্গ, দিশাহারার অগন্তব্য ভুল পথ সদৃশ ‘মিথ্যাপথ’। তৈর্যিকগণ মিথ্যা মতলবের উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থান করে বলিয়া দৃষ্টির অপর নাম ‘তীর্থাযতন’। দিগ্ভ্রমের ন্যায় বিপরীত গ্রহণ ইত্যাদি দৃষ্টিবিপত্তি। সর্ববিধ মিথ্যা দৃষ্টিই দৃষ্টি-বিপত্তি। এই দৃষ্টি জালে যে আবদ্ধ তাহাকে দৃষ্টিবিপন্ন বলা হয়।

৬৩. কতমো চ পুগ্গলো অজ্জুতসংযোজনো? যস্স পুগ্গলস্স পঞ্চেরন্তাগিয়ানি সংযোজনানি অগ্গহীনানি - অযং ঝচ্চতি পুগ্গলো “অজ্জুতসংযোজনো”।

৬৪. কতমো চ পুগ্গলো বহিদ্ধাসংযোজনো? যস্স পুগ্গলস্স পঞ্চুদ্বন্তাগিয়ানি সংযোজনানি অগ্গহীনানি - অযং ঝচ্চতি পুগ্গলো “বহিদ্ধাসংযোজনো”।

৬৫. কতমো চ পুগ্গলো অক্কোধনো? তথ কতমো কোধো? যো কোধো কুজ্জনা কুজ্জিতত্তং দোসো দুস্সনা দুস্সিতত্তং ব্যাপত্তি ব্যাপজ্জনা ব্যাপজ্জিতত্তং বিরোধো পটিবিরোধো চণ্ডিক্কং অসুরোপো অনত্তমনতা চিত্তস্স - অযং ঝচ্চতি কোধো। যস্স পুগ্গলস্স অযং কোধো পহীনো - অযং ঝচ্চতি পুগ্গলো “অক্কোধনো”।

৬৬. কতমো চ পুগ্গলো অনুপনাহী? তথ কতমো উপনাহো? পুব্বকালং কোধো অপব্বকালং উপনাহো যো এবরুপো উপনাহো উপনযহনা উপনযহিতত্তং অট্টপনা ঠপনা সত্তপনা অনুসংসন্দনা অনুপ্পবন্ধনা দল্লহীকম্মং কোধস্স - অযং ঝচ্চতি উপনাহো। যস্স পুগ্গলস্স অযং উপনাহো পহীনো - অযং ঝচ্চতি পুগ্গলো “অনুপনাহী”।

৬৩। আভ্যন্তরীণ সংযোজনসম্পন্ন পুদাল কে?

পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (সংকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীল ব্রতপরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ) সত্ত্বগণকে নীচ জন্মে বা দুর্গতিতে যোজনা করে। যেই পুদালের এই সব সংযোজন প্রহীণ হয় নাই, তাহাকে আভ্যন্তরীণ সংযোজন সম্পন্ন বলে।

৬৪। বাহ্যিক সংযোজন-সম্পন্ন পুদাল কে?

যেই পুদালের পঞ্চ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, উদ্রত্য ও অবিদ্যা) প্রহীণ হয় নাই। যাহা সত্ত্বগণকে লৌকীয় সুগতিতে যোজন বা বন্ধন করে তাহাকে বাহ্যিক সংযোজন-সম্পন্ন বলে।

৬৫। অক্রোধী পুদাল কাহাকে বলে?

ক্রোধ কী? যাহা ক্রোধ, ক্রোধ বা রাগ করা, ক্রোধ-শীলতা, দ্বেষ, দ্বেষ বা হিংসা করা, দ্বেষ-শীলতা, হিংসা হিংসা করা, হিংসা-শীলতা, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, প্রচণ্ডত্ব, বুদ্ধোক্তি, অন্তরের অসন্তোষ। ইত্যাদি ক্রোধের বিভিন্নাকৃতিই ক্রোধ। এই ক্রোধ যাঁহার প্রহীণ হইয়াছে। তাঁহাকে অক্রোধী বলে।

৬৬। অনুপনাহী বা অবদ্ধ-বৈরী পুদাল কাহাকে বলে?

উপনাহ বা বদ্ধ-বৈরী কীরূপ? যাহা পূর্ববর্তীকালে ক্রোধ, তাহা পরবর্তীকালে উপনাহ। বদ্ধ-বৈরী, বদ্ধ-বৈরী সাধন করা, বদ্ধ-বৈরিতা, চিন্তে পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের পুনঃপুন প্রতিষ্ঠা করা, ত্রুদ প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, উহা সব সময় দৃঢ়ভাবে চিন্তে প্রোথিত রাখা, অন্তর প্রকাশ না করিয়া পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের সহিত একত্ব প্রদর্শন এবং চিন্তে ক্রোধের কঠোর তাই উপনাহ। এই উপনাহ যাঁহার প্রহীণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে অনুপনাহী বা অবদ্ধ-বৈরী বলে।

৬৭. কতমো চ পুগ্গলো অমকখী? তথ কতমো মকেখা? যো মকেখা মকখায়না মকখায়িতত্তং নিট্ঠুরিয়ং নিট্ঠুরিয়কম্মং - অযং ৰুচ্চতি মকেখা। যস্স পুগ্গলস্স অযং মকেখা পহীনো - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “অমকখী”।

৬৮. কতমো চ পুগ্গলো অপলাসী? তথ কতমো পলাসো? যো পলাসো পলাসায়না পলাসায়িতত্তং পলাসাহারো বিবাদট্টানং যুগল্লাহো অল্লটিনিম্সল্লো - অযং ৰুচ্চতি পলাসো। যস্স পুগ্গলস্স অযং পলাসো পহীনো - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “অপলাসী”।

৬৯. কতমো চ পুগ্গলো অনসিসুকা? তত্থ কতমা ইস্সা? যা পরলাভসক্কারগরুকারমাননবন্দনপূজনা সু ইস্সা ইস্সায়না ইস্সায়িতত্তং উসূয়া উসূয়না উসূয়িতত্তং - অযং বুচ্চতি ইস্সা। যস্স পুগ্গলস্স অযং ইস্সা পহীনা - অযং বুচ্চতি পুগ্গলো “অনসিসুকা”।

৬৭। অমুক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

মুক্ষ কী? পরগুণের অপলাপ, পরগুণের আচ্ছাদন করা, আচ্ছাদন-কারিতা নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরোচিত কর্ম সম্পাদন। “তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই বা সে আমার কোনো উপকারে আসিবে না বলিয়া থুথু ফেলিয়া তাহা পায়ে মর্দন করার ন্যায় পরগুণ মুক্ষণ বা মর্দন করা। এই রূপ মুক্ষণ-স্বভাব যাহার প্রহীণ হইয়া গিয়াছে তাহাকে অমুক্ষী বলে।

৬৮। অপর্য়াসী পুদাল কাহাকে বলে?

পর্য়াস কী? পর গুণের সহিত আপন গুণের তুলনা, তুলনা করা, ও তুলনাকারীর স্বভাব, আত্ম-প্রশংসা আহরণ, বিবাদের হেতু সৃজন, সমান ধূর গ্রহণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠরূপে না জানিয়া নিজ-তুল্য করা, মিথ্যা বা অযৌক্তিক হইলেও আত্ম-গৃহীত মত অপরিত্যাগ। এই স্বভাব যাহার পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে অপর্য়াসী বলে।

৬৯। ঈর্ষা-হীন পুদাল কাহাকে বলে?

ঈর্ষা কী? যাহা পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সম্মান, বন্দনা, পূজা, (সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শনে) অসহিষ্ণুতা বা ঈর্ষা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অসূয়া, অসূয়া করা, অসূয়া-কারিতা যাহার ইহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তিনি ঈর্ষাহীন নামে অভিহিত।

৭০. কতমো চ পুগলো অমচ্ছরী? তথ কতমং মচ্ছরিযং? পঞ্চং মচ্ছরিযানি - আবাসমচ্ছরিযং, কুলমচ্ছরিযং, লাভমচ্ছরিযং, বগ্নমচ্ছরিযং, ধম্মমচ্ছরিযং। যং এৰরুপং মচ্ছেরং মচ্ছরাযনা মচ্ছরাযিতত্ত্বং বেরিচ্ছং কদরিযং কটুকঞ্চুকতা অগ্নহিতত্ত্বং চিত্তস্স - ইদং বচ্চতি মচ্ছরিযং। যস্স পুগ্নলস্স ইদং মচ্ছরিযং পহীনং - অযং বচ্চতি পুগ্নলো “অমচ্ছরী”।

৭১. কতমো চ পুগ্নলো অসঠো? তথ কতমং সাঠেয্যং? ইধেকচ্ছো সঠো হোতি পরিসঠো। যং তথ সঠং সঠতা সাঠেয্যং কঙ্করতা কঙ্করিযং পরিকখত্ততা পারিকখত্তিযং - ইদং বচ্চতি সাঠেয্যং। যস্স পুগ্নলস্স ইদং সাঠেয্যং পহীনং - অযং বচ্চতি পুগ্নলো “অসঠো”।

৭২. কতমো চ পুগ্নলো অমাযাবী? তথ কতমা মাযা? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো কাযেন দুচ্চরিতং চরিত্বা বাচায দুচ্চরিতং চরিত্বা মনসা দুচ্চরিতং চরিত্বা তস্স পটিচ্ছাদনহেতু পাপিকং ইচ্ছং পণিদহতি - “মা মং জঞএগ্গ”তি ইচ্ছতি, “মা মং জঞএগ্গ”তি সঙ্কল্পতি, “মা মং জঞএগ্গ”তি বাচং ভাসতি, “মা মং জঞএগ্গ”তি কাযেন পরক্কমতি।

৭০। মাৎসর্য-হীন পুদাল কাহাকে বলে?

মাৎসর্য কীরূপ? আবাস, কুল, লাভ, বর্ণ ও ধর্ম বিষয়ক পঞ্চবিধ মাৎসর্য। (আপনার এই সকল বিষয় সম্পদ অপরের নিকট গোপনেচ্ছাই মাৎসর্য) মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্য-পরায়ণতা, আহারের প্রতি বিভিন্ন অপরিমিত লোভেচ্ছা বা বুভুক্ষা। দানে কার্পণ্য, মুষ্টি-বদ্ধতা, চিত্তের অসংযম অর্থাৎ আত্ম-সম্পত্তি গোপনেচ্ছা ও পরসম্পত্তি গ্রহণে অসংবরণ প্রভৃতি যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে মাৎসর্যহীন বলে।

৭১। অশঠ পুদাল কাহাকে বলে?

শাঠ্য কী? কোনো পুদাল শঠ, অতিশয় শঠ, তাহার মধ্যে যে শঠতা, অসৎ-বৃত্তি, কর্কশতা, অমৃদুতা, পরুষস্বভাব, রক্ষস্বভাব, ত্রুরস্বভাব তাহাই পুরুষের শাঠ্য। এই শাঠ্য যাহার পরিবর্জিত তাঁহাকে অশঠ বলে।

৭২। অমায়াবী পুদাল কাহাকে বলে?

মায়া কীরূপ? ইহলোকে কোনো পুরুষ কায়-মনে-বাক্যে দুঃশীলতা আচরণ করিয়া ইহা লোক চক্ষুর অন্তরালে গোপনের নিমিত্ত পাপেচ্ছা পোষণ করে। “আমাকে কেহ জানিতে সক্ষম না হউক।” এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে। “আমাকে কেহ জানিতে সমর্থ না হউক।” এই ধারণায় সঙ্কল্প করে বা তদনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করে। “আমাকে যেন কেহ জানিতে না পারে।” বলিয়া কায়দ্বারা ইঙ্গিত করে বা তাদৃশ কায়িক কর্ম সম্পাদন করে।

যা এরূপা মায়া মায়াবিতা অচ্চাসরা বঞ্চনা নিকতি বিকিরণা পরিহরণা গৃহনা পরিগৃহনা ছাদনা পটিচ্ছাদনা অনুত্তানীকস্মং অনাবিকস্মং বোচ্ছাদনা পাপকিরিয়া - অযং ঋচ্চতি মায়া। যস্স পুগ্গলস্স অযং মায়া পহীনা - অযং ঋচ্চতি পুগ্গলো “অমায়াবী”।

৭৩. কতমো চ পুগ্গলো হিরিমা? তথ কতমা হিরী? যং হিরীযতি হিরিযিতব্বেন হিরীযতি পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং সমাপত্তিয়া - অযং ঋচ্চতি হিরী। ইমায হিরিযা সমন্নাগতো পুগ্গলো “হিরিমা”।

৭৪. কতমো চ পুগ্গলো ওত্তপ্পী? তথ কতমং ওত্তপ্পং? যং ওত্তপ্পতি ওত্তপ্পিতব্বেন ওত্তপ্পতি পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং সমাপত্তিয়া - ইদং ঋচ্চতি ওত্তপ্পং। ইমিনা ওত্তপ্পেন সমন্নাগতো পুগ্গলো “ওত্তপ্পী”।

এইরূপ যে মায়া, মায়াবিতা, লোক চক্ষুর অন্তরালে পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া গোপন করা অভিপ্রায়ে পুনঃপুন চিন্তা করা, স্মরণ করা, বঞ্চনা বা কপটতা প্রদর্শন। কায়-মনো-বাক্যে পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া অন্যথা প্রদর্শনের নাম-নিকতি বা ধূর্ততা। ‘আমি এরূপ কর্ম কখনও আর করিব না বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম ‘নিকিরণা’। আমি এরূপ কর্ম আর করিব না বলিয়া সাময়িক বর্জনের ভান করার নাম ‘পরিহরণা’, কায়াদি সংবরণের ভান প্রদর্শনের নাম ‘গৃহনা, পরিগৃহনা’, তৃণাদি দ্বারা বিষ্ঠা আচ্ছাদনের ন্যায় কায়মনোবাক্যে কৃত পাপ আচ্ছাদনকে ‘ছাদনা’ বলে। আপন কৃত কর্ম আচ্ছাদন মানসে অপ্রকট ভাবে বাক্য প্রয়োগ করার নাম ‘অনুত্তানী’, আপন কৃত আপত্তি কর কর্মের বিষয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ না করার নাম অনাবীকর্ম ইত্যাদি পাপ জনক ছলনাকে ‘মায়া’ বলে। এই মায়া যাহার সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত। তাঁহাকে অমায়াবী বলে।

৭৩। লজ্জাশীল পুদাল কাহাকে বলে?

হ্রী বা লজ্জা কীরূপ? যাহা হ্রী বা লজ্জা, লজ্জাশীলতা লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদনে সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ। এরূপ লজ্জা-সমন্বিত ব্যক্তিই লজ্জাশীল নামে অভিহিত।

৭৪। ভয়-সম্পন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

অপত্রপ বা ভয় কীরূপ? যাহা ভয়, ভয়শীলতা, ভয়যোগ্য বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদন কালে নরকাদির প্রতি ভয়শীলতা, ইহাই অপত্রপ বা ভয়। এই ভয় যাহার বিদ্যমান। তিনি ভয়-সম্পন্ন নামে অভিহিত।

৭৫. কতমো চ পুগ্গলো সুৰচো? তথ কতমা সোৰচস্পতা? সহধম্মিকে ঋচ্চমানে সোৰচস্পাযং সোৰচস্পিসং সোৰচস্পতা অৰিপ্পটিকুলগ্গাহিতা অৰিপ্পচনীকসাততা সাদরিযং সাদরিযতা সগারবতা সপ্পতিস্পবতা - অযং ঋচ্চতি সোৰচস্পতা। ইমায় সোৰচস্পতায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “সুৰচো”।

৭৬. কতমো চ পুগ্গলো কল্যাণমিত্তো? তথ কতমা কল্যাণমিত্ততা? যে তে পুগ্গলা সদ্ধা সীলবত্তো বহুসুতা চাগবত্তো পঞএবত্তো, যা তেসং সেবনা নিসেবনা সংসেবনা ভজনা সম্ভজনা ভত্তি সম্ভত্তি সম্পবন্ধতা - অযং ঋচ্চতি কল্যাণমিত্ততা। ইমায় কল্যাণমিত্ততায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “কল্যাণমিত্তো”।

৭৭. কতমো চ পুগ্গলো ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারো? তথ কতমা ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারতা? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো চক্কুনা রূপং দিস্বা ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী; যত্রাধিকরণমেনং চক্কুন্দ্রিয়ং অসংকৃতং বিহরন্তং অভিজ্ঞাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অনাস্পৰেয্যুং, তস্প সংবরায় পটিপজ্জতি, রক্কথতি চক্কুন্দ্রিয়ং চক্কুন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি।

৭৫। সুবিনীত পুদাল কাহাকে বলে?

সু-বিনয় কীরূপ? সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রমণ-শ্রমণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আপত্তি (শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন) প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলিলে বা ‘তুমি এই আপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছা’ যথাশীঘ্র ইহার প্রতিকার কর’ বলিয়া কোনো প্রকার উপদেশ দিলে অগ্রাহ্য না করা, শিরোধার্য করা, প্রতিবাদ না করা, প্রত্যভিযোগ না করা, অনুকূল ভাব গ্রহণ, বিপরীত গ্রহণ না করা, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ করা, গৌরব করা, সু-বাধ্য হওয়া ইহাই সু-বিনয় নামে বর্ণিত। এই সুবিনয় সমন্বিত পুদালই সু-বিনীত নামে পরিচিত।

৭৬। কল্যাণমিত্রতা পরায়ণ পুদাল কাহাকে বলে?

কল্যাণমিত্রতা কীরূপ? যাহারা শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ত্যাগী, প্রজ্ঞাবান তাঁহাদের প্রতি যাহা সেবা, সংসর্গ, ভক্তি, অচলা ভক্তি, পূজনা, ভজনা, আনুগত্য ভক্তিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন, আহারে বিহারে তাঁহাদের প্রতি সর্বতোভাবে তদ্ভাব তদাপন্ন হইয়া থাকা। এইরূপ কল্যাণমিত্রের বা সং-সংসর্গের অনুসরণ যিনি করিয়া থাকিয়া তিনি কল্যাণমিত্র পরায়ণ নামে খ্যাত।

৭৭। ইন্দ্রিয়ে গুত্ত-দ্বার পুদাল কাহাকে বলে?

ইন্দ্রিয় গুত্তদ্বারতা কীরূপ? কোনো পুদাল চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া পুরুষ বা স্ত্রী-রূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হস্ত-পাদ, স্মিত-হাস্য, কথন, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি আবয়বিক প্রভেদাকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। চক্ষেন্দ্রিয় সচেতন অবস্থিতির কারণ তাঁহার মানসিক অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হইলেও সহজে তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতে পারে না; যেহেতু ইহার সংবরণ কল্পে তিনি নিযুক্ত। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন এবং তাহাতে সংযমিত হন।

সোতেন সদং সুত্ৰা... পে... ঘানেন গন্ধং ঘাষিত্ৰা... পে... জিবহায রসং সাযিত্ৰা... পে... কাযেন ফোট্টবং ফুসিত্ৰা... পে... মনসা ধম্মং বিঃঞায় ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী; যত্রাধিকরণমেনং মনিন্দ্রিয়ং অসংবৃত্তং বিহরন্তং অভিজ্ঞাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অন্নাস্সবেয়্যং, তস্স সংবরায পটিপজ্জতি, রকখতি মনিন্দ্রিয়ং, মনিন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি। যা ইমেসং ছন্নং ইন্দ্রিয়ানং গুত্তি গোপনা আরকেথা সংবরো - অযং ঋচ্চতি ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারতা। ইমায় ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারতায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারো”।

৭৮. কতমো চ পুগ্গলো ভোজনে মত্তংগুত্ৰা? তথ কতমা ভোজনে মত্তংগুত্ৰাতা? ইধেকচ্চো পুগ্গলো পটিসজ্জা যোনিসো আহারং আহারেতি - “নেৰ দৰায, ন মদায, ন মণ্ণায, ন বিভূসনায; যাৰদেৰ ইমস্স কাযস্স ঠিতিয়া যাপনায বিহিংসূপরতিয়া ব্রক্ষচরিয়ানুগ্গহায। ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহজ্জামি, নৰঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভৰিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসুৰিহারো চা”তি। যা তথ সন্তুটিষ্ঠতা মত্তংগুত্ৰাতা পটিসজ্জা ভোজনে - অযং ঋচ্চতি ভোজনে মত্তংগুত্ৰাতা। ইমায় ভোজনে মত্তংগুত্ৰাতায় সমন্নাগতো পুগ্গলো “ভোজনে মত্তংগুত্ৰা”।

এরূপে শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনিন্দ্রিয়ে চক্ষু সদৃশ, এই ইন্দ্রিয়সমূহে যিনি সংযমিত তিনি ইন্দ্রিয় গুণ্ডদ্বার নামে অভিহিত।

৭৮। পান ভোজনে মিতাচারী পুদাল কাহাকে বলে?

মিতাচার কীরূপ? কোনো পুদাল তদভিমুখী জ্ঞানাবধান সহকারে স্মরণ করিতে করিতে আহার করেন। “এই আহার লব্ধ বল দ্বারা বা কৌতুকের জন্য নহে, মদোল্লাসের জন্য নহে, দেহ-সৌষ্ঠব দেহ কান্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে, যত দিন এই কায় স্থিত (জীবিত) থাকে, ততদিন ইহার সংরক্ষণ, জীবিতেন্দ্রিয়ের রক্ষা, বিহিংসা বা বুভুক্ষা, ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মচর্যের আনুকূল্য সাধনার্থ এই আহারের প্রয়োজন-যাহাতে অনাহার-জনিত সর্ববিধ অতীত বেদনা প্রতিহত করিতে পারি, অতি ভোজন জনিত নূতন বেদনা উৎপন্ন হইতে না দিই এবং যাহাতে আমার জীবন যাত্রা নির্দোষ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়”। আহারে এরূপ যে শান্তি, সন্তুষ্টি, জ্ঞানাবধান ও মাত্রজ্ঞতা-তাহাই ভোজন-মাত্রজ্ঞতা। এই মাত্রা সমন্বিত ব্যক্তিই পান-ভোজনে মিতাচারী পুদাল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৭৯. কতমো চ পুগ্ললো উপচ্ঠিতস্সতি? তথ কতমা সতি? যা সতি অনুস্সতি পচ্ঠিস্সতি সতি সরণতা ধারণতা অপিলাপনতা অসম্মসনতা সতি সতিন্দ্রিয়ং সতিবলং সম্মাসতি - অযং ৰুচ্চতি সতি। ইমায় সতিযা সমন্নাগতো পুগ্ললো “উপচ্ঠিতস্সতি”।

৮০. কতমো চ পুগ্ললো সম্পজানো? তথ কতমং সম্পজঞঃঞং? যা পঞঃঞা পজাননা বিচযো পরিচযো ধম্মবিচযো সল্লকখণা উপলকখণা পচ্চুপলকখণা পণ্ডিচ্চং কোসল্লং নেপুঞঃঞং বেভব্যা চিন্তা উপপরিচ্ছা ভুরী মেধা পরিণায়িকা বিপস্সনা সম্পজঞঃঞং পতোদো পঞঃঞা পঞঃঞেন্দ্রিয়ং পঞঃঞাবলং পঞঃঞাসথং পঞঃঞাপাসাদো পঞঃঞালোকো পঞঃঞাওভাসো পঞঃঞাপজ্জোতো পঞঃঞারতনং অমোহো ধম্মবিচযো সম্মাদিচ্ঠি - ইদং ৰুচ্চতি সম্পজঞঃঞং। ইমিনা সম্পজঞঃঞেন সমন্নাগতো পুগ্ললো “সম্পজানো”।

৭৯। প্রত্যুৎপন্ন-স্মৃতি কাহাকে বলে? এখানে স্মৃতি কীরূপ?

যাহা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতি-স্মৃতি, স্মরণ, ধারণ, অবিস্মরণতা, অমূর্ছা, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল, সম্যক-স্মৃতি। এই স্মৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিতি-স্মৃতি বা প্রত্যুৎপন্ন-স্মৃতি নামে অভিহিত।

৮০। সম্প্রজ্ঞানী পুদাল কাহাকে বলে?

সম্প্রজ্ঞানী কীরূপ? যাহা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞান, আলম্বনের অনিত্যাদি লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত হয় বলিয়া প্রজ্ঞার নাম ‘বিচয়, প্রবিচয়’, চারি আর্ষসত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করে বলিয়া ‘ধর্ম-বিচয়’, আলম্বনের অনিত্যাদি লক্ষণ-বশে বিচার করিতে জানে বলিয়া ‘সলক্ষণা’, উপসর্গ যোগে বিশেষ-বিশেষ অর্থে ‘উপলক্ষণা’, ‘প্রত্যুৎপন্ন লক্ষণা’, পাণ্ডিত্য, কৌশল, নৈপুণ্য, আলম্বনকে অনিত্য দুঃখ অনাঅবশে ভাবনা করিতে সক্ষম বলিয়া ‘বেভব্যা’, তদনুরূপ চিন্তা করিতে পারে বলিয়া চিন্তা, দোষ-গুণ নির্ধারণ করিতে সক্ষম বলিয়া ‘উপ-পরিচ্ছা’, ভূত, সত্য ও যথার্থ বিষয়ে রমিত করে। বলিয়া ভুরী, মেধা, হিতার্থে পরিচালিত করে করিয়া ‘পরিণায়িকা’, অনিত্যাদি বলে আলম্বনকে বিশেষভাবে দর্শন করে বলিয়া ‘বিদর্শন’, সম্প্রজ্ঞান, বিপথগামী চিন্তকে সৎপথের নির্দেশ দেয় বলিয়া ‘প্রতোদ, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অবিদ্যা-মোহের তাড়নায় অকম্পন-শীল বলিয়া ‘প্রজ্ঞাবল’। সর্ববিধ ক্রোশ ছেদন করে বলিয়া ‘প্রজ্ঞা-শস্ত্র’, শীর্ষ স্থানীয় অর্থে ‘প্রজ্ঞা-প্রাসাদ’, দৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রজ্ঞালোক, দীপ্তিকর বলিয়া ‘প্রজ্ঞাবভাষ’, প্রদ্যোৎ প্রদায়িনী বলিয়া ‘প্রজ্ঞা-প্রদ্যোৎ’, রতি বা আনন্দ উৎপন্ন করে বলিয়া ‘প্রজ্ঞা-রত্ন’, চিন্তকে বিষয়-বস্তুতে মোহিত হইতে বারণ করে বলিয়া ‘অমোহ’, সম্যকভাবে দর্শন করিবার শক্তি আছে বিধায় ‘সম্যক-দৃষ্টি’, (এই সকল শব্দ সম্প্রজ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিভিন্ন অর্থবাচক প্রতিশব্দ মাত্র) এই সম্প্রজ্ঞান যাহার বিদ্যমান আছে তাহাকে সম্প্রজ্ঞানী বলে।

৮১. কতমো চ পুগ্গলো সীলসম্পন্নো? তথ কতমা সীলসম্পদা? কাযিকো অৰীতিক্কমো বাচসিকো অৰীতিক্কমো কাযিকবাচসিকো অৰীতিক্কমো - অযং ঝচ্চতি সীলসম্পদা। সৰ্বোপি সীলসংবরো সীলসম্পদা। ইমায সীলসম্পদায সমন্নাগতো পুগ্গলো “সীলসম্পন্নো”।

৮২. কতমো চ পুগ্গলো দিটিসম্পন্নো? তথ কতমা দিটিসম্পদা? “অথি দিন্নং, অথি যিট্ঠং, অথি হুতং, অথি সুকতদুস্কটানং কস্মানং ফলং বিপাকো, অথি অযং লোকো, অথি পরো লোকো, অথি মাতা, অথি পিতা, অথি সন্তা ওপপাতিকা, অথি লোকে সমণব্রাহ্মণা সম্মগ্গতা সম্মাপটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সযং অভিঞংগা সচ্ছিকত্তা পরেদেত্তী”তি। যা এবরুপা পঞংগা পজাননা... পে.... অমোহো ধম্মবিচযো সম্মাদিটি - অযং ঝচ্চতি দিটিসম্পদা। সৰ্বোপি সম্মাদিটি দিটিসম্পদা। ইমায দিটিসম্পদায সমন্নাগতো পুগ্গলো “দিটিসম্পন্নো”।

৮১। শীল-সম্পন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

শীল-সম্পদ কী? যাহা কাযিক সচ্চরিত্রতা, বাচনিক সচ্চরিত্রতা, কাযিক-বাচনিক সচ্চরিত্রতা এবং সকল প্রকার শীল সংবরণই শীল-সম্পদা। এই শীল-সম্পদ-শালী ব্যক্তিই শীল-সম্পন্ন নামে কথিত।

৮২। দৃষ্টি-সম্পন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

দৃষ্টি সম্পদ কী? দুঃখীকে করুণা-দানের ফলে, দান-যজ্ঞের বিপাকে, গুরু ও সাধু সন্তের প্রতি শ্রদ্ধাদানের পরিণামে, ও সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফলে দৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকে থাকিয়া ইহলোকের অস্তিত্বে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের জীবন-সত্তায় বিশ্বাস। মাতা পিতার সেবা-শুশ্রূষা সুফল দায়ক বলিয়া বিশ্বাস, ওপপাতিক (মাতা পিতা ছাড়া স্বয়ং জাত প্রাণী বা স্বয়ং-চ্যুত প্রাণী) সত্ত্বগণের অস্তিত্বে পূর্ণ আস্থা এবং এরূপ বিশ্বাস আছে। যে এই পৃথিবীতে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন যাহারা অনুকূল প্রতি পদায় প্রতিপন্ন এবং স্বয়ং লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া ইহ-পর লোকের বিষয় সম্যক বলিতে পারেন। এই রূপ দৃষ্টিই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞানন.....অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যকদৃষ্টিই দৃষ্টি-সম্পদা। এই দৃষ্টি সম্পদ সমন্বিত ব্যক্তিই দৃষ্টি সম্পন্ন নামে কথিত হন।

৮৩. কতমে দ্বে পুগ্গলা দুল্লভা লোকস্মিং? যো চ পুৰ্বকারী, যো চ কতৎএহু কতবেদী - ইমে দ্বে পুগ্গলা দুল্লভা লোকস্মিং।

৮৪. কতমে দ্বে পুগ্গলা দুত্তপ্পয়া? যো চ লদ্ধং লদ্ধং নিক্কিপতি, যো চ লদ্ধং লদ্ধং বিস্সজ্জেতি - ইমে দ্বে পুগ্গলা “দুত্তপ্পয়া”।

৮৫. কতমে দ্বে পুগ্গলা সুত্তপ্পয়া? যো চ লদ্ধং লদ্ধং ন নিক্কিপতি, যো চ লদ্ধং লদ্ধং ন বিস্সজ্জেতি - ইমে দ্বে পুগ্গলা “সুত্তপ্পয়া”।

৮৬. কতমেসং দ্বিন্নং পুগ্গলানং আসবা বডট্টি? যো চ ন কুঙ্কচ্চাযিতবং কুঙ্কচ্চাযতি, যো চ কুঙ্কচ্চাযিতবং ন কুঙ্কচ্চাযতি - ইমেসং দ্বিন্নং পুগ্গলানং আসবা বডট্টি।

৮৩। কোন্ দ্বিবিধ পুদাল জগতে দুর্লভ?

যিনি পূর্বকারী (মাতা-পিতা পুত্র-কন্যার প্রতি, আচার্য উপাধ্যায় অন্তেবাসীর বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী-ছাত্র ছাত্রীর প্রতি অথবা অপর সকল প্রাণীর প্রতি আপন কর্তব্যস্বরূপ অগ্রোপকার সম্পাদন করেন বলিয়া পূর্বকারী) আর, যিনি কৃতজ্ঞ ও কৃতবেদী (পুত্র কন্যা মাতাপিতার প্রতি, শিষ্য প্রশিষ্য আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রতি বা ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি, অন্য সকল প্রাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন বলিয়া কৃতজ্ঞ, কৃতবেদী)। সংক্ষেপে উপকারী ও প্রত্যুপকারী। এই দ্বিবিধ পুদাল জগতে দুর্লভ।

৮৪। কোন্ দ্বিবিধ পুদালের পক্ষে অপরকে সম্ভষ্ট করা কঠিন?

যিনি লব্ধ বস্তুসমূহ রাখিয়া দেন (দায়কে শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবরাদি পুনঃপুন প্রাপ্ত হইয়া জমা করিয়া রাখেন। ভোগ করেন না) এবং যিনি লব্ধ বস্তুসমূহ ত্যাগ করেন (দায়কের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবরাদি অপরাপরকে দান করেন বা বিক্রয় করেন। নিজে পরিভোগ করেন না)। এই দ্বিবিধ ব্যক্তির পক্ষে অপরকে সম্ভষ্ট করা কঠিন।

৮৫। কোন্ দ্বিবিধ পুদালের পক্ষে অপরকে সম্ভষ্ট করা সহজ?

যিনি স্থায়ী লব্ধ বস্তুসমূহ জমা রাখেন না এবং যিনি অপরাপরকে বিতরণ করেন না, বিক্রয় করেন না। (যথা প্রয়োজন নিজে পরিভোগ করেন এবং যথারীতি অপরকে দান করেন)। এই দ্বিবিধ পুদাল দায়কের সম্ভ্রাম বিধায়ক নামে অভিহিত।

৮৬। কোন্ দ্বিবিধ পুদালের আসক্তি বর্দ্ধিত হয়?

যে অনুশোচনার অযোগ্য বিষয়ে অনুশোচনাদি প্রকাশ করে এবং যে অনুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা করে না। এই উভয় ব্যক্তিরই আসক্তি বর্ধিত হয়।

৮৭. কতমেসং দ্বিগ্নং পুগ্লানং আসবা ন বড্‌তন্তি? যো চ ন কুঙ্কুচায়িতবং ন কুঙ্কুচায়তি, যো চ কুঙ্কুচায়িতবং কুঙ্কুচায়তি - ইমেসং দ্বিগ্নং পুগ্লানং আসবা ন বড্‌তন্তি।

৮৮. কতমো চ পুগ্ললো হীনাধিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুগ্ললো দুস্সীলো হোতি পাপধম্মো, সো অঞঃঞং দুস্সীলং পাপধম্মং সেবতি ভজতি পযিরুপাসতি - অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো “হীনাধিমুত্তো”।

৮৯. কতমো চ পুগ্ললো পণীতাধিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুগ্ললো সীলবা হোতি কল্যাণধম্মো, সো অঞঃঞং সীলবন্তং কল্যাণধম্মং সেবতি ভজতি পযিরুপাসতি - অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো “পণীতাধিমুত্তো”।

৯০. কতমো চ পুগ্ললো তিত্তো? পচ্চেকসম্মুদ্ধা [পচ্চেকবুদ্ধো (সী.)] যে চ তথাগতস্স সাবকা অরহন্তো তিত্তা। সম্মাসম্মুদ্ধো তিত্তো চ তপ্পেতা চ [তপ্পেতা চ, অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো তিত্তো (সী.)]।

দুকনিদ্দেশো।

৮৭। কোন দ্বিবিধ পুদালের আসক্তি বর্ধিত হয় না?

যিনি অননুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করেন না এবং যিনি অনুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ পুদালের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

৮৮। হীনাধিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি নিজে ও দুঃশীল, পাপ ধর্মপরায়ণ এবং যেঅন্য দুঃশীল, পাপ ধর্ম পরায়ণের সেবা, সংস্রব, ভজনা, পূজনা করোঁসে ব্যক্তি হীনাধিমুক্ত বা হীন-প্রকৃতি রূপে পরিগণিত।

৮৯। প্রণীতাধিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি নিজেও সুশীল, কল্যাণ-ধর্ম-পরায়ণ এবং অন্য সুশীল, কল্যাণ-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সেবা, সংস্রব, ভজনা, পূজনা করেন। তিনি প্রণীতাধিমুক্ত বা সৎ-প্রকৃতি নামে খ্যাত।

৯০। তৃপ্ত ও তৃপ্তিদায়ী পুদাল কাহাকে বলে?

‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ ও তথাগত শ্রাবক অর্হৎগণ তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট এবং সম্যকসম্মুদ্ধ সন্তুষ্ট ও সন্তোষ বিধায়ক।

পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি

৬৭

দ্বিতীয় নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

৩. তিকপুণ্ডলপঞঞত্তি

৯১. কতমো চ পুণ্ডলো নিরাসো? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো দুস্সীলো হোতি পাপধম্মো অসুচি সঙ্কস্সরসমাচারো পটিচ্ছন্নকম্মন্তো অস্সমণো সমণপটিঞঞা অব্রক্ষচারী ব্রক্ষচারিপটিঞঞা অন্তোপুতি অবস্সুতো কসম্মুজাতো। সো সুণাতি - “ইথল্লামো কির ভিকখু আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঞাবিমুত্তিং দিটেঠেৰ ধম্মে সযং অভিঞঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি। তস্স ন এবং হোতি - “কুদাস্সু নামাহস্পি আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঞাবিমুত্তিং দিটেঠেৰ ধম্মে সযং অভিঞঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরিস্সামী”তি। অযং ঞ্চজিবহাতি পুণ্ডলো “নিরাসো”।

৯২. কতমো চ পুণ্ডলো আসংসো? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো সীলবা হোতি কল্যাণধম্মো।

তৃতীয় নির্দেশ

৯১। নিরাশ পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল দুঃশীল, পাপ ধর্মপরায়ণ, অশুচি শিক্ষা স্মৃতিতব্য কর্ম সম্পাদনকারী (দুই চার জন লোককে এক স্থানে একত্রিত হইয়া বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া মনে করে। ‘আমার কৃত পাপ কর্মের বিষয় জানিতে পারিয়া আলোচনা করিতেছে নাকি’ এইরূপ সশঙ্ক চিত্তে স্বকৃত অশুচি কর্মের বিষয় সে বারবার স্মরণ করে)। পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া আচ্ছাদনকারী অশ্রমণ হইয়া শ্রমণরূপে, অব্রক্ষচারী হইয়া ব্রক্ষচারীরূপে ছদ্ম পরিচয় প্রদানকারী, অশ্রমণ হইয়া শ্রমণরূপে, অব্রক্ষচারী হইয়া ব্রক্ষচারীরূপে ছদ্ম পরিচয় প্রদানকারী, অন্ত-পুতি-যুক্ত, আসক্ত, কষম্মুজাত (যার চিত্ত রাগাদি রূপ কষাট অভিভূত)। সে শ্রবণ করে যে “অমুক ভিক্ষু আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান-বলে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এরূপ শুনিয়াও তাহার ইচ্ছা জাগে না যে, ‘আমিও কখন আসক্তিক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তরূপে ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান-বলে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করিব’?” এইরূপ পুদাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বলিয়া নিরাশ নামে কথিত।

৯২। আশাবান পুদাল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদাল শীলবান, কল্যাণ ধর্মপরায়ণ।

সো সুণাতি - “ইথন্নামো কির ভিকখু আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি। তস্স এৰং হোতি - “কুদাস্সু নামাহম্পি আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরিস্সামী”তি। অযং ৰুচ্চতি পুণ্নলো “আসংসো”।

৯৩. কতমো চ পুণ্নলো ৰিগতাসো? ইধেকচ্চো পুণ্নলো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতি। সো সুণাতি - “ইথন্নামো কির ভিকখু আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি। তস্স ন এৰং হোতি - “কুদাস্সু নামাহম্পি আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরিস্সামী”তি। তং কিস্স হেতু? যা হিস্স পুবে অবিমুত্তস্স বিমুত্তাসা, সা পটিপ্পস্সদ্বা। অযং ৰুচ্চতি পুণ্নলো “ৰিগতাসো”।

তিনি শ্রবণ করেন যে “অমুক ভিক্ষু আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় লব্ধ অভিজ্ঞান বলে চিত্ত-বিমুক্তি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করত অবস্থান করিতেছেন।” (ভিক্ষুর উন্নত জীবনার্থে অনুপ্রাণীত ও উৎসাহিত হইয়া) তিনি মনে করেন যে। “আমিও কখন আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান দ্বারা চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিব।” এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুদাল আশাবান বলিয়া পরিগণিত।

৯৩। বিগতশ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি শুনিতে পান যে “অমুক ভিক্ষু আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন।” তাঁহাকে এরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে হয় না যে। “আমি কখন আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করিব।” ইহার কারণ কী? পূর্বে অবিমুক্তাবস্থায় বিমুক্তির জন্য যেই কামনা ছিল, সেই কামনার প্রয়োজন এখন আর নাই। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ ও প্রশান্ত। সুতরাং এবম্বিধ পুদাল বিগতশ নামে প্রসিদ্ধ।

৯৪. তথ কতমে তযো গিলানুপমা পুগ্গলা? তযো গিলানা - ইধেকচ্চো গিলানো লভন্তো বা সপ্পাযানি ভোজনানি অলভন্তো বা সপ্পাযানি ভোজনানি, লভন্তো বা সপ্পাযানি ভেসজ্জানি অলভন্তো বা সপ্পাযানি ভেসজ্জানি, লভন্তো বা পতিরূপং উপট্টাকং অলভন্তো বা পতিরূপং উপট্টাকং, নেব বট্টাতি তস্মা আবাবাধা। (১)

ইধ পনেকচ্চো গিলানো লভন্তো বা সপ্পাযানি ভোজনানি অলভন্তো বা সপ্পাযানি ভোজনানি, লভন্তো বা সপ্পাযানি ভেসজ্জানি অলভন্তো বা সপ্পাযানি ভেসজ্জানি, লভন্তো বা পতিরূপং উপট্টাকং অলভন্তো বা পতিরূপং উপট্টাকং, বট্টাতি তস্মা আবাবাধা। (২)

ইধ পনেকচ্চো গিলানো লভন্তো সপ্পাযানি ভোজনানি নো অলভন্তো, লভন্তো সপ্পাযানি ভেসজ্জানি নো অলভন্তো, লভন্তো পতিরূপং উপট্টাকং নো অলভন্তো, বট্টাতি তস্মা আবাবাধা। (৩)

তত্র য়াযং যং গিলানো লভন্তো সপ্পাযানি ভোজনানি নো অলভন্তো, লভন্তো সপ্পাযানি ভেসজ্জানি নো অলভন্তো, লভন্তো পতিরূপং উপট্টাকং নো অলভন্তো, বট্টাতি তস্মা আবাবাধা, ইমং গিলানং পট্টিচ্চ ভগবতা গিলানভত্তং অনুৎপেত্তং গিলানভেসজ্জং অনুৎপেত্তং গিলানুপট্টাকো অনুৎপেত্তো। ইমঞ্চ পন গিলানং পট্টিচ্চ অৎপেত্তপি গিলানা উপট্টাতব্বা।

৯৪। ত্রিবিধ বৃহ্নোপমা পুদাল কাহাকে বলে? ত্রিবিধ বৃহ্ন। যথা :

১) রোগী সুপথ্য ভোজন, উপযোগী ঔষধ সেবন কিংবা উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করুক আর না-ই করুক। সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

২) কোনো রোগী সুপথ্য ভোজন, উপযোগী ঔষধ সেবন কিংবা উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করুক আর নাই করুক, সে রোগারোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

৩) আর, কোনো রোগী হিতাবহ ভোজন, হিতাবহ ঔষধ সেবন ও উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করিয়াই আরোগ্য লাভ করে, সুপথ্যাদি লাভ না করিয়া পারে না। এই জাতীয় রোগীকে উপলক্ষ্য করিয়াই রোগীর আহার, ঔষধ ও সেবাপরিচর্যার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর রোগীকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্য রোগীকেও সেবা শুশ্রূষা করা উচিত বলিয়া বিবেচিত।

এৰমেৰং [এৰমেৰ (সী.)] তযো গিলানূপমা পুগ্গলা সন্তো সংৰিঞ্জমানা লোকস্মিং। কতমে তযো? ইধেকচো পুগ্গলো লভন্তো বা তথাগতং দস্সনায অলভন্তো বা তথাগতং দস্সনায, লভন্তো বা তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায অলভন্তো বা তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায, নেৰ ওক্কমতি নিযামং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং। (১)

ইধ পনেকচো পুগ্গলো লভন্তো বা তথাগতং দস্সনায অলভন্তো বা তথাগতং দস্সনায, লভন্তো বা তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায অলভন্তো বা তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায, ওক্কমতি নিযামং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং। (২)

ইধ পনেকচো পুগ্গলো লভন্তো তথাগতং দস্সনায নো অলভন্তো, লভন্তো তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায নো অলভন্তো, ওক্কমতি নিযামং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং। (৩)

তত্র য়াযং যং পুগ্গলো লভন্তো তথাগতং দস্সনায নো অলভন্তো, লভন্তো তথাগতপ্পৰেদিং ধম্মৰিনযং সৰণায নো অলভন্তো, ওক্কমতি নিযামং কুসলেসু ধম্মেসু সম্মত্তং, ইমং পুগ্গলং পটিচ্চ ভগবতা ধম্মদেসনা অনুৎঞাতা, ইমং পুগ্গলং পটিচ্চ অৎঞেসম্পি ধম্মো দেসেতক্কো। ইমে তযো গিলানূপমা পুগ্গলা সন্তো সংৰিঞ্জমানা লোকস্মিং।

তদ্রূপ ত্রিবিধ বুগ্গোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কীরূপ?

ক) কোনো পুদাল তথাগতের দর্শন লাভ করিয়া বা না করিয়া তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম বিনয় শ্রবণ করিয়া বা না করিয়া কুশল ধর্মের সম্যক নিয়াম (আর্য মার্গ-ফল) লাভে অসমর্থ।

খ) কোনো পুদাল তথাগতের দর্শন লাভ করুন আর নাই করুন তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম বিনয় শ্রবণ করুন আর নাই করুন কুশল ধর্মের সম্যক নিয়ামে (আর্য-মার্গ ও ফলে) প্রবেশ করিতে সক্ষম হন।

গ) কোনো পুদাল তথাগতের দর্শন লাভ করিয়াই এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ করিয়াই কুশল ধর্মের সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করিতে পারেন। তথাগতের দর্শন লাভ ও তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ না করিয়া মার্গফল লাভ করিতে পারেন না। এক্ষেত্রে যে পুদাল তথাগতের দর্শন লাভ ও তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ করিয়াই কুশল ধর্মের সম্যক নিয়াম লাভে সমর্থ। দর্শন লাভ কিংবা ধর্মশ্রবণ না করিয়া মার্গ-ফল লাভ করিতে পারেন না। এই জাতীয় পুদালকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান কর্তৃক ধর্ম প্রচার অনুজ্ঞাত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোককে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্যকেও ধর্মোপদেশ প্রদান করা উচিত বলিয়া আদিষ্ট। এই ত্রিবিধ বুগ্গোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

৯৫. কতমো চ পুণ্নলো কায়সক্কী? ইধেকক্কো পুণ্নলো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি, পঞএগয় চস্স দিস্বা এককে আসবা পরিক্কীণা হোত্তি - অয়ং কচ্চতি পুণ্নলো “কায়সক্কী”।

৯৬. কতমো চ পুণ্নলো দিট্ঠিপ্পত্তো? ইধেকক্কো পুণ্নলো “ইদং দুক্কখ”ত্তি যথাভূতং পজানাত্তি, “অয়ং দুক্কখসমুদয়ো”ত্তি যথাভূতং পজানাত্তি, “অয়ং দুক্কখনিরোধো”ত্তি যথাভূতং পজানাত্তি, “অয়ং দুক্কখনিরোধগামিনী পট্টিপদা”ত্তি যথাভূতং পজানাত্তি, তথাগতপ্পবেদিতা চস্স ধম্মা পঞএগয় বোদিট্ঠা হোত্তি বোচরিতা, পঞএগয় চস্স দিস্বা এককে আসবা পরিক্কীণা হোত্তি - অয়ং কচ্চতি পুণ্নলো “দিট্ঠিপ্পত্তো”।

৯৭. কতমো চ পুণ্নলো সদ্ধাবিমুত্তো? ইধেকক্কো পুণ্নলো “ইদং দুক্কখ”ত্তি যথাভূতং পজানাত্তি... পে...

৯৫। কায়সাক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুরুষ সহজাত নাম-কায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় করেন, এরূপ পুদাল কায়সাক্ষীরূপে বর্ণিত। (প্রথমত নামকায় দ্বারা ধ্যান লাভ করিয়া পরে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কায়সাক্ষী। স্রোতাপত্তি ফলস্থ হইতে অর্হত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত। এই ছয় প্রকার পুদালই কায়-সাক্ষী)।

৯৬। দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিবৃত্তির পস্থা)’ বলিয়া যথাভূত উপলব্ধি করেন। তথাগত কর্তৃকলঙ্ক ও উপদিষ্ট ধর্ম প্রজ্ঞা-দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন ও আচরণ করেন এবং আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয়সাধন করেন। এরূপ পুদাল দৃষ্টিপ্রাপ্ত। (প্রজ্ঞাকে প্রধান করিয়া আর্যসত্যে দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া দৃষ্টিপ্রাপ্ত। তাঁহারাও কায়সাক্ষী পুদালের ন্যায় ষড়বিধ)।

৯৭। শ্রদ্ধা বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা’ যথাভূত অবগত হন,

তথাগতপ্লবেদিতা চম্প ধম্মা পঞঞায় বোদিট্ঠা হোন্তি বোচরিতা, পঞঞায় চম্প দিম্বা একম্চে আসবা পরিকখীণা হোন্তি, নো চ খো যথাদিট্ঠিপ্লত্তম্প - অযং বচ্চতি পুগ্গলো “সদ্ধাবিমুক্তো”।

৯৮. কতমো চ পুগ্গলো গুথভাগী? ইধকেচ্চো পুগ্গলো মুসাবাদী হোতি সত্তগ্গতো বা পরসিগ্গতো বা ণাতমিজ্জাগতো বা পুগমজ্জাগতো বা রাজকুলমজ্জাগতো বা অভনীতো সন্ধাপিত্তো - “এহম্ভো [এহি ভো (স্যা. ক.) ম. নি. ১.৪৪০; অ. নি. ৩.২৮], পুরসি, যং জানাসি তং বদহৌ”তি, সো অজানং বা আহ - “জানামী”তি, জানং বা আহ - “ন জানামী”তি, অপস্সং বা আহ - “পস্সামী”তি, পস্সং বা আহ - “ন পস্সামী”তি। ইতি অত্তহত্তে বা পরহত্তে বা আমসিকঞ্চকিহত্তে বা সম্পজানমুসা ভাসতি হোতি - অযং বুচ্চতি পুগ্গলো “গুথভাগী”।

প্রজ্ঞা-প্রভাবে তথাগত লব্ধ ও উপদিষ্ট ধর্ম সূষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। ইহাকে আসত্তির কিয়দংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টি প্রাপ্ত পুদাল সদৃশ নহেন। (কারণ, দৃষ্টি প্রাপ্ত পুরুষ ক্লেশ ধ্বংস করিতে গিয়া প্রজ্ঞার প্রাধান্যে ধ্যান-ক্লিষ্ট না হইয়া বিনাকষ্টে ও অনায়াসে উর্ধ্বতন ত্রিবিধ। মার্গজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদালকে কষ্ট, ক্লেশ ও আয়াসের সহিত মার্গ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাহাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদাল শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে অভিহিত। শ্রদ্ধাকে প্রধান করিয়া বিমুক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাবিমুক্ত। তাঁহারা ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদালের ন্যায় ষড়বিধ।

৯৮। গুথভাগী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদাল মিথ্যাবাদী। সে সভা-মধ্যে, গ্রাম-পরিষদে, জ্ঞাতিকুল সমাগমে, মেলা-মজলিসে, রাজকুলে কিংবা বিচারালয়ে উপনীত হইয়া যখন সাক্ষী রূপে জিজ্ঞাসিত হয়। “হে পুরুষ! অমুক বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহা প্রকাশ কর”। তখন সে অজানা বিষয় বলিল, ‘জানি’, জানা বিষয়

বলিল ‘জানিনা’, অদৃষ্ট বিষয় বলিল। ‘দেখিয়াছি’, দৃষ্ট বিষয় বলিল। ‘দেখি নাই’। এইরূপে আত্মহেতু পরহেতু, কিংবা (আত্মপর কাহারো) লাভ সৎকার বশত তৎ কর্তৃক মিথ্যার বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা ভাষিত হয়। এইরূপ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি গৃথভাষী নামে পরিগণিত?

৯৯. কতমো চ পুণ্নলো পুস্পভাণী? ইধেকচ্ছো পুণ্নলো মুসাৰাদং পহায মুসাৰাদা পটিবিরতো হোতি সভগ্নতো বা পরিসগ্নতো বা এগ্গতিমজ্জগতো বা পুগমজ্জগতো বা রাজকুলমজ্জগতো বা অভিনীতো সন্ধিপুট্টো - “এহন্তো, পুরিস, যং জানাসি তং বদেহী”তি, সো অজানং বা আহ - “ন জানামী”তি, জানং বা আহ - “জানামী”তি, অপস্সং বা আহ - “ন পস্সামী”তি, পস্সং বা আহ - “পস্সামী”তি। ইতি অন্তহেতু বা পরহেতু বা আমিসকিঞ্চিৎকথহেতু বা ন সম্পজানমুসা ভাসিতা হোতি - অযং বৃচ্ছতি পুণ্নলো “পুস্পভাণী”।

১০০. কতমো চ পুণ্নলো মধুভাণী? ইধেকচ্ছো পুণ্নলো যা সা বাচা নেলা কল্লসুখা পেমনিয়া হদয়ঙ্গমা পোরী বহ্জনকন্তা বহ্জনমনাপা, তথারুপিং বাচং ভাসিতা হোতি - অযং বৃচ্ছতি পুণ্নলো “মধুভাণী”।

১০১. কতমো চ পুণ্নলো অরুকুপমচিন্তো? ইধেকচ্ছো পুণ্নলো কোধনো হোতি উপায়াসবহুলো, অগ্নস্পি বৃন্তো সমানো অভিসজ্জতি কুপ্পতি ব্যাপজ্জতি পতিথীযতি [পতিটীযতি (স্যা. ক.) অ. নি. ৩.২৫], কোপঞ্চ দোসঞ্চ অগ্নচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি।

৯৯। পুস্পভাষী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদাল মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগপূর্বক সর্ববিধ মিথ্যায় বিরত থাকেন। তিনি সভামধ্যে, গ্রাম পরিষদে, জ্ঞাতিকুল সমাগমে, মেলা-মজলিসে, রাজকুলে কিংবা বিচারালয়ে উপনীত হইয়া যখন সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হন “হে পুরুষ! অমুক বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান, তাহা প্রকাশ কর”। তখন তিনি অজানা বিষয় বলিলেন, ‘জানিনা’ জানা বিষয় বলিলেন ‘জানি’, অদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিলেন। ‘দেখি নাই, দৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিলেন, ‘দেখিয়াছি’। এইরূপে আত্মহেতু, পরহেতু কিংবা কাহারও লাভ সৎকার হেতু বিচার্য বিষয় প্রকৃষ্টভাবে অবগত হইয়া কখনও তিনি মিথ্যাভাষণ করেন না। এইরূপ যথার্থবাদী পুদাল পুস্পভাষী রূপে অভিহিত।

১০০। মধুভাষী পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুরুষ।যে সকল বাক্য নির্মল, কর্ণ সুখকর, প্রেমময়, হৃদয়গ্রাহী, পূর্ব জনোচিত, বহ্জনকান্ত, বহ্জন-মনোজ্ঞ সে সকল বাক্য প্রয়োগ করেন। এইরূপ পুরুষ মধুভাষী নামে অভিহিত।

১০১। ব্রণোপম-চিন্ত পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল ক্রোধ পরায়ণ ও হা-হুতাশ-বহুল, স্বল্প ভাষণেও বিকৃত হয়, কোপিত হয়, অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। নির্মম-ভাব আনয়ন করে। কোপ-দেষ, অসন্তোষ প্রকাশ করে। এইরূপ পুদাল ব্রণোপমচিত্ত নামে অভিহিত।

সেয্যথাপি নাম দুট্টারুকো কট্টেন বা কঠলায় [কথলায় (ক.), কথলেন (অট্টকথা) অ. নি. ৩.২৫] বা ঘট্টিতো ভিয্যোসো মত্তায় আসবং দেতি [অস্পৰনোতি (সী.)], এৰমেবং ইধেকচ্চো পুগ্গলো কোধনো হোতি উপায়াসবহুলো, অগ্গম্পি ৰত্তো সমানো অভিসজ্জতি কুপ্পতি ব্যাপজ্জতি পতিখীযতি, কোপঞ্চ দোসঞ্চ অগ্গচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি - অযং ৰচ্চতি পুগ্গলো “অরুকুপমচিত্তো”।

১০২. কতমো চ পুগ্গলো ৰিজ্জুপমচিত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখসমুদযো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি। সেয্যথাপি নাম চক্কুমা পুরিসো রত্তকারতিমিসায় ৰিজ্জন্তরিকায় রূপানি পস্সেয্য, এৰমেবং ইধেকচ্চো পুগ্গলো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখসমুদযো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি - অযং ৰচ্চতি পুগ্গলো “ৰিজ্জুপমচিত্তো”।

১০৩. কতমো চ পুগ্গলো ৰজিরুপমচিত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো আসবানং খযা অনাসবং চেতোৰিমুত্তিং পঞঞাৰিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঞা সচ্ছিকতা উপসম্পজ্জ ৰিহরতি। সেয্যথাপি নাম ৰজিরস্স নখি কিঞ্চি অভেজ্জং মণি বা পাসাণো বা, এৰমেবং ইধেকচ্চো পুগ্গলো আসবানং খযা অনাসবং চেতোৰিমুত্তিং পঞঞাৰিমুত্তিং দিটেঠৰ ধম্মে সযং অভিঞঞা সচ্ছিকতা উপসম্পজ্জ ৰিহরতি - অযং ৰচ্চতি পুগ্গলো “ৰজিরুপমচিত্তো”।

দুষ্ট ব্রণ যেমন কাষ্ঠ বা পাথর খণ্ডের ঘর্ষণে অধিকতর অশুচি বাহির করিয়া দেয়-সেরূপ ক্রোধ ও হা-হুতাশ-বহুল ব্যক্তিও মনো-বিরুদ্ধ কোনো সামান্য কথায় বিকৃত ও কোপিত হয়। কোপ-দেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে এরূপ ব্যক্তি ব্রণোপম-চিত্ত। সাধারণত ইহাকে খিটু খিটে মেজাজ বলা হয়।

১০২। বিদ্যুদোপম চিত্ত পুদাল কাহাকে বলে?

চক্ষুস্মান পুরুষ যেমন অন্ধকার রাত্রির গভীর তিমিরে বিদ্যুৎ বিকশিত হইলে রূপ দর্শন করিতে পারেন। তেমন (অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন জগতে) কোনো পুদাল দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধ-গামি পস্থা সম্যক উপলব্ধি করেন। এরূপ পুদাল বিদ্যুদোপম-চিত্ত নামে খ্যাত।

১০৩। বজ্রোপম-চিত্ত পুদাল কাহাকে বলে?

বজ্র দ্বারা যেমন সর্ব পদার্থ হেদন করা যায়। মণিবৈদুর্যপাষণ প্রভৃতির কোনো দ্রব্য অচ্ছেদ্য থাকে না, তেমন কোনো পুরুষ ইহ জীবনে স্থায়ী অভিজ্ঞান বলে সর্বাসক্তি ক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন। এরূপ পুদাল বজ্রোপম নামে খ্যাত।

১০৪. কতমো চ পুণ্ডলো অন্ধো? ইধেকচ্চস্স পুণ্ডলস্স তথারূপং চক্খু ন হোতি যথারূপেন চক্খুনা অনধিগতং বা ভোগং অধিগচ্ছেয়্য, অধিগতং বা ভোগং ফাতিং করেয়্য; তথারূপস্পিস্স চক্খু ন হোতি যথারূপেন চক্খুনা কুসলাকুসলে ধম্মে জানেয়্য, সাবজ্জানবজ্জে ধম্মে জানেয়্য, হীনপ্পনীতে ধম্মে জানেয়্য, কহসুন্ধস্পটিভাগে ধম্মে জানেয়্য - অয়ং ঋচ্চতি পুণ্ডলো “অন্ধো”।

১০৫. কতমো চ পুণ্ডলো একচক্খু? ইধেকচ্চস্স পুণ্ডলস্স তথারূপং চক্খু হোতি, যথারূপেন চক্খুনা অনধিগতং বা ভোগং অধিগচ্ছেয়্য, অধিগতং বা ভোগং ফাতিং করেয়্য; তথারূপস্পিস্স চক্খু ন হোতি যথারূপেন চক্খুনা কুসলাকুসলে ধম্মে জানেয়্য, সাবজ্জানবজ্জে ধম্মে জানেয়্য, হীনপ্পনীতে ধম্মে জানেয়্য, কহসুন্ধস্পটিভাগে ধম্মে জানেয়্য - অয়ং ঋচ্চতি পুণ্ডলো “একচক্খু”।

১০৬. কতমো চ পুণ্ডলো দ্বিচক্খু? ইধেকচ্চস্স পুণ্ডলস্স তথারূপং চক্খু হোতি যথারূপেন চক্খুনা অনধিগতং বা ভোগং অধিগচ্ছেয়্য, অধিগতং বা ভোগং ফাতিং করেয়্য; তথারূপস্পিস্স চক্খু হোতি যথারূপেন চক্খুনা কুসলাকুসলে ধম্মে জানেয়্য, সাবজ্জানবজ্জে ধম্মে জানেয়্য, হীনপ্পনীতে ধম্মে জানেয়্য, কহসুন্ধস্পটিভাগে ধম্মে জানেয়্য - অয়ং ঋচ্চতি পুণ্ডলো “দ্বিচক্খু”।

১০৪। অন্ধ পুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সেইরূপ চক্ষু বিদ্যমান নাই। যদ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে বা লব্ধ সম্পদ বাড়াইতে পারে এবং তদ্রূপ চক্ষুও বিদ্যমান নাই। যদ্বারা কুশলাকুশল সদোষ নির্দোষ হীনশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণ শুক্ল (পাপ পুণ্যময়) ধর্মের পরস্পর পার্থক্য অবগত হয়। এরূপ ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ ইহ-পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ।

১০৫। এক-চক্ষু পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সেরূপ চক্ষু বিদ্যমান থাকে, যেরূপ চক্ষুদ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু তদ্রূপ চক্ষু উন্মেষিত হয় না, যদ্বারা কুশলাকুশল, সদোষ নির্দোষ, হীনোত্তম এবং কৃষ্ণ শুক্লের (পাপ পুণ্যময় কর্মের) পরস্পর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। এরূপ পুরুষ একচক্ষু নামে পরিচিত। (ইহাতে ইহ জীবনের উন্নতি প্রকটিত, কিন্তু পারত্রিক উন্নতি ব্যাহত)।

১০৬। দ্বিচক্ষু পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সেরূপ চক্ষু বিদ্যমান থাকে যদ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। তাঁহার তদ্রূপ চক্ষু ও উন্মেষিত হয়। যদ্বারা কুশলা কুশল, সদোষ নির্দোষ হীনোত্তম ও পাপপুণ্যময় কর্মের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তদ্রূপ পুরুষকে দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট পুদাল বলা হয়। (দ্বিচক্ষু

বলিতে ইহজীবনের ও পরজীবনের উৎকর্ষ বিধায়ক জ্ঞান বা বিবেক বুদ্ধিকে বুঝায়)।

১০৭. কতমো চ পুণ্নলো অৰকুজ্জপঞেঞা? ইধেকচ্চো পুণ্নলো আরামং গন্তা [গতো (সী.), গন্তা (স্যা.)] হোতি অভিক্কখণং ভিক্কখুনং সত্তিকে ধম্মস্সৰণায় [ধম্মস্সৰণায় (স্যা.)]। তস্স ভিক্কখু ধম্মং দেসেত্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেত্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্ধো তস্সা কথায় নেৰ আদিং মনসি কৰোতি, ন মজ্জং মনসি কৰোতি, ন পরিযোসানং মনসি কৰোতি। ঋচ্চিঠোপি তস্সা আসনা তস্সা কথায় নেৰ আদিং মনসি কৰোতি, ন মজ্জং মনসি কৰোতি, ন পরিযোসানং মনসি কৰোতি। সেয্যথাপি নাম কুন্তো নিক্কুজ্জো [নিক্কুজ্জো (স্যা.) অ. নি. ৩.৩০] তত্র উদকং আসিত্তং বিৰট্ঠতি, নো সষ্ঠাতি; এৰমেৰং ইধেকচ্চো পুণ্নলো আরামং গন্তা হোতি অভিক্কখণং ভিক্কখুনং সত্তিকে ধম্মস্সৰণায়। তস্স ভিক্কখু ধম্মং দেসেত্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেত্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্ধো তস্সা কথায় নেৰ আদিং মনসি কৰোতি, ন মজ্জং মনসি কৰোতি, ন পরিযোসানং মনসি কৰোতি। ঋচ্চিঠোপি তস্সা আসনা তস্সা কথায় নেৰ আদিং মনসি কৰোতি, ন মজ্জং মনসি কৰোতি, ন পরিযোসানং মনসি কৰোতি - অযং ঋচ্চতি পুণ্নলো “অৰকুজ্জপঞেঞা”।

১০৭। অধোমুখী প্রাজ্ঞ কাহাকে বলে?

কুম্ভ যেমন অধোমুখী করিয়া রাখিলে অভ্যন্তরস্থ জলরাশি গড়াইয়া নির্গত হয় উপরে কিঞ্চিৎ জল তাহাতে স্থিত থাকে না (বহিরস্থ আলো, বায়ু, কিংবা অগ্নি তাপ ইত্যাদির কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না), তেমন কোনো পুদাল সর্বদা বিহারে ধর্ম কথা শ্রবণের জন্য ভিক্ষু সকাশে গমন করে। ভিক্ষুগণ তাহাকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসান কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক (হৃদগত ভাবাদির প্রকাশক), সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যধর্ম প্রকাশ করেন কিন্তু এদিকে শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতে ভিক্ষুদের উপদেশের আদি-মধ্য-পর্যবসানে মনোনিবেশ করেনা এবং আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার পর ও ধর্মোপদেশের প্রথম ভাগে কী বলিয়াছিলেন, মধ্যে বা কী চলিতে ছিল কিংবা কী বলিয়া উপসংহার করিলেন। কিছুই চিন্তা করেনা, জীবনে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায় না। এইরূপ পুদাল অধোমুখী-প্রাজ্ঞ নামে পরিচিত।

১০৮. কতমো চ পুণ্নলো উচ্ছঙ্গপঞেঞা? ইধেকচ্চো পুণ্নলো আরামং গন্তা হোতি অভিকখণং ভিকখূনং সন্তিকে ধম্মস্সৰণায়। তস্স ভিকখু ধম্মং দেসেস্ন্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যজ্ঞনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেস্ন্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্নো তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি। ঝট্ঠিতো চ খো তস্সা আসনা তস্সা কথায় নেব আদিং মনসি করোতি, ন মজ্জং মনসি করোতি, ন পরিযোসানং মনসি করোতি। সেয্যথাপি নাম পুরিসস্স উচ্ছঙ্গে নানাখজ্জকানি আকিণ্ণানি - তিলা তণ্ডুলা [তিলতণ্ডুলা (ক.) অ. নি. ৩.৩০] মোদকা বদরা। সো তস্সা আসনা ঝট্ঠহন্তো সতিসম্মোসা পকিরেয্য। এৰমেবং ইধেকচ্চো পুণ্নলো আরামং গন্তা হোতি অভিকখণং ভিকখূনং সন্তিকে ধম্মস্সৰণায়। তস্স ভিকখু ধম্মং দেসেস্ন্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যজ্ঞনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেস্ন্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্নো তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি। ঝট্ঠিতো চ খো তস্সা আসনা তস্সা কথায় নেব আদিম্পি মনসি করোতি, ন মজ্জম্পি মনসি করোতি, ন পরিযোসানম্পি মনসি করোতি - অযং ঝচ্চতি পুণ্নলো “উচ্ছঙ্গপঞেঞা”।

১০৮। উৎসঙ্গ-প্রাজ্ঞ পুদাল কাহাকে বলে?

যেমন কোনো উপবিষ্ট ব্যক্তির ক্রোড়দেশে তিল, তণ্ডুল, খই, লাড়ু প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকে। হঠাৎ উঠিবার সময় তাহার স্মৃতি বিহীনতা হেতু সব ছিটাইয়া পড়োঁতদ্রুপ কোনো পুরুষ সর্বদা বিহারে ধর্মশ্রবণ অভিপ্রায়ে ভিক্ষু-সকাশে গমন করে। ভিক্ষু তাহাকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদি-মধ্য-পর্যবসানে কল্যাণপ্রদ, সার্থক, সব্যজ্ঞক সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য ধর্ম প্রকাশ করেন। এদিকে শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতে ধর্মোপদেশের আদি-মধ্য-পরিশেষে বেশ মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে, কিন্তু আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার পর ধর্মদেশনার প্রথম ভাগে কী বলিয়াছিলেন মध्ये বা কী চলিতে ছিল কিংবা উপসংহারে কী বলিয়া বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন/কিছুই চিন্তা করে না। উপদিষ্ট নীতির আদর্শ জীবনে আয়ত্ত্ব করিতে প্রয়াস পায় না। এরূপ পুদাল উৎসঙ্গ-প্রাজ্ঞ নামে কথিত।

১০৯. কতমো চ পুগ্গলো পুথুপঞেঞা? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো আরামং গন্তা হোতি অভিকখণং ভিকখূনং সন্তিকে ধম্মস্সৰণায়। তস্স ভিকখু ধম্মং দেসেস্ন্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুগ্গং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেস্ন্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্নো তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি। ঝট্ঠিতোপি তস্সা আসনা তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি। সেয্যথাপি নাম কুন্তো উদ্ধুজ্জো তত্র উদকং আসিত্তং সপ্পাতি, নো বিবট্ঠতি; এষমেবং ইধেকচ্ছো পুগ্গলো আরামং গন্তা হোন্তি অভিকখণং ভিকখূনং সন্তিকে ধম্মস্সৰণায়। তস্স ভিকখু ধম্মং দেসেস্ন্তি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুগ্গং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেস্ন্তি। সো তস্মিং আসনে নিসিন্নো তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি। ঝট্ঠিতোপি তস্সা আসনা তস্সা কথায় আদিম্পি মনসি করোতি, মজ্জম্পি মনসি করোতি, পরিযোসানম্পি মনসি করোতি - অযং ঝট্ঠতি পুগ্গলো “পুথুপঞেঞা”।

১০৯। ভূরি-প্রাজ্ঞ পুদাল কাহাকে বলে?

যেমন একটি জলকুম্ভ উর্ধ্বমুখী করিয়া রাখিলে তথায় কিঞ্চিৎ জল গড়িয়া পড়িয়া যায় না, পুরাপুরি স্থিত থাকে, তেমন কোনো পুদাল সর্বদা বিহারে ধর্ম শ্রবণাভিপ্রায়ে ভিক্ষু সকাশে গমন করেন। ভিক্ষু তাহাকে আদি-মধ্য-অন্তে কল্যাণকর, সার্থক, সব্যঞ্জক (হৃদগত ভাবাদির প্রকাশক) সর্বদিকে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত ধর্মদেশনা করেন শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতেই ধর্ম তাহার এই ক্রোধ চিত্ত প্রবাহে চির দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এরূপ পুদাল দেশনার আদ্য-পান্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেন এবং আসনোথিত হইয়া চলিয়া যাওয়ার পরও ধর্মোপদেশের প্রতি সর্বক্ষণ তাহার জ্ঞানাবধান চলিতে থাকে। উপদিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে কখনও তিনি বিম্বৃত হন না। এরূপ পুদাল ভূরি-প্রাজ্ঞ নামে খ্যাত।

১১০. কতমো চ পুগ্গলো কামেসু চ ভবেসু চ অবীতরাগো? সোতাপন্নসকদাগামিনো - ইমে ব্ধচ্ছত্তি পুগ্গলো “কামেসু চ ভবেসু চ অবীতরাগা”।

১১১. কতমো চ পুগ্গলো কামেসু বীতরাগো, ভবেসু অবীতরাগো? অনাগামী - অযং ব্ধচ্ছত্তি পুগ্গলো “কামেসু বীতরাগো, ভবেসু অবীতরাগো”।

১১২. কতমো চ পুগ্গলো কামেসু চ ভবেসু চ বীতরাগো? অরহা - অযং ব্ধচ্ছত্তি পুগ্গলো “কামেসু চ ভবেসু চ বীতরাগো”।

১১৩. কতমো চ পুগ্গলো পাসাণলেখুপমো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অভিন্হং কুজ্জতি। সো চ খ্ৰস্স কোধো চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। সেয্যাথাপি নাম পাসাণে লেখা ন থিপ্পং লুজ্জতি বাতেন বা উদকেন বা, চিরটিটিকা হোতি; এষমেবং ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অভিন্হং কুজ্জতি। সো চ খ্ৰস্স কোধো চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি - অযং ব্ধচ্ছত্তি পুগ্গলো “পাসাণলেখুপমো”।

১১৪. কতমো চ পুগ্গলো পথবিলেখুপমো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অভিন্হং কুজ্জতি। সো চ খ্ৰস্স কোধো ন চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। সেয্যাথাপি নাম পথবিয়া [পঠবিয়া (সী. স্যাঃ)] লেখা থিপ্পং লুজ্জতি বাতেন বা উদকেন বা, ন চিরটিটিকা হোতি; এষমেবং ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অভিন্হং কুজ্জতি। সো চ খ্ৰস্স কোধো ন চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি - অযং ব্ধচ্ছত্তি পুগ্গলো “পথবিলেখুপমো”।

১১০। কাম ও ভবের প্রতি অবীত-রাগ পুদাল কে?

স্রোতাপন্ন ও সকদাগামী পুদাল। (কামগুণ এবং ভব বা পুনর্জন্মের প্রতি বীত-রাগ নহে, অবীত-রাগ)। এই সকল পুদাল কাম ও ভবের প্রতি অবীতরাগ।

১১১। কামে বীতরাগ, ভবের প্রতি অবীতরাগ কে?

অনাগামী পুদাল (কামগুণের প্রতি বীতরাগ, কিন্তু ভবের প্রতি অবীতরাগ)।

১১২। কাম ও ভবের প্রতি বীতরাগ পুদাল কে?

অর্হৎগণ (কাম ও ভবের প্রতি বীতরাগ)।

১১৩। পাষণ লেখোপম পুদাল কাহাকে বলে?

যেমন পাষণে খোদিত লেখা বা অঙ্কিত ভাস্কর্য অচিরেই বায়ু ও বারিতে মুছিয়া যায় না। দীর্ঘস্থায়ী হয়, তদ্রূপ কোনো পুদাল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে। পাষণ লেখোপমনামে খ্যাত।

১১৪। পৃথিবী লেখোপম পুদাল কাহাকে বলে?

যেমন মাটিতে অঙ্কন বা দাগ কাটিলে বাত-বারিতে অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে না; তদ্রূপ কোনো পুদাল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে। তাহার এই ক্রোধ চিত্তপ্রবাহে চির দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি পৃথিবী লেখোপম।

১১৫. কতমো চ পুগ্গলো উদকলেখুপমো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো আগালেহনপি ঝচ্চমানো ফরুসেনপি ঝচ্চমানো অমনাপেনপি ঝচ্চমানো সংসন্দতিমেব [... চেব (স্যা.) অ. নি. ৩.১৩৩] সন্ধিয়তিমেব [... চেব (স্যা.) অ. নি. ৩.১৩৩] সম্মোদতিমেব [... চেব (স্যা.) অ. নি. ৩.১৩৩]। সেয্যথাপি নাম উদকে লেখা থিগ্গং লুজ্জতি, ন চিরটিটতিকা হোতি; এষমেবং ইধেকচ্ছো পুগ্গলো আগালেহনপি ঝচ্চমানো ফরুসেনপি ঝচ্চমানো অমনাপেনপি ঝচ্চমানো সংসন্দতিমেব সন্ধিয়তিমেব সম্মোদতিমেব - অযং ঝচ্চতি পুগ্গলো “উদকলেখুপমো”।

১১৬. তথ কতমে তযো পোথকুপমা পুগ্গলা? তযো পোথকা - নরোপি পোথকো দুব্বল্লো চেব হোতি দুকখসম্ফস্সো চ অগ্গগ্ঘো চ, মজ্জিমোপি পোথকো দুব্বল্লো চেব হোতি দুকখসম্ফস্সো চ অগ্গগ্ঘো চ, জিগ্গমপি পোথকো দুব্বল্লো চেব হোতি দুকখসম্ফস্সো চ অগ্গগ্ঘো চ। জিগ্গমপি পোথকং উকখলিপরিমজ্জনং বা করোন্তি সঙ্কারকুটে বা নং ছডেডন্তি। এষমেবং তযোমে পোথকুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিক্কুসু। কতমে তযো?

১১৫। উদকলেখোপম পুদাল কাহাকে বলে? যেমন উদকে রেখাক্ষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ কোনো পুরুষ সর্বদা অতি নির্মম, রুদ্ধ ও অসন্তোষজনক বাক্য প্রয়োগেও বিকৃত না হইয়া ক্ষীরোদক-তুল্য মিলিয়া মিশিয়া থাকে। বিবাদ বিসংবাদ না করিয়া একত্রে বাস করে। একতা ও প্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া একোদ্দেশ্যে একস্থানে অবস্থান করে। এরূপ ব্যক্তি উদকলেখোপম।

১১৬। ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদাল কাহাকে বলে? ত্রিবিধ শণ বস্ত্র। এই বস্ত্র নূতন হইলেও দুর্বর্ণ, রুদ্ধ-স্পর্শ ও অগ্গার্ষ। মধ্যম হইলেও এই বস্ত্রবিবর্ণ, রুদ্ধ-স্পর্শ ও অগ্গার্ষ। পুরান হইলেও বিবর্ণ, রুদ্ধ-স্পর্শ ও অগ্গার্ষ হইয়া থাকে, এই বস্ত্র জীর্ণ বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গেলে তদ্বারা হাঁড়ি কড়ি পরিমর্দন করা হয় বা আবর্জনাসূত্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদাল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কীরূপ?

নৰো চেপি ভিক্ষু হোতি দুস্সীলো পাপধম্মো, ইদমস্স দুব্বল্লতায।
 সেয্যাথাপি সো পোথকো দুব্বল্লো, তথূপমো অযং পুণ্ণলো। যে খো পনস্স সেবন্তি
 ভজন্তি পযিরুপাসন্তি দিট্ঠানুগতিং আপজ্জন্তি, তেসং তং হোতি দীঘরত্তং অহিতায
 দুক্খায। ইদমস্স দুক্খসস্সফস্সতায। সেয্যাথাপি সো পোথকো দুক্খসস্সফস্সো,
 তথূপমো অযং পুণ্ণলো। যেসং খো পন সো পটিগ্গস্সহাতি
 চীৰপিণ্ডপাতসেনাসনগিলানপচ্চযভেসজ্জপরিখারং, তেসং তং ন মহস্সফলং
 হোতি ন মহানিসংসং। ইদমস্স অল্লগ্ঘতায। সেয্যাথাপি সো পোথকো অল্লগ্ঘো,
 তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

মজ্জিমো চেপি ভিক্ষু হোতি... পে.... থেরো চেপি ভিক্ষু হোতি দুস্সীলো
 পাপধম্মো, ইদমস্স দুব্বল্লতায। সেয্যাথাপি সো পোথকো দুব্বল্লো, তথূপমো
 অযং পুণ্ণলো। যে খো পনস্স সেবন্তি ভজন্তি পযিরুপাসন্তি দিট্ঠানুগতিং
 আপজ্জন্তি, তেসং তং হোতি দীঘরত্তং অহিতায দুক্খায।

যেমন ঐ নব বস্ত্রের দুর্বর্ণতা, তেমন নব বা যুবক-হইলেও ভিক্ষু যদি
 দুঃশীল পাপধর্ম পরায়ণ হয় তাহা হইলে ইহাই (দুঃশীলতা ও পাপ ধর্ম পরায়ণতা)
 তাহার-বিবর্ণতা। যেমন ঐ বস্ত্রের রুম্ব-স্পর্শতা, তেমন এই দুঃশীল পাপধর্ম
 পরায়ণ ভিক্ষুকে যাহারা সেবা ভজনা ও পূজনা করে, মত পোষণ করে, আনুগত্য
 স্বীকার করে, তবে ভিক্ষুর প্রতি সেবাদি সংসর্গ তাহাদের দীর্ঘদিন ধরিয়া দুঃখ ও
 অহিত সাধন করে। ইহাই (ভিক্ষুর সেবাদি সংসর্গ-জনিত দুঃখ ও অহিত) তাহার
 দুঃখ-স্পর্শ। যেমন ঐ বস্ত্রের অল্লার্ঘতা, তেমন যাহাদের প্রদত্ত (ভোগ্য দ্রব্যাদি)
 চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ভৈষজ্যাদি পরিভোগ্য গ্রহণ করে, তাহাদের এই
 দান ভিক্ষুর দুঃশীলতা হেতু মহা ফলপ্রদ হয় না। ইহাই (দুঃশীল ভিক্ষুকে দান
 করিলে ফলের অল্লতা) তাহার অল্লার্ঘতা।

মধ্যম হইলেও পূর্ববৎ।

ভিক্ষু স্থবির কিংবা প্রাচীন হইলেও যদি দুঃশীল পাপ ধর্ম পরায়ণ হয়, তাহা
 হইলে ইহাই (ভিক্ষুর দুঃশীলতা ও পাপ ধর্ম পরায়ণতা) তাহার দুর্বর্ণতা। যেমন
 ঐ বস্ত্রের দুর্বর্ণতা। যাহারা এই দুঃশীল পাপ-ধর্ম পরায়ণ ভিক্ষুর সেবা, পূজা,
 ভজনা ও তাহার সহিত সংসর্গ করে, তাহার অনুগত হয়। তবে ভিক্ষুর অসৎ
 সাহচর্য তাহাদের দীর্ঘ দিন ধরিয়া দুঃখ অহিত সাধন করে।

ইদমস্স দুকখসম্ফস্সতায। সেয্যাথাপি সো পোথকো দুকখসম্ফস্সো, তথূপমো অযং পুগ্গলো। যেসং খো পন সো পটিগ্গহাতি চীৰপিণ্ডপাতসেনাসনগিলানপচযভেসজ্জপরিক্খারং, তেসং তং ন মহংফলং হোতি ন মহানিসংসং। ইদমস্স অগ্গঘতায। সেয্যাথাপি সো পোথকো অগ্গঘো, তথূপমো অযং পুগ্গলো।

এবরূপো চে থেরো ভিকখু সজ্জমজ্জে ভণতি। তমেনং ভিকখু এবমাহংসু - “কিং নু খো তুষহং বালস্স অব্যত্তস্স ভণিতেন, ত্রিস্পি নাম ভণিতবং মংগসী”তি। সো কুপিতো অনন্তমনো তথারূপিং বাচং নিচ্ছারেতি যথারূপায বাচায সজ্জো তং উক্কিখপতি, সন্ধারকূটের নং পোথকং। ইমে তযো পোথকূপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিকখুসু।

১১৭. তথ কতমে তযো কাসিকবথূপমা পুগ্গলা? তীণি কাসিকবথানি - নবম্পি কাসিকবথং বগ্গবন্তপ্পেব হোতি সুখসম্ফস্সপ্পং মহংঘপ্পং, মজ্জিম্পি কাসিকবথং বগ্গবন্তপ্পেব হোতি সুখসম্ফস্সপ্পং মহংঘপ্পং, জিগ্গম্পি কাসিকবথং বগ্গবন্তপ্পেব হোতি সুখসম্ফস্সপ্পং মহংঘপ্পং। জিগ্গম্পি কাসিকবথং রতনপলিবেঠনং বা করোন্তি গন্ধকরণ্ডকে বা নং নিক্কিখপত্তি।

যেমন সেই বস্ত্রের ব্যবহার-জনিত দুঃখ-সংস্পর্শ। যাহাদের প্রদত্ত চারি প্রত্যয়- চীবর, ভোজন, শয্যাসন, ভৈষজ্য পরিভোগ করা হয় তাহাদের কৃত দান-কর্মের ফল খুব অল্পই ফলিয়া থাকে। এই দানের নিষ্ফলতা সেই জীর্ণ বস্ত্রের অল্পার্থতার সহিত তুলনীয়। এরূপ দুঃশীল দুরাচার ভিক্ষু স্থবির হইলেও যদি সংঘ-মধ্যে কিছু বলিতে আরম্ভ করে, তবে অপর ভিক্ষুগণ তাহাকে বারণ করিয়া বলেন। “তোমার ন্যায় বাল নির্বোধ কীরূপে এই পবিত্র ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে উপদেশ দিবে বলিয়া সাহস কর।” এইরূপ বলিলে সে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হইয়া এমন সব বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে যদ্বারা সংঘ তাহাকে সংঘ-সম্মেলন হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। যেমন ব্যবহারের অযোগ্য হইলে বস্ত্র আবর্জনা-স্বূপে নিক্ষেপ করা হয়।

এই ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদাল ভিক্ষু সংঘে বিদ্যমান।

১১৭। ত্রিবিধ কাশিক বস্ত্রোপম পুদাল কাহাকে বলে?

কাশিক বা কার্পাস নির্মিত সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্রিবিধ। যথা : নূতন, মধ্যম ও জীর্ণ বা পুরাতন। (কার্পাস তন্তু দ্বারা প্রস্তুত) নূতন বস্ত্র উত্তম-বর্ণ-বিশিষ্ট-সুখ-স্পর্শ ও মহার্ঘ। মধ্যম বা অর্দ্ধ পুরান বস্ত্র উত্তম-বর্ণ-বিশিষ্ট, সুখ-স্পর্শ ও মহার্ঘ। এমন কি জীর্ণ বা পুরাতন হইলেও বস্ত্র উত্তম বর্ণ বিশিষ্ট, সুখ-সংস্পর্শ ও মহার্ঘ বলিয়া নিরূপিত হয়। জীর্ণ হইয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গেলেও তদ্বারা বহুমূল্য রত্নাদি বেষ্টন করিয়া রাখে অথবা সুগন্ধ করণ্ডের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিয়া দেয়।

এবমেবং তযোমে কাসিকবথুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিকখুসু।
কতমে তযো? নৰো চেপি ভিকখু হোতি সীলবা কল্যাণধম্মো, ইদমস্স সুবল্লতায়।
সেয্যাথাপি তং কাসিকবথং বল্লবন্তং, তথুপমো অযং পুগ্গলো। যে খো পনস্স
সেবন্তি ভজন্তি পযিরুপাসন্তি দিট্ঠানুগতিং আপজ্জন্তি, তেসং তং হোতি দীঘরত্তং
হিতায় সুখায়। ইদমস্স সুখসম্ফস্সতায়। সেয্যাথাপি তং কাসিকবথং
সুখসম্ফস্সং, তথুপমো অযং পুগ্গলো। যেসং খো পন সো [যেসং খো পন
(সব্বথ) অ. নি. ৩.১০০] পটিগ্গহাতি [পতিগহাতি (সী.) রূপসিদ্ধিটীকায পন
সমেতি] চীৰপপিণ্ডপাতসেনাসনগিলানপচ্চযভেসজ্জপরিক্খারং, তেসং তং
মহপ্পলং হোতি মহানিসংসং। ইদমস্স মহপ্পতায়। সেয্যাথাপি তং কাসিকবথং
মহপ্পং, তথুপমো অযং পুগ্গলো।

মজ্জিমো চেপি ভিকখু... পে... থেরো চেপি ভিকখু হোতি সীলবা
কল্যাণধম্মো, ইদমস্স সুবল্লতায়। সেয্যাথাপি তং কাসিকবথং বল্লবন্তং, তথুপমো
অযং পুগ্গলো। যে খো পনস্স সেবন্তি ভজন্তি পযিরুপাসন্তি দিট্ঠানুগতিং
আপজ্জন্তি, তেসং তং হোতি দীঘরত্তং হিতায় সুখায়। ইদমস্স সুখসম্ফস্সতায়।

তদ্রূপ ত্রিবিধ কাশিক বস্ত্রোপম পুদাল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ
কীরূপ?

নব-দীক্ষিত ভিক্ষু যদি সুশীল ও কল্যাণ ধর্মপরায়ণ হন। তাহা হইলে এই
সুশীলতা ও ধর্মপরায়ণতাই তাঁহার জীবনের সুবর্ণতা বা সৌন্দর্য। যেমন কাশিক বস্ত্রের
বর্ণ বৈশিষ্ট্য। যাহারা এই শীলবান ও ধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে সেবা, ভজনা, পূজনা করে
তাঁহার মত পোষণ করে, সর্বদা তাঁহার সংসর্গ ভালবাসে, এই শীলবান ভিক্ষুর প্রতি
সেবা সৎকারাদি তাহাদের দীর্ঘ-দিন হিত সুখের বিধান করে। যেমন বস্ত্রের সুখময়
স্পর্শ এবং যাহাদের চতুর প্রত্য্যাচীর পিণ্ডপাত, শর্যাসন, ভৈষজ্য পরিভোগ করেন,
তাহাদের এই দান মহাফলপ্রদ হয়। যেমন বস্ত্রের মহার্ঘতা। তেমন এই পুদাল।

মধ্যম ভিক্ষু..... পূর্ববৎ।

ভিক্ষু স্থবির বা প্রাচীন হইলেও যদি শীলবান ও কল্যাণ ধর্মপরায়ণ হন।
তবে এই সুশীলতা ও কল্যাণ ধর্ম পরায়ণতাই-ভিক্ষুর উত্তম বর্ণ। যেমন কাশিক
বস্ত্র জীর্ণ হইলেও ইহার বর্ণ সৌন্দর্য অক্ষুন্ন। আর, যাহারা এই শীলবান প্রাচীন
ভিক্ষুকে সেবা-শুশ্রূষা, পূজনা-ভজনা করে, তাঁহার মত পোষণ করে, সর্বদা
তাঁহার সংসর্গ ভালবাসে, শীলবান প্রাচীন ভিক্ষুর প্রতি এই সেবা সৎকারাদি
দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া তাহাদের হিত-সুখ সাধন করে।

সেয্যথাপি তং কাসিকবথং সুখসম্প্রসং, তথুপমো অযং পুগ্নলো। যেসং খো পন সো পটিগ্নহাতি চীবরপিণ্ডপাতসেনাসনগিলানপচয়ভেসজ্জপরিষ্কারং, তেসং তং মহস্পলং হোতি মহানিসংসং। ইদমস্প মহগ্গতায়। সেয্যথাপি তং কাসিকবথং মহগ্গং, তথুপমো অযং পুগ্নলো।

এবরূপো চে থেরো ভিকখু সজ্জমজ্জে ভণতি, তমেনং ভিকখু এবমাহংসু - “অগ্নসদা আযস্মন্তো হোথ, থেরো ভিকখু ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ ভণতী”তি। তস্প তং বচনং আধেয্যং গচ্ছতি, গন্ধকরণ্ডকেব নং কাসিকবথং। ইমে তযো কাসিকবথুপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিকখুসু।

১১৮. কতমো চ পুগ্নলো সুগ্নমেয্যো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো উদ্ধতো হোতি উগ্নলো চপলো মুখরো বিকিণ্ণবাচো মুট্ঠস্পতি অসম্পজানো অসমাহিতো বিবৃত্তচিত্তো পাকটিন্দিযো - অযং বচ্চতি পুগ্নলো “সুগ্নমেয্যো”।

১১৯. কতমো চ পুগ্নলো দুগ্নমেয্যো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো অনুদ্ধতো হোতি অনুগ্নলো অচপলো অমুখরো অবিকিণ্ণবাচো উপটিত্স্পতি সম্পজানো সমাহিতো একগ্নচিত্তো সংবতিদ্দিযো - অযং বচ্চতি পুগ্নলো “দুগ্নমেয্যো”।

যেমন বস্ত্রের সুখ-সংস্পর্শ। যাহাদের চারি প্রত্যয়-চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিভোগ করেন, তাহাদের কৃত কুশল কর্ম অতীব সুফলদায়ক হয়। যেমন জীর্ণ হইলে বস্ত্রের মূল্য অক্ষুন্ন থাকে। সুশীল ও ধর্মপরায়ণ ভিক্ষু প্রাচীন হইলেও যদি সংঘ-সম্মেলনে কিছু বলিতে উঠেন, তাহা হইলে অপর ভিক্ষুরা বলেন : “আয়ুস্মানগণ! নীরব হউন, স্থবির ভিক্ষু ধর্ম-বিনয় দেশনা করিতেছেন। তাহা মন দিয়া শ্রবণ করুন যাহাতে তাঁহার হিতোপদেশ আধেয় বা শ্রদ্ধা ভরে গ্রহণোপযোগী হয়। যেমন সুগন্ধ করণ্ডের মধ্যে ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ত্রিবিধ পুদাল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান।

১১৮। সুপ্রমেয় পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল উদ্ধত, অহংকারী, চপল, মুখর, অসংযত-বাক্, মূঢ়-স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞানী (বিদর্শন ভাবনা লব্ধ জ্ঞান যে লাভ করিতে পারে নাই), অসমাহিত (যে সমাধি-পরায়ণ নহে), বিদ্রাষ্টচিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়। এরূপ পুদাল সুপ্রমেয় নামে পরিগণিত। [অগ্ন জল বিশিষ্ট নদী অনায়াসে প্রমাণিত হওয়ার ন্যায় সুপ্রমেয় পুদালকে সহজে প্রমাণ করা যায়]।

১১৯। দুঃপ্রমেয় পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল অনুদ্ধত, নিরহংকারী, অচপল, অমুখর, সংযত-বাক্, প্রত্যুৎপন্ন-স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী সমাহিত, একাগ্র-চিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়। এরূপ পুদাল দুঃপ্রমেয় নামে খ্যাত। (যেমন মহাসমুদ্রের জল প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। তদ্রূপ এই পুদালকে প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ অনুমান করা সুকঠিন)।

১২০. কতমো চ পুগ্লো অগ্নমেয্যো? ইধেকচ্ছো পুগ্লো আসবানং খযা অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞঃঞবিমুত্তিং দিটেঠব ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতি - অযং বচ্চতি পুগ্লো “অগ্নমেয্যো”।

১২১. কতমো চ পুগ্লো ন সেবিতক্বো ন ভজিতক্বো ন পযিরুপাসিতক্বো? ইধেকচ্ছো পুগ্লো হীনো হোতি সীলেন সমাধিনা পঞঃঞয। এবরুপো পুগ্লো ন সেবিতক্বো ন ভজিতক্বো ন পযিরুপাসিতক্বো, অঞঃঞত্র অনুদযা অঞঃঞত্র অনুকম্পা।

১২২. কতমো চ পুগ্লো সেবিতক্বো ভজিতক্বো পযিরুপাসিতক্বো? ইধেকচ্ছো পুগ্লো সদিসো হোতি সীলেন সমাধিনা পঞঃঞয। এবরুপো পুগ্লো সেবিতক্বো ভজিতক্বো পযিরুপাসিতক্বো। তং কিম্ম হেতু? “সীলসামঞঃঞগতানং সতং সীলকথা চ নো ভবিস্সতি, সা চ নো ফাসু ভবিস্সতি, সা চ নো পবত্তিনী ভবিস্সতি; সমাধিসামঞঃঞগতানং সতং সমাধিকথা চ নো ভবিস্সতি, সা চ নো ফাসু ভবিস্সতি, সা চ নো পবত্তিনী [পবত্তিনী (সী.) অ. নি. ৩.২৬] ভবিস্সতি; পঞঃঞসামঞঃঞগতানং সতং পঞঃঞকথা চ নো ভবিস্সতি, সা চ নো ফাসু ভবিস্সতি, সা চ নো পবত্তিনী ভবিস্সতি”তি। তন্মা এবরুপো পুগ্লো সেবিতক্বো ভজিতক্বো পযিরুপাসিতক্বো।

১২০। অপ্রমেয় পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল ইহ জীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে আসক্তি-ক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তি-পূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ করত (ধর্ম-রস) উপভোগ করেন। এরূপ পুদাল অপ্রমেয় নামে প্রসিদ্ধ। (যেমন অসীম আকাশের সীমা নির্দেশ করা যায় না, তেমন এই পুদালকেও প্রমাণ করিতে পারা যায় না বলিয়া অপ্রমেয়)।

১২১। কীরূপ পুদাল সেবার, ভজনার ও সংস্রবের যোগ্য নহে?

কোনো পুদাল আপনার তুলনায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীনতর। এরূপ পুদাল দয়া ও অনুকম্পা ছাড়া সেবা, ভজনা কিংবা সংস্রবের পাত্র হইতে পারে না।

১২২। কীরূপ পুদাল সেবা, ভজনা ও সংস্রবযোগ্য?

কোনো পুদাল আপনার তুলনায় শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় সমতুল্য। এরূপ পুদাল সেবা, ভজনা, ও সংস্রবযোগ্য। ইহার কারণ কী? শীলবান, সমাধি পরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান সৎপুরুষগণের সঙ্গে শীল-সমাধি প্রজ্ঞা-সম্পর্কিত যেই আলোচনা হইবে, তাহা আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার শ্রীবৃদ্ধি ও হিতার্থ সাধিত হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষ সাধনে আনুকূল্য করিবে। তদ্ব্যতীত এরূপ পুদাল সেবা, ভজনা ও সংস্রব-যোগ্য।

১২৩. কতমো চ পুগ্গলো সঙ্কত্ভা গরুং কত্ভা সেবিতক্কো ভজিতক্কো পযিরুপাসিতক্কো? ইধেকক্কো পুগ্গলো অধিকো হোতি সীলেন সমাধিনা পঞঃঞায়। এবরুপো পুগ্গলো সঙ্কত্ভা গরুং কত্ভা সেবিতক্কো ভজিতক্কো পযিরুপাসিতক্কো। তং কিস্স হেতু? “অপরিপূরং বা সীলক্কখন্ধং পরিপূরেস্সামি, পরিপূরং বা সীলক্কখন্ধং তথ তথ পঞঃঞায় অনুগ্গহেস্সামি; অপরিপূরং বা সমাধিক্কখন্ধং পরিপূরেস্সামি, পরিপূরং বা সমাধিক্কখন্ধং তথ তথ পঞঃঞায় অনুগ্গহেস্সামি; অপরিপূরং বা পঞঃঞাক্কখন্ধং পরিপূরেস্সামি, পরিপূরং বা পঞঃঞাক্কখন্ধং তথ তথ পঞঃঞায় অনুগ্গহেস্সামী”তি। তস্মা এবরুপো পুগ্গলো সঙ্কত্ভা গরুং কত্ভা সেবিতক্কো ভজিতক্কো পযিরুপাসিতক্কো।

১২৪. কতমো চ পুগ্গলো জিগুচ্ছিতক্কো ন সেবিতক্কো ন ভজিতক্কো ন পযিরুপাসিতক্কো? ইধেকক্কো পুগ্গলো দুস্সীলো হোতি পাপধম্মো অসুচি সঙ্কস্সরসমাচারো পটিচ্ছন্নকস্সন্তো অস্সমণো সমণপটিঞঃঞা অব্রক্কচারী ব্রক্কচারিপটিঞঃঞা অন্তোপূতি অবস্সুতো কসম্মুজাতো। এবরুপো পুগ্গলো জিগুচ্ছিতক্কো ন সেবিতক্কো ন ভজিতক্কো ন পযিরুপাসিতক্কো। তং কিস্স হেতু?

১২৩। কীরূপ পুদাল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তির পাত্র ও সংস্রব-যোগ্য?

কোনো পুদাল শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় আপনাপেক্ষা উন্নততর। এরূপ ব্যক্তি সৎকার ও গৌরবের সহিত সেবা, পূজা, ভজনা ও সংস্রব করা কর্তব্য। ইহার কারণ কী? অপরিপূর্ণ শীল রাশিকে পরিপূর্ণ করিব বা পরিপূর্ণ শীল রাশিকে প্রজ্ঞা দ্বারা স্থানে স্থানে পর্যবেক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করিব। অপরিপূর্ণ সমাধি ও প্রজ্ঞাসমূহকে পরিপূর্ণ করিব বা পরিপূর্ণ সমাধি ও প্রজ্ঞাসমূহকে স্থানে স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করিব। তদ্ব্যতীত এইরূপ পুদাল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তির পাত্র ও সংস্রব-যোগ্য।

১২৪। কীরূপ পুদাল ঘৃণ্য, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়?

কোনো পুদাল দুঃশীল, পাপ ধর্ম পরায়ণ, অসুচি পরায়ণ, শঙ্কায় স্মরিতব্য আচারী প্রাচল্ল-কর্মী, অশ্রমণ, অথচ শ্রমণ বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী, অব্রক্কচারী, অথচ ব্রক্কচারীরূপে পরিচয় প্রদানকারী, অন্তপূতি-যুক্ত, কামাসক্ত, রাগাদি অপবিব্রতা-লিপ্ত। এইরূপ পুদালের সেবা, ভজনা ও সংসর্গ করা অবিধেয়, বরং বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা করা উচিত। ইহার কারণ কী?

কিঞ্চাপি এরূপস্ম পুণ্ণলস্ম ন দিট্টানুগতিং আপজ্জতি, অথ খো নং পাপকো কিত্তিসদো অবুগ্গচ্ছতি - “পাপমিত্তো পুরিসপুণ্ণলো পাপসহায়ো পাপসম্পৰঙ্কো”তি। সেয্যথাপি নাম অহি গৃথগতো কিঞ্চাপি ন ডংসতি, অথ খো নং মকেথতি; এরূপস্ম কিঞ্চাপি এরূপস্ম পুণ্ণলস্ম ন দিট্টানুগতিং আপজ্জতি, অথ খো নং পাপকো কিত্তিসদো অবুগ্গচ্ছতি - “পাপমিত্তো পুরিসপুণ্ণলো পাপসহায়ো পাপসম্পৰঙ্কো”তি! তস্মা এরূপো পুণ্ণলো জিগুচ্ছিতকো ন সেবিতকো ন ভজিতকো ন পযিরুপাসিতকো।

১২৫. কতমো চ পুণ্ণলো অজ্জুপেক্ষিতকো ন সেবিতকো ন ভজিতকো ন পযিরুপাসিতকো? ইধেকক্সো পুণ্ণলো কোধনো হোতি উপায়াসবহ্লো, অপ্পম্পি ৰত্তো সমানো অভিসজ্জতি কুপ্পতি ব্যাপজ্জতি পতিথীযতি, কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি। সেয্যথাপি নাম দুট্টারুকো কটেঠন বা কঠলায বা ঘটতি ভিয়্যোসো মত্তায় আসবং দেতি, এরূপস্ম ইধেকক্সো পুণ্ণলো কোধনো হোতি উপায়াসবহ্লো, অপ্পম্পি ৰত্তো সমানো অভিসজ্জতি কুপ্পতি ব্যাপজ্জতি পতিথীযতি, কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি। সেয্যথাপি নাম তিন্দুকালাতং কটেঠন বা কঠলায বা ঘটতি ভিয়্যোসো মত্তায় চিচ্চিটায়তি চিটিচিটায়তি, এরূপস্ম ইধেকক্সো পুণ্ণলো কোধনো হোতি উপায়াসবহ্লো, অপ্পম্পি ৰত্তো সমানো অভিসজ্জতি কুপ্পতি ব্যাপজ্জতি পতিথীযতি, কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি।

যেমন গৃথ-গত (বিষ্ঠায় স্থিত) সর্প দংশন না করিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গৃথ-লিপ্ত হয় সেইরূপ দুঃশীল, পাপধর্ম পরায়ণ ব্যক্তির অনুকরণ বা মত পোষণ না করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাপী-মিত্র, পাপীসহায় ও পাপীর শরণাপন্ন বলিয়া দুর্নাম-গ্রস্ত হয়। তদ্বৎ এ জাতীয় পুদাল ঘৃণ্য অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়।

১২৫। কীরূপ পুদাল উপেক্ষনীয়, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয় ?

যেমন প্রদুষ্ট ব্রণ কাষ্ঠ বা প্রস্তর খন্ড দ্বারা সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অধিকতর দুঃখবেদনা যুক্ত হয়, যেমন তিন্দুক বৃক্ষ বা গাব গাছের অর্দ্ধদধ্ব কাষ্ঠখণ্ড নির্বাণোন্মুখ অবস্থায় ছিট্ ছিট্ ফট্ ফট্ করিতে থাকে, তাহাতে আবার অন্য কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ঘর্ষিত হইলে অধিকতর ছিট্ ছিট্ ফট্ ফট্ করিয়া উঠে, যেমন দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠা-কূল কাষ্ঠ বা লৌহ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে অধিকতর দুর্গন্ধ চারি দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ কোনো পুদাল ক্রোধ পরায়ণ,

সেয্যথাপি নাম গৃথকুপো কট্টেন বা কঠলায বা ঘট্টিতো ভিয্যোসো মত্তায় দুগ্গন্ধো হোতি, এৰমেৰং ইধেকচ্ছো পুগ্গলো কোধনো হোতি উপাযাসবহলো, অগ্গম্পি ৰুত্তো সমানো অভিসজ্জতি কুগ্গতি ব্যাপজ্জতি পতিথীযতি, কোপঞ্চ দোসঞ্চ অগ্গচ্চযঞ্চ পাতুকরোতি; এৰরুপো পুগ্গলো অজ্জুপেক্ষিতকো ন সেৰিতকো ন ভজিতকো ন পযিরুপাসিতকো। তং কিম্স হেতু? “অক্কোসেয্যপি মং পরিভাসেয্যপি মং অনথম্পি মে করেয্যা”তি। তস্মা এৰরুপো পুগ্গলো অজ্জুপেক্ষিতকো ন সেৰিতকো ন ভজিতকো ন পযিরুপাসিতকো।

১২৬. কতমো চ পুগ্গলো সেৰিতকো ভজিতকো পযিরুপাসিতকো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো সীলবা হোতি কল্যাণধম্মো - এৰরুপো পুগ্গলো সেৰিতকো ভজিতকো পযিরুপাসিতকো। তং কিম্স হেতু? কিঞ্চাপি এৰরুপস্স পুগ্গলস্স ন দিট্টানুগতিং আপজ্জতি, অথ খো নং কল্যাণো কিত্তিসদ্বো অবুগ্গচ্ছতি - “কল্যাণমিত্তো পুরিসপুগ্গলো কল্যাণসহায়ো কল্যাণসম্পৰক্কো”তি। তস্মা এৰরুপো পুগ্গলো সেৰিতকো ভজিতকো পযিরুপাসিতকো।

১২৭. কতমো চ পুগ্গলো সীলসু পরিপূরকারী, সমাধিস্মিং মত্তসো কারী, পঞঃঞয মত্তসো কারী? সোতাপন্নসকদাগামিনো - ইমে ৰুচ্ছন্তি পুগ্গলা সীলসু পরিপূরকারিনো, সমাধিস্মিং মত্তসো কারিনো, পঞঃঞয মত্তসো কারিনো।

হা হতাশ-বহুল, সামান্য কিছু বলিলে রুষ্ট হয়, কোপিত হয়, অল্পতে বিকৃত হইয়া পড়ে,

অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে, চিন্তে নির্মমভাব আনয়ন করে। ক্রোধাঙ্গ প্রদর্শন করে, হিংসা ও অসন্তোষজনক ব্যবহার করে। এরূপ ব্যক্তি উপেক্ষণীয়, অসেব্য অভজনীয় ও অগমণীয়। তাহার কারণ কী? আমাকে আক্রোশ করিতে পারে, আমাকে পরিহাস করিতে পারে, তদ্ব্যতীত আমার অনর্থ ঘটাইতে পারে।

১২৬। কীরূপ পুদাল সেব্য, ভজনীয় ও গমণীয়?

কোনো পুদাল শীলবান ও কল্যাণ-ধর্মপরায়ণ। এরূপ পুদালই সেব্য, ভজনীয়, গমণীয়। ইহার কারণ কী? যদিও শীলবান ব্যক্তির অনুকরণ বা মত পোষণ করা না হয়, তথাপি কল্যাণমিত্র পরায়ণ, কল্যাণ-বন্ধুর সাহস, কল্যাণ-মিত্রের শরণাপন্ন বলিয়া এই ব্যক্তির সুযশ রটিতে থাকে। তদ্ব্যতীত এরূপ পুদাল সেব্য, ভজনীয় ও গমণীয়।

১২৭। কীরূপ পুদাল শীলপরিপূরক? এবং সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী?

স্রোতাপন্ন ও সকদাগামী পুদাল শীল পরিপূরক। সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী। (শীলানুশীলন পরিপূর্ণ করিতে যাহা অবশ্য কর্তব্য-তাহা সম্পূর্ণ সমাপন করিয়াই স্রোতাপন্ন ও সকদাগামী হইতে হয়। অপূর্ণ রাখিয়া পারা যায় না। সমাধির প্রতিপক্ষ-কাম ক্রোধ ও প্রজ্ঞার প্রতিপক্ষ-মোহ ধ্বংস করিবার জন্য সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ সমাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া বা আংশিক সমাধা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আংশিক সম্পাদনকারী।

১২৮. কতমো চ পুন্ডলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চঃ পরিপূরকারী, পঞঃঞায় মত্তসো কারী? অনাগামী - অযং ঞ্চতি পুন্ডলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চঃ পরিপূরকারী, পঞঃঞায় মত্তসো কারী।

১২৯. কতমো চ পুন্ডলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চঃ পরিপূরকারী, পঞঃঞায় চ পরিপূরকারী? অরহা - অযং ঞ্চতি পুন্ডলো সীলেসু চ পরিপূরকারী, সমাধিস্মিঞ্চঃ পরিপূরকারী, পঞঃঞায় চ পরিপূরকারী।

১৩০. তথ কতমে তযো সথারো? ইধেকচ্ছো সথা কামানং পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি [পঞঃঞপেতি (সী. স্যা.)], ন রূপানং পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি, ন বেদনানং পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি। ইধ পনেকচ্ছো সথা কামানঞ্চঃ পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি, রূপানঞ্চঃ পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি, ন বেদনানং পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি। ইধ পনেকচ্ছো সথা কামানঞ্চঃ পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি, রূপানঞ্চঃ পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি, বেদনানঞ্চঃ পরিঞঃঞং পঞঃঞপেতি।

১২৮। কীরূপ পুদ্গাল শীল-সমাধিপরিপূরক এবং প্রজ্ঞা সাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী?

অনাগামী পুদ্গাল শীল-সমাধি পরিপূরক এবং প্রজ্ঞা সাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী।

১২৯। কীরূপ পুদ্গাল শীল সমাধি প্রজ্ঞা পরিপূরক?

অর্হৎগণ শীল সমাধি প্রজ্ঞার পরিপূরক। (এক্ষেত্রে শীল সমাধি প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করিতে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ সমাধা করিয়াছেন বলিয়াই অর্হৎগণ শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞা-পরিপূরক।

১৩০। ত্রিবিধ শাস্তা কে কে?

এই জগতে কোনো শাস্তা কামাতিক্রম-সূচক প্রথম ধ্যানাধি দেশনা করেন, কিন্তু রূপাতিক্রম-সূচক অরূপ সমাপত্তি ধ্যান কিংবা বেদনাতে নির্বাণ ধর্মদেশনা করিতে পারেন না।

কোনো শাস্তা কামাতিক্রম-সূচক প্রথম ধ্যানাদি ও রূপাতিক্রম-সূচক অরূপ সমাপত্তি ধ্যান সম্পর্কে দেশনা করেন, কিন্তু বেদনাতে নির্বাণ ধর্মদেশনা করিতে পারেন না।

কোনো শাস্তা কামাতিক্রম-সূচক প্রথম ধ্যানাদি, রূপাতিক্রম-সূচক অরূপসমাপত্তি ও বেদনাতে নির্বাণ ধর্ম সম্পর্কে দেশনা করেন।

তত্র য়াযং যং সথা কামানং পরিঞঞং পঞঞপেতি, ন রূপানং পরিঞঞং পঞঞপেতি, ন বেদনানং পরিঞঞং পঞঞপেতি, রূপাৰচরসমাপত্তিয়া লাভী সথা তেন দট্টকো। তত্র য়াযং যং সথা কামানঞ্চ পরিঞঞং পঞঞপেতি, রূপানঞ্চ পরিঞঞং পঞঞপেতি, ন বেদনানং পরিঞঞং পঞঞপেতি, অরূপাৰচরসমাপত্তিয়া লাভী সথা তেন দট্টকো। তত্র য়াযং যং সথা কামানঞ্চ পরিঞঞং পঞঞপেতি, রূপানঞ্চ পরিঞঞং পঞঞপেতি, বেদনানঞ্চ পরিঞঞং পঞঞপেতি, সম্মাসমুদ্বো সথা তেন দট্টকো। ইমে তযো সথারো।

১৩১. তথ কতমে অপরেপি তযো সথারো? ইধেকচো সথা দিটে চৈ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, অভিসম্পরাযঞ্চ অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি। ইধ পনেকচো সথা দিটে চৈ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, নো চ থো অভিসম্পরাযং অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি।

এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত প্রথম ধ্যানাদি সম্পর্কে উপদেশ দান করেন, কিন্তু রূপভবের অতীত অরূপ সমাপত্তি সম্পর্কে কিংবা বেদনার অতীত নির্বাণ ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন না, তিনি হইলেন রূপ সমাপত্তি লাভী। (তিনি মনে করেন “ইহাই জীবন-মুক্তির চরম”। তৈরীকগণ এরূপ মনে করিয়া থাকেন)। দ্বিতীয়োক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত প্রথম ধ্যানাদি সম্পর্কে এবং রূপভবের অতীত অরূপ সমাপত্তি সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু বেদনার অতীত নির্বাণ ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন না, সেই শাস্তা হইলেন অরূপাবচর সমাপত্তি লাভী। (তিনি ভাবেন “ইহাই মুক্তির চরম”। তৈরীকগণ এরূপ ভাবিয়া থাকেন)।

তৃতীয়োক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত রূপাবচর সমাপত্তি, রূপভবের অতীত অরূপাবচর সমাপত্তি ও বেদনার অতীত নির্বাণ-ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকেন, তিনি হইলেন সম্যকসমুদ্ব। (তিনি রূপ সমাপত্তি, অরূপ সমাপত্তি ও নির্বাণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন)। এই হইলেন ত্রিবিধ শাস্তা।

১৩১। অপর ত্রিবিধ শাস্তা কে কে?

কোনো শাস্তা ইহ জীবনে ও পরজীবনে আত্মাকে সত্য ও শাস্তবলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন। কোনো শাস্তা ইহ জীবনে আত্মাকে সত্য শাস্তবলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন, কিন্তু পরজীবনে আত্মাকে সত্য ও শাস্তবলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না।

ইধ পনেকচো সথা দিটেই চেৰ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো ন পঞঞপেতি, অভিসম্পরাযঞ্চ অভানং সচ্চতো থেততো ন পঞঞপেতি।

তত্র য়াযং যং সথা দিটেই চেৰ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, অভিসম্পরাযঞ্চ অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, সম্সতবাদো সথা তেন দট্টকো। তত্র য়াযং সথা দিটেই চেৰ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, নো চ থো অভিসম্পরাযং অভানং সচ্চতো থেততো পঞঞপেতি, উচ্ছেদবাদো সথা তেন দট্টকো। তত্র য়াযং যং সথা দিটেই চেৰ ধম্মে অভানং সচ্চতো থেততো ন পঞঞপেতি, অভিসম্পরাযঞ্চ অভানং সচ্চতো থেততো ন পঞঞপেতি, সম্মাসম্মুদ্বো সথা তেন দট্টকো। ইমে অপরেপি তযো সথারো।

তিকনিদ্দেশো।

কোনো শাস্তা ইহ-পর কোনো জীবনেই আত্মাকে সত্য ও শাস্ত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না।

এক্ষেত্রে যে শাস্তা ইহ ও পর জীবনে আত্মাকে ধ্রুব শাস্ত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন। তিনি শাস্তবাদী। যে শাস্তা ইহ জীবনে আত্মাকে ধ্রুব শাস্ত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন, কিন্তু পর জীবনে ধ্রুব শাস্ত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না, তিনি উচ্ছেদবাদী। আর, যিনি ইহ পর কোনো জীবনেই আত্মা স্বীকার করেন না কিংবা আত্মাকে ধ্রুব শাস্ত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না। তিনি সম্যকসম্মুদ্ব নামে প্রসিদ্ধ। এই হইলেন অপর ত্রিবিধ শাস্তা।

তৃতীয় নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

৪. চতুৰ্দ্ধপুণ্ডলপঞ্চাঙ্গ

১৩২. কতমো চ পুণ্ডলো অসম্প্লুরিসো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো পাণাতিপাতী হোতি, অদিম্নাদাযী হোতি, কামেসুমিচ্ছাচারী হোতি, মুসাৰাদী হোতি, সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠাযী হোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ডলো “অসম্প্লুরিসো”।

১৩৩. কতমো চ পুণ্ডলো অসম্প্লুরিসেন অসম্প্লুরিসতরো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো অন্তনা চ পাণাতিপাতী হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতে সমাদপেতি, অন্তনা চ অদিম্নাদাযী হোতি পরঞ্চ অদিম্নাদানে সমাদপেতি, অন্তনা চ কামেসুমিচ্ছাচারী হোতি পরঞ্চ কামেসুমিচ্ছাচারে সমাদপেতি, অন্তনা চ মুসাৰাদী হোতি পরঞ্চ মুসাৰাদে সমাদপেতি, অন্তনা চ সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠাযী হোতি পরঞ্চ সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানে সমাদপেতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ডলো “অসম্প্লুরিসেন অসম্প্লুরিসতরো”।

১৩৪. কতমো চ পুণ্ডলো সম্প্লুরিসো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো পাণাতিপাতা পটিৰিরতো হোতি, অদিম্নাদানা পটিৰিরতো হোতি, কামেসুমিচ্ছাচারী পটিৰিরতো হোতি, মুসাৰাদা পটিৰিরতো হোতি, সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানা পটিৰিরতো হোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ডলো “সম্প্লুরিসো”।

চতুর্থ নির্দেশ

১৩২। অসৎপুরুষ কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুরুষ প্রাণঘাতী, অদত্ত গ্রহণকারী, বা পরস্বাপহারী, কামে মিথ্যাচারী বা পরদারগামী, মিথ্যাবাদী এবং মত্ততার কারণ-সুরা, মৈরয় ও মদ্যপায়ী হইয়া থাকে। এরূপ পুরুষ অসৎ নামে কথিত।

১৩৩। অসাধীযান (অসৎ হইতেও অসৎ) পুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজে প্রাণিহত্যা করে অপরকেও প্রাণিহত্যায় প্ররোচিত করে, নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়ে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণে প্ররোচিত করে, নিজে পরদারগামী হয়ে অপরকেও পরদার গমনে প্ররোচিত করে, নিজে মিথ্যাবাদী হয়ে অপরকেও মিথ্যাকথায় প্ররোচিত করে এবং মত্ততার কারণে সুরা, মৈরয়, মদ্যপায়ী হয়ে অপরকেও সুরা, মৈরয় ও মদ্যপায়ীতে প্ররোচিত করে। এরূপ পুরুষ অসাধীযান বা অধিকতর অসৎ নামে অভিহিত।

১৩৪। সৎপুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ, পরদার্য গমন, মিথ্যাভাষণ, মত্ততার কারণসুরা, মৈরয় ও মদ্যপানে বিরত থাকেন। এরূপ পুরুষ সাধু।

১৩৫. কতমো চ পুণ্ণলো সপ্পুরিসেন সপ্পুরিসতরো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অন্তনা চ পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ অদিম্মাদানা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ অদিম্মাদানা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ কামেসুমিচ্ছাচারী পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ কামেসুমিচ্ছাচারী বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ মুসাৰাদা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ মুসাৰাদা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ সুরামেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণিয়া সমাদপেতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ণলো “সপ্পুরিসেন সপ্পুরিসতরো”।

১৩৬. কতমো চ পুণ্ণলো পাপো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো পাণাতিপাতী হোতি, অদিম্মাদাযী হোতি, কামেসুমিচ্ছাচারী হোতি, মুসাৰাদী হোতি, পিসুণৰাচো [পিসুণাৰাচো] হোতি, ফরুসৰাচো [ফরুসাৰাচো (সী.) দী. নি. ৩.১১৫] হোতি, সম্ফপ্পলাপী হোতি, অভিজ্জালু হোতি, ব্যাপন্নচিত্তো হোতি, মিচ্ছাদিট্ঠি [মিচ্ছাদিট্ঠী (ক.)] হোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ণলো “পাপো”।

১৩৫। সাধীয়ান (অতিশয় সৎ) পুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। অদন্ত গ্রহণ হইতে নিজে ও বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পরদার্য গমন হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। মিথ্যাভাষণ হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। মন্ততার কারণে সুরা, মৈরয় ও মদ্যপান হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। এরূপ পুরুষ সাধীয়ান বা অধিকতর সৎ নামে প্রসিদ্ধ।

১৩৬। পাপী পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল প্রাণিহত্যা, অদন্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বা অযথাবাক্য প্রয়োগ, অভিধ্যা বা পর সম্পত্তির প্রতি লোভ, ব্যাপাদ বা ক্রোধ এবং মিথ্যাদৃষ্টি এই দশবিধ অকুশল কর্মে নিযুক্ত। এরূপ পুদাল পাপী নামে কথিত।

১৩৭. কতমো চ পুণ্ণলো পাপেন পাপতরো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অভনা চ পাণাতিপাতী হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতে সমাদপেতি, অভনা চ অদিম্মাদাযী হোতি পরঞ্চ অদিম্মাদানে সমাদপেতি, অভনা চ কামেসুমিচ্ছাচারী হোতি পরঞ্চ কামেসুমিচ্ছাচারে সমাদপেতি, অভনা চ মুসাবাদী হোতি পরঞ্চ মুসাবাদে সমাদপেতি, অভনা চ পিসুণবাচো হোতি পরঞ্চ পিসুণায় বাচায় সমাদপেতি, অভনা চ ফরুসবাচো হোতি পরঞ্চ ফরুসায় বাচায় সমাদপেতি, অভনা চ সক্ষপ্পলাপী হোতি পরঞ্চ সক্ষপ্পলাপে সমাদপেতি, অভনা চ অভিজ্জালু হোতি পরঞ্চ অভিজ্জায় সমাদপেতি, অভনা চ ব্যাপন্নচিত্তো হোতি পরঞ্চ ব্যাপাদে সমাদপেতি, অভনা চ মিচ্ছাদিচ্চি হোতি পরঞ্চ মিচ্ছাদিচ্চিযা সমাদপেতি - অযং ৰুচ্চতি পুণ্ণলো “পাপেন পাপতরো”।

১৩৮. কতমো চ পুণ্ণলো কল্যাণো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, অদিম্মাদানা পটিবিরতো হোতি, কামেসুমিচ্ছাচারী পটিবিরতো হোতি, মুসাবাদা পটিবিরতো হোতি, পিসুণায় বাচায় পটিবিরতো হোতি, ফরুসায় বাচায় পটিবিরতো হোতি, সক্ষপ্পলাপা পটিবিরতো হোতি, অনভিজ্জালু হোতি, অব্যাপন্নচিত্তো হোতি, সম্মাদিচ্চি [সম্মাদিচ্চী (ক.)] হোতি - অযং ৰুচ্চতি পুণ্ণলো “কল্যাণো”।

১৩৭। পাপীয়ান (পাপী হইতেও পাপী) পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল নিজেও প্রাণিহত্যা করে অপরকেও প্রাণিহত্যায় প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও অদন্তবস্ত্র গ্রহণ করে অপরকেও অদন্তবস্ত্র গ্রহণে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পরদার গমন করে অপরকেও পরদার গমনে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও মিথ্যাবাক্য বলে অপরকেও মিথ্যাবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পিশুনবাক্য বলে অপরকেও পিশুনবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পরুষবাক্য বলে অপরকেও পরুষবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও সম্প্রলাপ বা অযথাবাক্য বলে অপরকেও অযথাবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও অভিধ্যা বা লোভী হয় অপরকেও লোভে প্ররোচিত করে, নিজেও ব্যাপাদ বা ক্রোধী হয় অপরকেও ক্রোধী হওয়ার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও মিথ্যাদৃষ্টি হয় অপরকে মিথ্যাদৃষ্টি হওয়ার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, এই দশবিধ অকুশল কর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্টার্থে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে। এরূপ পুদাল পাপীয়ান বা অধিকতর পাপী বলিয়া পরিগণিত।

১৩৮। পুণ্যবান পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল প্রাণি-হত্যা, অদন্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বা অযথাবাক্য প্রয়োগ হইতে বিরতি অনভিধ্যা বা পর সম্পত্তির প্রতি অলোভ, অব্যাপাদ বা ক্রোধহীন এবং সম্যকদৃষ্টি এই দশবিধ-কুশল কর্মে নিযুক্ত থাকেন। এরূপ পুদাল পুণ্যবান পুদাল নামে খ্যাত।

১৩৯. কতমো চ পুণ্ণলো কল্যাণেন কল্যাণতরো? ইধেকম্মো পুণ্ণলো অন্তনা চ পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ অদিম্মাদানা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ অদিম্মাদানা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ কামেসুমিচ্ছাচারো পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ কামেসুমিচ্ছাচারো বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ মুসাৰাদা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ মুসাৰাদা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ পিসুণায় বাচায় পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ পিসুণায় বাচায় বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ ফরুসায় বাচায় পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ ফরুসায় বাচায় বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ সম্ফল্লাপা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ সম্ফল্লাপা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ অনভিজ্জালু হোতি পরঞ্চ অনভিজ্জায় সমাদপেতি, অন্তনা চ অব্যাপন্নচিন্তো হোতি পরঞ্চ অব্যাপাদে সমাদপেতি, অন্তনা চ সম্মাদিটি হোতি পরঞ্চ সম্মাদিটিয়া সমাদপেতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ণলো “কল্যাণেন কল্যাণতরো”।

১৪০. কতমো চ পুণ্ণলো পাপধম্মো? ইধেকম্মো পুণ্ণলো পাণাতিপাতী হোতি, অদিম্মাদাযী হোতি... পে... মিচ্ছাদিটি হোতি - অযং ৰুচ্ছতি পুণ্ণলো “পাপধম্মো”।

১৩৯। পুণ্যবত্তর পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকেন এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। অদন্ত গ্রহণ হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও অদন্ত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পরদার্য গমন হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও পরদার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। মিথ্যাভাষণ হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও মিথ্যাভাষণ হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পিশুনবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকে পিশুনবাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পরুষবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও পরুষবাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। সম্প্রলাপ বা বৃথাবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও সম্প্রলাপ বা বৃথাবাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। নিজেও অনভিধ্যালু (অলোভী) হয়ে অপরকে অনভিধ্যালু হইতে উৎসাহিত করেন। নিজেও অব্যাপাদ (অক্ৰোধী) হইয়া অপরকে অক্ৰোধী হইতে উৎসাহিত করেন। নিজেও সম্যকদৃষ্টি হইয়া অপরকেও সম্যকদৃষ্টি হইতে উৎসাহিত করেন। এরূপ পুদাল পুণ্যবত্তর নামে বিখ্যাত।

১৪০। পাপী পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল প্রাণিহত্যা, অদন্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বা অযথা বাক্যপ্রয়োগ, অভিধ্যা বা পর সম্পত্তির প্রতি লোভ, ব্যাপাদ বা ক্রোধ এবং মিথ্যাদৃষ্টি এই দশবিধ অকুশল কর্মে নিযুক্ত। এরূপ পুদাল পাপী নামে কথিত।

১৪১. কতমো চ পুগ্গলো পাপধম্মেন পাপধম্মতরো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো অন্তনা চ পাণাতিপাতী হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতে সমাদপেতি, অন্তনা চ অদিন্নাদাযী হোতি পরঞ্চ অদিন্নাদানে সমাদপেতি... পে.... অন্তনা চ মিচ্ছাদিটিষ্ঠ হোতি পরঞ্চ মিচ্ছাদিটিষ্ঠা সমাদপেতি - অযং ঞ্চতি পুগ্গলো “পাপধম্মেন পাপধম্মতরো”।

১৪২. কতমো চ পুগ্গলো কল্যাণধম্মো? ইধকেচ্ছো পুগ্গলো পাণাতিপাতা পটবিরিতো হোতি, অদিন্নাদানা পটবিরিতো হোতি...পে.... সমাদটিষ্ঠ হোতি - অযং বুচ্চতি পুগ্গলো “কল্যাণধম্মো”।

১৪১। পাপীয়ান (পাপী হইতেও পাপী) পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল নিজেও প্রাণিহত্যা করে অপরকেও প্রাণিহত্যায় প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও অদত্তবস্তু গ্রহণ করে অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পরদার গমন করে অপরকেও পরদার গমনে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও মিথ্যাবাক্য বলে অপরকেও মিথ্যাবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পিশুনবাক্য বলে অপরকেও পিশুনবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও পরুষবাক্য বলে অপরকেও পরুষবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও সম্প্রলাপ বা অযথাবাক্য বলে অপরকেও অযথাবাক্য বলার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও অভিধা বা লোভী হয় অপরকেও লোভে প্ররোচিত করে, নিজেও ব্যাপাদ বা ক্রোধী হয় অপরকে ক্রোধী হওয়ার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, নিজেও মিথ্যাদৃষ্টি হয় অপরকে মিথ্যাদৃষ্টি হওয়ার প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে, এই দশবিধ অকুশল কর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্যে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে। এরূপ পুদাল পাপীয়ান বা অধিকতর পাপী বলিয়া পরিগণিত।

১৪২। পুণ্যবান পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল প্রাণি-হত্যা, অদত্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বা অযথা বাক্য প্রয়োগ হইতে বিরতি অনভিধা বা পর সম্পত্তির প্রতি অলোভ, অব্যাপাদ বা ক্রোধহীন এবং সম্যকদৃষ্টি এই দশবিধ-কুশল কর্মে নিযুক্ত থাকেন। এরূপ পুদাল পুণ্যবান পুদাল নামে খ্যাত।

১৪৩. কতমো চ পুণ্ণলো কল্যাণেন কল্যাণতরো? ইধেকস্সো পুণ্ণলো অন্তনা চ পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ পাণাতিপাতা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ অদিম্মাদানা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ অদিম্মাদানা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ কামেসুমিচ্ছাচারো পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ কামেসুমিচ্ছাচারো বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ মুসাৰাদা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ মুসাৰাদা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ পিসুণায় বাচায় পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ পিসুণায় বাচায় বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ ফরুসায় বাচায় পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ ফরুসায় বাচায় বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ সম্ফল্লাপা পটিবিরতো হোতি পরঞ্চ সম্ফল্লাপা বেরমণিয়া সমাদপেতি, অন্তনা চ অনভিজ্জালু হোতি পরঞ্চ অনভিজ্জায় সমাদপেতি, অন্তনা চ অব্যাপন্নচিত্তো হোতি পরঞ্চ অব্যাপাদে সমাদপেতি, অন্তনা চ সম্মাদিটি হোতি পরঞ্চ সম্মাদিটিয়া সমাদপেতি - অযং ব্ৰহ্মচরিত্তি পুণ্ণলো “কল্যাণেন কল্যাণতরো”।

১৪৩। পুণ্যবত্তর পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকেন এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। অদন্ত গ্রহণ হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও অদন্ত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পরদার্য্য গমন হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও পরদার্য্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। মিথ্যাভাষণ হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও মিথ্যাভাষণ হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পিশুনবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকে পিশুনবাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। পরুষবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও পরুষবাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। সম্প্রলাপ বা বৃথাবাক্য হইতে নিজেও বিরত থাকেন এবং অপরকেও সম্প্রলাপ বাক্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। নিজেও অনভিধ্যালু (অলোভী) হয়ে অপরকে অনভিধ্যালু হইতে উৎসাহিত করেন। নিজেও অব্যাপাদ (অক্ৰোধী) হইয়া অপরকে অক্ৰোধী হইতে উৎসাহিত করেন। নিজেও সম্যকদৃষ্টি হইয়া অপরকেও সম্যকদৃষ্টি হইতে উৎসাহিত করেন। এরূপ পুদাল পুণ্যবত্তর নামে বিখ্যাত।

১৪৪. কতমো চ পুগ্গলো সাৰজ্জো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো সাৰজ্জেন কাযকম্মেন সমন্নাগতো হোতি, সাৰজ্জেন বচীকম্মেন সমন্নাগতো হোতি, সাৰজ্জেন মনোকম্মেন সমন্নাগতো হোতি - অযং ঞ্চতি পুগ্গলো “সাৰজ্জো”।

১৪৫. কতমো চ পুগ্গলো বজ্জবহ্লো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো সাৰজ্জেন বহ্লং কাযকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং অনৰজ্জেন, সাৰজ্জেন বহ্লং বচীকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং অনৰজ্জেন, সাৰজ্জেন বহ্লং মনোকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং অনৰজ্জেন - অযং ঞ্চতি পুগ্গলো “বজ্জবহ্লো”।

১৪৬. কতমো চ পুগ্গলো অপ্পৰজ্জো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো অনৰজ্জেন বহ্লং কাযকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং সাৰজ্জেন, অনৰজ্জেন বহ্লং বচীকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং সাৰজ্জেন, অনৰজ্জেন বহ্লং মনোকম্মেন সমন্নাগতো হোতি অপ্পং সাৰজ্জেন - অযং ঞ্চতি পুগ্গলো “অপ্পৰজ্জো”।

১৪৭. কতমো চ পুগ্গলো অনৰজ্জো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো অনৰজ্জেন কাযকম্মেন সমন্নাগতো হোতি, অনৰজ্জেন বচীকম্মেন সমন্নাগতো হোতি, অনৰজ্জেন মনোকম্মেন সমন্নাগতো হোতি - অযং ঞ্চতি পুগ্গলো “অনৰজ্জো”।

১৪৪। সদোষ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল দোষ-যুক্ত কায়-কর্ম-সম্বিত, দোষযুক্ত বচীকর্ম সম্বিত, দোষযুক্ত মনোকর্ম সম্বিত। এরূপ পুদাল সদোষ নামে কথিত।

১৪৫। দোষবহ্ল পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল দোষযুক্ত বহু কায়কর্ম বহু বচীকর্ম ও বহু মনোকর্ম সম্বিত, কিন্তু দোষশূন্য কায়কর্ম, বচীকর্ম ও মনোকর্ম অল্পই সম্পাদন করিয়া থাকে। এরূপ পুদাল দোষবহ্ল নামে অভিহিত।

১৪৬। অল্পদোষ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল দোষশূন্য কায়কর্ম, দোষশূন্য বচীকর্ম ও দোষশূন্য মনোকর্ম বহুলভাবে সম্পাদন করেন, কিন্তু দোষযুক্ত কায়কর্ম, দোষযুক্ত বচীকর্ম ও দোষযুক্ত মনোকর্ম অল্পই সম্পাদন করেন। এরূপ ব্যক্তি অল্পদোষ নামে অভিহিত।

১৪৭। নির্দোষ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল দোষশূন্য কায়কর্ম সম্বিত, দোষশূন্য বচীকর্ম সম্বিত, দোষশূন্য মনোকর্ম সম্বিত। এরূপ পুদাল নির্দোষ নামে খ্যাত।

১৪৮. কতমো চ পুগ্গলো উগ্ঘটিতঃ? যস্ম পুগ্গলস্ম সহ উদাহটবেলায় ধম্মাভিসমযো হোতি - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “উগ্ঘটিতঃ”।

১৪৯. কতমো চ পুগ্গলো ৰিপক্ষিতঃ? যস্ম পুগ্গলস্ম সংখিত্তেন ভাসিতস্ম ৰিখারেন অথে ৰিভজিয়মানে ধম্মাভিসমযো হোতি - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “ৰিপক্ষিতঃ”।

১৫০. কতমো চ পুগ্গলো নেয্যো? যস্ম পুগ্গলস্ম উদ্দেশতো পরিপুচ্ছতো যোনিসো মনসিকরোতো কল্যাণমিত্তে সেবতো ভজতো পযিরুপাসতো এবং অনুপুৰ্বেন ধম্মাভিসমযো হোতি - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “নেয্যো”।

১৫১. কতমো চ পুগ্গলো পদপরমো? যস্ম পুগ্গলস্ম বহুস্পি সুণতো বহুস্পি ভণতো বহুস্পি ধারযতো বহুস্পি ৰাচযতো ন তায জাতিযা ধম্মাভিসমযো হোতি - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “পদপরমো”।

১৫২. কতমো চ পুগ্গলো যুত্তপ্পটিভানো [যুত্তপ্পটিভাণো (স্যা.) অ. নি. ৪.১৩২] নো মুত্তপ্পটিভানো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞহং পুটেঠা সমানো যুত্তং বদতি নো সীঘং - অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো “যুত্তপ্পটিভানো নো মুত্তপ্পটিভানো”।

১৪৮। উদঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাষে সব বোঝেন) পুদাল কাহাকে বলে?

সংক্ষেপে ভাষণ করা মাত্রই যে পুদালের বোধগম্য হয় এবং ধর্মজ্ঞান লাভ হয়। তাঁহাকে উদঘাটিতজ্ঞ বলে।

১৪৯। বিপশ্চিত্তজ্ঞ (যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝিয়া নিতে পারেন) পুদাল কাহাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইলে যাঁহার হৃদয়ঙ্গম ও ধর্ম জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহাকে বিপশ্চিত্তজ্ঞ বলে।

১৫০। নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়া বুঝিয়া অর্থবোধ লাভ করেন) পুদাল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তির ধর্ম শ্রবণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মনোনিবেশ সহকারে জ্ঞানাবধান দ্বারা এবং কল্যাণমিত্তের সেবা, ভজনা ও সংসর্গে ক্রমশ ধর্মজ্ঞান লাভ হয়। সেই ব্যক্তি নীয়মান নামে অভিহিত।

১৫১। পদ-পরম (যিনি পদ মাত্র মুখস্থ করিতে সক্ষম, অর্থবোধে হতভম্ব) পুদাল কাহাকে বলে?

বহু শ্রবণ, বহু ভাষণ, বহু ধারণ এবং বহুলভাবে শিক্ষা প্রদান সত্ত্বেও যাঁহার ইহ জীবনে ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না, তাঁহাকে ‘পদপরম’ পুদাল বলে।

১৫২। যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে অক্ষম। এরূপ ব্যক্তি যুক্তপ্রতিভ নহে মুক্ত প্রতিভ নামে অভিহিত।

১৫৩. কতমো চ পুগ্গলো মুত্তপ্পটিভানো নো যুত্তপ্পটিভানো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞহং পুটেঠা সমানো সীঘং বদতি নো যুত্তং - অযং বচ্চতি পুগ্গলো “মুত্তপ্পটিভানো নো যুত্তপ্পটিভানো”।

১৫৪. কতমো চ পুগ্গলো যুত্তপ্পটিভানো চ মুত্তপ্পটিভানো চ? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞহং পুটেঠা সমানো যুত্তপ্পং বদতি সীঘং - অযং বচ্চতি পুগ্গলো “যুত্তপ্পটিভানো চ মুত্তপ্পটিভানো চ”।

১৫৫. কতমো চ পুগ্গলো নেব যুত্তপ্পটিভানো নো মুত্তপ্পটিভানো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো পঞহং পুটেঠা সমানো নেব যুত্তং বদতি নো সীঘং - অযং বচ্চতি, পুগ্গলো “নেব যুত্তপ্পটিভানো নো মুত্তপ্পটিভানো”।

১৫৬. তথ কতমে চত্তারো ধম্মকথিকা পুগ্গলা? ইধেকচ্ছো ধম্মকথিকো অল্পং ভাসতি অসহিতং, পরিসা চম্প ন কুসলা হোতি সহিতাসহিতম্প। এবরুপো ধম্মকথিকো এবরুপায় পরিসায় ধম্মকথিকোত্রৈব সজ্জং গচ্ছতি।

ইধ পনেকচ্ছো ধম্মকথিকো অল্পং ভাসতি সহিতং, পরিসা চম্প কুসলা হোতি সহিতাসহিতম্প। এবরুপো ধম্মকথিকো এবরুপায় পরিসায় ধম্মকথিকোত্রৈব সজ্জং গচ্ছতি।

১৫৩। মুক্তপ্রতিভ, নহে যুক্তপ্রতিভ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত এবং সহসা উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই উত্তর যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ পুদাল মুক্তপ্রতিভ, নহে যুক্তপ্রতিভ নামে অভিহিত।

১৫৪। যুক্তপ্রতিভ ও মুক্তপ্রতিভ পুদাল কাহাকে বলে? যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত এবং সহসা উত্তর দিতে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তি যুক্তপ্রতিভ ও মুক্তপ্রতিভ।

১৫৫। নহে যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সহসা কিংবা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে অক্ষম। এরূপ পুদাল নহে যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ।

১৫৬। চারি প্রকার ধর্মোপদেশক কে কে? চারি প্রকার ধর্মোপদেশক :

কোনো ধর্মকথক বা উপদেষ্টা (পরিষদে) অল্পমাত্র ভাষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। পরিষদ এরূপ দক্ষ নহে যে উক্ত ভাষণ সঙ্গতাসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। এইরূপ ধর্মকথক এই জাতীয় পরিষদে ধর্মকথক রূপেই পরিগণিত।

কোনো ধর্মকথক (পরিষদে) অল্প মাত্র ভাষণ করেন বটে, কিন্তু তাহা সুসঙ্গত এবং পরিষদও এরূপ দক্ষ যে উক্ত ভাষণ যৌক্তিক কি অযৌক্তিক তাহা বিবেচনা করিতে সক্ষম। এরূপ ধর্মকথক এইরূপ পরিষদে ধর্মকথক নামেই অভিহিত।

ইধ পনেকচো ধম্মকথিকো বহুঞ্চ ভাসতি অসহিতঞ্চ, পরিসা চম্পস ন কুসলা হোতি সহিতাসহিতম্প। এৰরুপো ধম্মকথিকো এৰরুপায় পরিসায় ধম্মকথিকোএৰ সজ্জং গচ্ছতি।

ইধ পনেকচো ধম্মকথিকো বহুঞ্চ ভাসতি সহিতঞ্চ, পরিসা চম্পস কুসলা হোতি সহিতাসহিতম্প। এৰরুপো ধম্মকথিকো এৰরুপায় পরিসায় ধম্মকথিকোএৰ সজ্জং গচ্ছতি। ইমে চত্তারো “ধম্মকথিকা পুণ্ণলা”।

১৫৭. তথ কতমে চত্তারো বলাহকূপমা পুণ্ণলা? চত্তারো বলাহকা - গজ্জিতা নো বস্সিতা, বস্সিতা নো গজ্জিতা, গজ্জিতা চ বস্সিতা চ, নেৰ গজ্জিতা নো বস্সিতা। এৰমেৰং চত্তারোমে বলাহকূপমা পুণ্ণলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? গজ্জিতা নো বস্সিতা, বস্সিতা নো গজ্জিতা, গজ্জিতা চ বস্সিতা চ, নেৰ গজ্জিতা নো বস্সিতা।

কোনো ধর্মকথক (পরিষদে) বহুলভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেশনা উপযোগী নহে। পরিষদও এরূপ দক্ষ নহেন যে উক্ত দেশনা যৌক্তিক কী অযৌক্তিক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এরূপ ধর্মকথকও এইরূপ পরিষদে ধর্মকথক নামেই খ্যাত।

কোনো ধর্মকথক আপন প্রতিভায় পরিষদে যুক্তি যুক্ত ও অর্থপূর্ণ বহু ধর্মোপদেশ প্রদানে সক্ষম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিষদও ইহার যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা নির্ধারণে সক্ষম। এই জাতীয় ধর্মকথক এইরূপ সভায় ধর্মকথক রূপেই বিখ্যাত। এই হইলেন চারি প্রকার ধর্মকথক।

১৫৭। চারি প্রকার বলাহকোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার বলাহক বা মেঘ। যথা :

[ক] কোনো বলাহক গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না।

[খ] কোনো বলাহক বর্ষণ করে, কিন্তু গর্জন করে না।

[গ] কোনো বলাহক গর্জন করে, বর্ষণও করে।

[ঘ] কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণ ও করে না।

এরূপ চারিপ্রকার বলাহকোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার পুদাল কীরূপ? যথা : বজ্রা, কিন্তু কর্তা নহে। কর্তা, কিন্তু বজ্রা নহে। বজ্রা ও কর্তা। বজ্রাও নহে, কর্তাও নহে।

কথঞ্চ পুগ্নলো গজ্জিতা হোতি নো বস্সিতা? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো ভাসিতা হোতি, নো কত্তা। এবং পুগ্নলো গজ্জিতা হোতি, নো বস্সিতা। সেয্যথাপি সো বলাহকো গজ্জিতা নো বস্সিতা, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো বস্সিতা হোতি নো গজ্জিতা? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো কত্তা হোতি, নো ভাসিতা। এবং পুগ্নলো বস্সিতা হোতি নো গজ্জিতা। সেয্যথাপি সো বলাহকো বস্সিতা নো গজ্জিতা, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো গজ্জিতা চ হোতি বস্সিতা চ? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো ভাসিতা চ হোতি, কত্তা চ। এবং পুগ্নলো গজ্জিতা চ হোতি বস্সিতা চ। সেয্যথাপি সো বলাহকো গজ্জিতা চ বস্সিতা চ, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো নেব গজ্জিতা হোতি নো বস্সিতা? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো নেব ভাসিতা হোতি নো কত্তা। এবং পুগ্নলো নেব গজ্জিতা হোতি নো বস্সিতা। সেয্যথাপি সো বলাহকো নেব গজ্জিতা নো বস্সিতা, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

ইমে চত্তারো বলাহকুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবজ্জিমানা লোকস্মহি।

[ক] কীরূপ পুদাল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নহেন?

কোনো পুদাল প্রথমোক্ত মেঘের মত অপরকে বহু উপদেশ দেন, কিন্তু কাজ করেন না। এইরূপ পুদাল গর্জনকারী, বর্ষণকারী নহেন।

[খ] কীরূপ পুদাল বর্ষণকারী, গর্জনকারী নহেন?

কোনো পুদাল দ্বিতীয়োক্ত মেঘের ন্যায় নিজে কাজ করেন, কিন্তু অপরকে উপদেশ দিতে পারেন না। এইরূপ পুদাল বর্ষণকারী, গর্জনকারী নহেন।

[গ] কীরূপ পুদাল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

কোনো পুদাল উপদেশ দানেও সক্ষম এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনেও দক্ষ। যেমন তৃতীয় প্রকার বলাহক গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এইরূপ পুদাল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

[ঘ] কীরূপ পুদাল গর্জনকারীও নহে বর্ষণকারীও নহে?

কোনো পুদাল উপদেশ দানেও অক্ষম এবং কার্য সম্পাদনে ও অসমর্থ। যেমন চতুর্থ বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করেনা। এরূপ পুদাল গর্জনকারীও নহে, বর্ষণকারীও নহে।

এই চতুর্বিধ বলাহকোপম ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।

১৫৮. তথ কতমে চত্তারো মূসিকূপমা পুগ্গলা? চতস্সো মূসিকা - গাধং কত্তা নো বসিতা, বসিতা নো গাধং কত্তা, গাধং কত্তা চ বসিতা চ, নেব গাধং কত্তা নো বসিতা। এবমেবং চত্তারোমে মূসিকূপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? গাধং কত্তা নো বসিতা, বসিতা নো গাধং কত্তা, গাধং কত্তা চ বসিতা চ, নেব গাধং কত্তা নো বসিতা।

কথঞ্চ পুগ্গলো গাধং কত্তা হোতি নো বসতি? ইধকেচ্চো পুগ্গলো ধম্মং পরযাপুণাতী - সুত্তং গয়েং বয়ে্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবিত্তকং জাতকং অব্ভুতধম্মং বদেল্লং। সো “ইদং দুক্কং” ন্তি যথাভুতং নপ্পজানাতী, “অযং দুক্কসমুদযো” তি যথাভুতং নপ্পজানাতী, “অযং দুক্কনরোধো” তি যথাভুতং নপ্পজানাতী, “অযং দুক্কনরোধগামিনী পটপিদা” তি যথাভুতং নপ্পজানাতী। এবং পুগ্গলো গাধং কত্তা হোতি নো বসতি। সয়েযথাপি সা মূসিকা গাধং কত্তা নো বসতি, তথুপমো অযং পুগ্গলো।

১৫৮। চারি প্রকার মূষিকোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার মূষিক। যথা :

কোনো মূষিক গর্ত খনন করে কিন্তু তাহাতে বাস করে না। কোনো মূষিক গর্তে বাস করে কিন্তু গর্ত খনন করে না। কোনো মূষিক গর্ত খননও করে এবং গর্তে বাসও করে। কোনো মূষিক গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না। এই চারি প্রকার মূষিকোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

কীরূপ পুদাল গর্ত খননকারী, কিন্তু গর্তনিবাসী নহে?

কোনো পুদাল ধর্মবিনয় শিক্ষা করে, সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুজ্জক, জাতক, অদ্ভুত-ধর্ম ও বেদল্য, কিন্তু ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখের কারণ’ ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’ ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়’ যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারে

না। এইরূপ পুদাল গর্ত খননকারী, কিন্তু গর্ত নিবাসী নহে। যেমন প্রথমোক্ত
মৃষিক গর্ত খনন করে কিন্তু তথায় বাস করে না।

কথঞ্চিৎ পুণ্ডলো বসিতা হোতি নো গাধং কত্তা? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো ধম্মং ন পরিয়াপুণাতি - সুত্তং গেয়্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবুত্তকং জাতকং অবুত্তধম্মং বেদল্লং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি। এবং পুণ্ডলো বসিতা হোতি নো গাধং কত্তা। সেয্যথাপি সা মূসিকা বসিতা নো গাধং কত্তা, তথূপমো অয়ং পুণ্ডলো।

কথঞ্চিৎ পুণ্ডলো গাধং কত্তা চ হোতি বসিতা চ? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো ধম্মং পরিয়াপুণাতি - সুত্তং গেয়্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবুত্তকং জাতকং অবুত্তধম্মং বেদল্লং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি। এবং পুণ্ডলো গাধং কত্তা চ হোতি বসিতা চ। সেয্যথাপি সা মূসিকা গাধং কত্তা চ বসিতা চ, তথূপমো অয়ং পুণ্ডলো।

কীরূপ পুদাল গর্ত-নিবাসী, কিন্তু গর্ত খনক নহে।

কোনো পুদাল সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্য ইত্যাদি ধর্মবিনয় শিক্ষা করেন না কিন্তু ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখের কারণ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়’, যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। এরূপ পুদাল গর্তে বাস করেন বটে, কিন্তু গর্ত খনন করেন না। যেমন দ্বিতীয়োক্ত মূষিক গর্তে বাস করে, কিন্তু গর্ত খনন করে না।

কীরূপ পুদাল গর্ত-খনক ও গর্তনিবাসী?

কোনো পুদাল সূত্রাদি নবাস্তবিশিষ্ট অনুশাসন শিক্ষা করেন এবং দুঃখাদি চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। এরূপ পুদাল গর্ত খননকারী ও গর্তনিবাসী নামে খ্যাত। যেমন তৃতীয় প্রকার মূষিক গর্ত খনক ও গর্ত নিবাসী।

কথঞ্চিৎ পুগ্গলো নেৰ গাধং কত্তা হোতি নো বসিতা? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো ধম্মং ন পরিয়াপুণাতি - সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবুত্তকং জাতকং অবুতধম্মং বেদল্লং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অযং দুক্কখসমুদযো”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অযং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি। এৰং পুগ্গলো নেৰ গাধং কত্তা হোতি নো বসিতা। সেয্যথাপি সা মুসিকা নেৰ গাধং কত্তা নো বসিতা, তথূপমো অযং পুগ্গলো।

ইমে চত্তারো মুসিকুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং।

১৫৯. তত্থ কতমে চত্তারো অম্বুপমা পুগ্গলা? চত্তারি অম্বানি - আমং পক্কবর্ণা [পক্কবর্ণী], পক্কং আমবর্ণা [আমবর্ণী (স্যা. ক.) অ. নি. ৪.১০৫], আমং আমবর্ণা, পক্কং পক্কবর্ণা। এবমবেং চত্তারোমে অম্বুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? আমো পক্কবর্ণী, পক্কো আমবর্ণী, আমো আমবর্ণী, পক্কো পক্কবর্ণী।

কীরূপ পুদাল গৰ্ত্ত খনকও নহে, গৰ্ত্ত নিবাসীও নহে?

কোনো পুদাল সূত্রাদি ধর্মবিনয় শিক্ষাও করে না এবং দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধিও করিতে পারে না। যেমন কোনো কোনো মূষিক গৰ্ত্ত খনন করিতেও জানে না, গৰ্ত্তে বাসও করেনা। এরূপ ব্যক্তি গৰ্ত্ত খনকও নহে এবং গৰ্ত্ত নিবাসীও নহে। এরূপ চতুর্বিধ মূষিকোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৫৯। চারি প্রকার অম্বোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার অম্ব। কাঁচা অথচ পক্কবর্ণ। পাকা অথচ কাঁচাবর্ণ। কাঁচা-কাঁচা বর্ণ, পাকা-পাকাবর্ণ। এরূপ চারি প্রকার অম্বোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কীরূপ? অপরিপক্ক কিন্তু পক্কবর্ণ বিশিষ্ট, পরিপক্ক কিন্তু অপক্কবর্ণ বিশিষ্ট। পরিণত-পরিণতবর্ণ এবং অপরিণত-অপরিণতবর্ণ।

কথঞ্চিৎ পুণ্ডলো আমো হোতি পক্কবল্লী? ইধেকচ্চস্স পুণ্ডলস্স পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং [সম্মিজ্জিতং (সী. স্যা.)] পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অয়ং দুক্কখসমুদযো”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি। এবং পুণ্ডলো আমো হোতি পক্কবল্লী। সেয্যথাপি তং অস্মং আমং পক্কবল্লি, তথূপমো অয়ং পুণ্ডলো।

কথঞ্চিৎ পুণ্ডলো পক্কো হোতি আমবল্লী? ইধেকচ্চস্স পুণ্ডলস্স ন পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি, “অয়ং দুক্কখসমুদযো”তি যথাভূতং পজানাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধো”তি যথাভূতং পজানাতি, “অয়ং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এবং পুণ্ডলো পক্কো হোতি আমবল্লী। সেয্যথাপি তং অস্মং পক্কং আমবল্লি, তথূপমো অয়ং পুণ্ডলো।

(ক) কীরূপ পুদাল অপরিপক্ক কিন্তু পক্কবর্ণ বিশিষ্ট?

কোনো পুদালের অভিগমন প্রতিগমন বা চলা-ফেরা, দৃষ্টির অবলোকন বিলোকন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (জনসাধারণের পক্ষে) অতীব সন্তোষজনক, কিন্তু তিনি ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখের কারণ’ ‘ইহা দুঃখনিরোধ’ ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেমন কাঁচা আমের অস্বাভাবিক পক্কবর্ণ। তদ্রূপ এই পুদাল অপরিপক্ক, কিন্তু পক্কবর্ণ বিশিষ্ট।

(খ) কীরূপ পুদাল পরিপক্ক, কিন্তু কাঁচাবর্ণ বিশিষ্ট?

কোনো পুদালের গমনাগমন বা চলারফেরা দৃষ্টির অবলোকন বিলোকন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পত্তচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (জনসাধারণের পক্ষে) প্রসন্নতা জ্ঞাপক নহে, কিন্তু দুঃখাদি চতুরার্যসত্য যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম। পাকা আমের কাঁচাবর্ণের ন্যায় এই পুদাল পরিপক্ক, কিন্তু কাঁচাবর্ণ-বিশিষ্ট।

কথঞ্চিৎ পুগ্নলো আমো হোতি আমবল্লী? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স ন পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নপ্পজানাতি... পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি। এবং পুগ্নলো আমো হোতি আমবল্লী। সেয্যথাপি তং অস্মং আমং আমবল্লি, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চিৎ পুগ্নলো পক্কো হোতি পক্কবল্লী? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি ... পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এবং পুগ্নলো পক্কো হোতি পক্কবল্লী। সেয্যথাপি তং অস্মং পক্কং পক্কবল্লি, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

ইমে চত্তারো অমূপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং।

(গ) কীরূপ পুদাল অপরিপক্ব-অপরিপক্ব বর্ণ বিশিষ্ট?

কোনো পুদালের গমনাগমন, দৃষ্টির অবলোকন বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পাত্রটীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (লোকসমাজে) সন্তোষজনক নহে, তিনি চতুরার্যসত্যও যথাযথ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যেমন কাঁচা আমের অভ্যন্তরেও কাঁচা, বহির্ভাগও কাঁচাবর্ণবিশিষ্ট। এরূপ পুদাল অপরিপক্ব-অপরিপক্ববর্ণ বিশিষ্ট।

(ঘ) কীরূপ পুদাল পরিপক্ব-পরিপক্ববর্ণ বিশিষ্ট?

কোনো পুদালের অভিগমন প্রতিগমন, দৃষ্টির অবলোকন বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পাত্রটীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহারও (লোকসমাজে) অতীব প্রীতিজনক এবং তিনি দুঃখাদি চতুরার্যসত্য যথাযথ দর্শন করিতে সক্ষম। যেমন পরিপক্ব আম্র এবং ইহার বর্ণগন্ধ রসও পরিপক্ব। এইরূপ পুদাল পরিপক্ব-পরিপক্ব বর্ণবিশিষ্ট। এই চতুর্বিধ অমোপমা পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৬০. তথ কতমে চত্তারো কুন্তুপমা পুগ্গলা? চত্তারো কুন্তা তুচ্ছো পিহিতো, পুরো বিবটো, তুচ্ছো বিবটো, পুরো পিহিতো। এৰমেবং চত্তারোমে কুন্তুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? তুচ্ছো পিহিতো, পুরো বিবটো, তুচ্ছো বিবটো, পুরো পিহিতো।

কথঞ্চ পুগ্গলো তুচ্ছো হোতি পিহিতো? ইধেকচ্চস্স পুগ্গলস্স পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং নল্লজানাতি...পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নল্লজানাতি। এৰং পুগ্গলো তুচ্ছো হোতি পিহিতো। সেযথাপি সো কুন্তো তুচ্ছো পিহিতো, তথূপমো অযং পুগ্গলো।

কথঞ্চ পুগ্গলো পুরো হোতি বিবটো? ইধেকচ্চস্স পুগ্গলস্স ন পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তীৰরধারণং। সো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এৰং পুগ্গলো পুরো হোতি বিবটো। সেযথাপি সো কুন্তো পুরো বিবটো, তথূপমো অযং পুগ্গলো।

১৬০। চারি প্রকার কুন্তোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার কুন্ত। শূন্য-আবৃত, পূর্ণ-অনাবৃত, শূন্য-অনাবৃত, পূর্ণ-আবৃত। এইরূপ চারি প্রকার কুন্তোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কীরূপ? শূন্যগর্ভ-বহিরাবৃত, পূর্ণগর্ভ-অনাবৃত, শূন্যগর্ভ-অনাবৃত, পূর্ণগর্ভ-বহিরাবৃত।

কীরূপ পুদাল শূন্যগর্ভ-বহিরাবৃত?

কোনো ব্যক্তির গতিবিধি, দৃষ্টির অবলোকন বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্য আচার ব্যবহারে (লোকের) প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তিনি দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যেমন কুন্ডের অন্তঃদেশ সারপদার্থ শূন্য, কিন্তু মুখটি সুন্দর আবরণ দ্বারা আবৃত। এরূপ পুদাল শূন্যগর্ভ বহিরাবৃত নামে খ্যাত।

কীরূপ পুদাল পূর্ণগর্ভ-অনাবৃত?

কোনো ব্যক্তির গতিবিধি, দৃষ্টির অবলোকন, বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন প্রসারণ, সজ্জাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্য আচার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে। কিন্তু তিনি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যেমন কুন্ডের অন্তঃদেশ সার পদার্থ পরিপূর্ণ। কিন্তু মুখটি আবৃত নহে। এরূপ পুদাল পূর্ণগর্ভ-অনাবৃত।

কথঞ্চ পুগ্নলো তুচ্ছো হোতি বিবটো? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স ন পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নগ্নজানাতি...পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নগ্নজানাতি। এবং পুগ্নলো তুচ্ছো হোতি বিবটো। সেযথাপি সো কুস্তো তুচ্ছো বিবটো, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো পুরো হোতি পিহিতো? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স পাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এবং পুগ্নলো পুরো হোতি পিহিতো। সেযথাপি সো কুস্তো পুরো পিহিতো, তথূপমো অযং পুগ্নলো। ইমে চত্তারো কুস্তূপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিৎ।

১৬১. তথ কতমে চত্তারো উদকরহদূপমা পুগ্নলা? চত্তারো উদকরহদা[উত্তানো গন্তীরোভাসো, গন্তীরো উত্তানোভাসো, উত্তানো উত্তানোভাসো, গন্তীরো গন্তীরোভাসো। এবং চত্তারোমে উদকরহদূপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিৎ। কতমে চত্তারো? উত্তানো গন্তীরোভাসো, গন্তীরো উত্তানোভাসো, উত্তানো উত্তানোভাসো, গন্তীরো গন্তীরোভাসো।

কীরূপ পুদাল শূন্যগর্ভ-অনাবৃত?

কোনো ব্যক্তির অভিগমনাদি বাহ্যিক ব্যবহারও সন্তোষজনক নহে এবং চতুরার্যসত্য ও উপলব্ধি নহে। যেমন কুস্তের অন্তঃদেশ পদার্থ শূন্য এবং মুখও অনাবৃত। এরূপ ব্যক্তি শূন্যগর্ভ-অনাবৃত।

কীরূপ পুদাল পূর্ণগর্ভ-বহিরাবৃত?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও সন্তোষজনক এবং তিনি চতুরার্যসত্য ও যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যেমন কুস্তের অন্তঃদেশ পদার্থ পূর্ণ ও মুখটিও সুন্দর আবৃত। এরূপ ব্যক্তি পূর্ণগর্ভ-বহিরাবৃত। এই চতুর্বিধ কুস্তোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৬১। চারি প্রকার হৃদোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার হৃদ। চটাল বা অগন্তীর কিন্তু গন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান। গন্তীর কিন্তু চটাল বলিয়া প্রতীয়মান। চটাল-চটাল বলিয়া প্রতীয়মান। গন্তীর-গন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান। এইরূপ চারি প্রকার উদক হৃদোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কীরূপ? অগন্তীর-গন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান। গন্তীর-অগন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান। অগন্তীর-অগন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান। গন্তীর-গন্তীর বলিয়া বলিয়া প্রতীয়মান।

কথঞ্চ পুণ্নলো উত্তানো হোতি গন্তীরোভাসো? ইধেকচ্চস্স পুণ্নলস্স পাাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং ঝিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নল্লজানাতি...পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নল্লজানাতি। এবং পুণ্নলো উত্তানো হোতি গন্তীরোভাসো। সেয্যাথাপি সো উদকরহদো উত্তানো গন্তীরোভাসো, তথূপমো অযং পুণ্নলো।

কথঞ্চ পুণ্নলো গন্তীরো হোতি উত্তানোভাসো? ইধেকচ্চস্স পুণ্নলস্স ন পাাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং ঝিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এবং পুণ্নলো গন্তীরো হোতি উত্তানোভাসো। সেয্যাথাপি সো উদকরহদো গন্তীরো উত্তানোভাসো, তথূপমো অযং পুণ্নলো।

কথঞ্চ পুণ্নলো উত্তানো হোতি উত্তানোভাসো? ইধেকচ্চস্স পুণ্নলস্স ন পাাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং ঝিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুক্কখ”ন্তি যথাভূতং নল্লজানাতি...পে... “অযং দুক্কখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নল্লজানাতি। এবং পুণ্নলো উত্তানো হোতি উত্তানোভাসো। সেয্যাথাপি সো উদকরহদো উত্তানো উত্তানোভাসো, তথূপমো অযং পুণ্নলো।

কীরূপ পুদাল অগন্তীর-গন্তীর ভাবব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার ব্যবহার গান্তীর্যপূর্ণ, সন্তোষজনক, কিন্তু দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি তাঁহার সাধ্যাতীত। যেমন কোনো কোনো হৃদ জানু পরিমিত জলবিশিষ্ট হইলেও ইহার জলের পনর প্রকার বর্ণ বৈষম্য হেতু তলদেশ দৃষ্টিগোচরে আসিয়া গন্তীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

কীরূপ পুদাল গন্তীর, কিন্তু অগন্তীর ভাব-ব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-ব্যবহার সন্তোষজনক নহে, কিন্তু চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করা তাঁহার ক্ষমতাবীণ। যেমন কোনো কোনো হৃদে গন্তীর জল থাকা সত্ত্বেও ইহার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা হেতু তলদেশ স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টি গোচরে আসে, গন্তীর হইলেও অগন্তীর বলিয়া মনে হয়। এরূপ ব্যক্তি গন্তীর, কিন্তু অগন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান।

কীরূপ পুদাল অগন্তীর-অগন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান? কোনো পুদালের অভিজ্ঞানাদি বাহ্যিক আচার-ব্যবহারও সন্তোষজনক নহে এবং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতেও প্রচুর অক্ষমতা বিদ্যমান। যেমন কোনো হৃদ স্বভাবত চটাল, অল্লজলবিশিষ্ট। তাহা দেখিতেও অগন্তীর উত্তান। এরূপ অগন্তীর পুদাল অগন্তীর বলিয়া প্রতীয়মান।

কথঞ্চ পুগ্নলো গন্তীরো হোতি গন্তীরোভাসো? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স পাাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। এবং পুগ্নলো গন্তীরো হোতি গন্তীরোভাসো। সেযথাপি সো উদকরহদো গন্তীরো গন্তীরোভাসো, তথূপমো অযং পুগ্নলো। ইমে চত্তারো উদকরহদূপমা পুগ্নলা কথঞ্চ পুগ্নলো আমো হোতি আমবল্লী? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স ন পাাসাদিকং হোতি অভিক্কন্তং পটিক্কন্তং আলোকিতং বিলোকিতং সমিজ্জিতং পসারিতং সজ্জাটিপত্তচীরধারণং। সো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং নপ্পজানাতি... পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং নপ্পজানাতি। এবং পুগ্নলো আমো হোতি আমবল্লী। সেযথাপি তং অস্বং আমং আমবল্লি, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং।

১৬২. তথ কতমে চত্তারো বলীবদূপমা পুগ্নলা? চত্তারো বলীবদা [বলিবদা (স্যা.)]। সকগবচণ্ডো [সগবচণ্ডো (ক. সী.) অ. নি. ৪.১০৮] নো পরগবচণ্ডো, পরগবচণ্ডো নো সকগবচণ্ডো, সকগবচণ্ডো চ পরগবচণ্ডো চ, নেব সকগবচণ্ডো নো পরগবচণ্ডো। এৰমেবং চত্তারোমে বলীবদূপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? সকগবচণ্ডো নো পরগবচণ্ডো, পরগবচণ্ডো নো সকগবচণ্ডো, সকগবচণ্ডো চ পরগবচণ্ডো চ, নেব সকগবচণ্ডো নো পরগবচণ্ডো।

কীরূপ পুদাল গন্তীর এবং গন্তীর ভাবব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির অভিগমনাদি বাহ্যিক আচার ব্যবহার অতীব প্রীতিজনক এবং দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি ও তাঁহার নৈপুণ্যও প্রশংসাজনক। যেমন কোনো হ্রদের তলদেশ অতিশয় গভীর, বহুদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিতেও অতীব গভীর। ইহার আকৃতি গভীর মূর্তিমান। গভীর ভাবোদ্দীপক। এরূপ পুদাল গন্তীর এবং গন্তীর ভাব ব্যঞ্জক। এই চতুর্বিধ হ্রদোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৬২। চারি প্রকার বলীবর্দোপম পুদাল কে কে?

চারি প্রকার বলীবর্দ। স্বর্গবচণ্ড নহে পরগবচণ্ড, পরগবচণ্ড নহে স্বর্গবচণ্ড, স্বর্গবচণ্ড এবং পরগবচণ্ড, নহে স্বর্গবচণ্ড নহে পরগবচণ্ড। এই চারি প্রকার বলীবর্দোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কীরূপ? স্বদলচণ্ড নহে পরদলচণ্ড, পরদলচণ্ড নহে স্বদলচণ্ড, স্বদলচণ্ড এবং পরদলচণ্ড। নহে স্বদলচণ্ড-নহে পরদলচণ্ড।

কথঞ্চ পুণ্ণলো সকগৰচণ্ডো হোতি নো পরগৰচণ্ডো? ইধেকচ্চো পুণ্ণলো সকপরিসং উব্বেজিতা হোতি, নো পরপরিসং। এবং পুণ্ণলো সকগৰচণ্ডো হোতি নো পরগৰচণ্ডো। সেয্যথাপি সো বলীবদ্দো সকগৰচণ্ডো নো পরগৰচণ্ডো, তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

কথঞ্চ পুণ্ণলো পরগৰচণ্ডো হোতি নো সকগৰচণ্ডো? ইধেকচ্চো পুণ্ণলো পরপরিসং উব্বেজিতা হোতি, নো সকপরিসং। এবং পুণ্ণলো পরগৰচণ্ডো হোতি নো সকগৰচণ্ডো। সেয্যথাপি সো বলীবদ্দো পরগৰচণ্ডো নো সকগৰচণ্ডো, তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

কথঞ্চ পুণ্ণলো সকগৰচণ্ডো চ হোতি পরগৰচণ্ডো চ? ইধেকচ্চো পুণ্ণলো সকপরিসং উব্বেজিতা হোতি, পরপরিসং। এবং পুণ্ণলো সকগৰচণ্ডো চ হোতি পরগৰচণ্ডো চ। সেয্যথাপি সো বলীবদ্দো সকগৰচণ্ডো চ পরগৰচণ্ডো চ, তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

(ক) কীরূপ পুদাল স্বদলচণ্ড-নহে পরদলচণ্ড?

কোনো পুদাল আপন পরিষদ বা আত্মীয় স্বজনের সহিত সর্বদা ঝগড়া বিবাদ করে, কিন্তু অপরের সহিত তাহা না করিয়া সর্বদা সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলে। যেমন প্রথমোক্ত বলীবর্দ স্ব-দলীয় গো সকলকে নানারূপ উৎপীড়ন করে, কিন্তু অন্য ঘরের গো গণকে কোনোরূপ উৎপীড়ন করে না। এবং অন্যগুলির প্রতি শান্তশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। এইরূপ পুদাল স্বদলচণ্ড-নহে পরদলচণ্ড নাহে কথিত।

(খ) কীরূপ পুদাল পরদলচণ্ড, নহে স্বদলচণ্ড?

কোনো ব্যক্তি অপরকে উৎপীড়ন করে। অপরের সহিত হিংসা-হিংসি করে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সহিত রেষারেষি করে না। সর্বদা প্রীতি ভালবাসা রক্ষা করিয়া চলে। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ অপরাপর গো সকলকে উৎপীড়ন করে। আপন ঘরের গো সকলের সহিত কোনোরূপ উপদ্রব করে না। এরূপ পুদাল পরদলচণ্ড-নহে স্বদলচণ্ড।

(গ) কীরূপ পুদাল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড?

কোনো ব্যক্তি আপন পরিষদ বা জাতি জ্ঞাতির সহিত অহোরাত্র উৎপীড়ন, বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকে এবং অপর লোকজনের সহিতও সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করে। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ স্বদলীয় ও পরদলীয় গো গণকে নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাত করিয়া উৎপীড়িত করে। এরূপ ব্যক্তি স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড নামে অভিহিত।

কথঞ্চ পুণ্ডলো নেৰ সকগৰচণ্ডো হোতি নো পরগৰচণ্ডো? ইধেকচো পুণ্ডলো নেৰ সকপৰিসং উৰ্বেজিতা হোতি নো পরপৰিসং। এৰং পুণ্ডলো নেৰ সকগৰচণ্ডো হোতি নো পরগৰচণ্ডো। সেযথাপি সো বলীবদো নেৰ সকগৰচণ্ডো নো পরগৰচণ্ডো, তথূপমো অযং পুণ্ডলো। ইমে চত্তারো বলীবদূপমা পুণ্ডলা সন্তো সংৰিজ্জমানা লোকস্মিং।

১৬৩. তথ কতমে চত্তারো আসীৰিসূপমা পুণ্ডলা? চত্তারো আসীৰিসা [আসিৰিসা (স্যা.)]। আগতৰিসো নো ঘোরৰিসো, ঘোরৰিসো নো আগতৰিসো, আগতৰিসো চ ঘোরৰিসো চ, নেৰ আগতৰিসো নো ঘোরৰিসো। এৰমেৰং চত্তারোমে আসীৰিসূপমা পুণ্ডলা সন্তো সংৰিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে চত্তারো? আগতৰিসো নো ঘোরৰিসো, ঘোরৰিসো নো আগতৰিসো, আগতৰিসো চ ঘোরৰিসো চ, নেৰ আগতৰিসো নো ঘোরৰিসো।

কথঞ্চ পুণ্ডলো আগতৰিসো হোতি নো ঘোরৰিসো? ইধেকচো পুণ্ডলো অভিসং কুজ্জতি। সো চ খুস্স কোধো ন চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। এৰং পুণ্ডলো আগতৰিসো হোতি, নো ঘোরৰিসো। সেযথাপি সো আসীৰিসো আগতৰিসো নো ঘোরৰিসো, তথূপমো অযং পুণ্ডলো।

(ঘ) কীরূপ পুদাল নহেন স্বদলচণ্ড, নহেন পরদলচণ্ড?

কোনো পুদাল স্বপরিষদ কিংবা পর পরিষদের সহিত কোনোরূপ বিরোধ ঘটায় না। সর্বদা মৈত্রী করুণা পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ স্বপরিষদ কিংবা পরপরিষদা কাহারও সঙ্গে কোনোরূপ প্রচণ্ডতা প্রদর্শন করে না। এইরূপ পুদাল নহেন স্বদলচণ্ড, নহেন পরদলচণ্ড নামে অভিহিত। এই চতুর্বিধ বলীবর্দোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৬৩। চারি প্রকার সর্পোপম পুদাল কাহাকে বলে?

চারি প্রকার সর্প : আগতবিষ নহে ঘোরবিষ, কোনো সর্প ঘোরবিষ নহে আগতবিষ, কোনো সর্প আগতবিষ ও ঘোরবিষ, কোনো সর্প নহে-আগতবিষ নহে ঘোরবিষ। এরূপ চারি প্রকার সর্পোপম ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। চারি প্রকার কীরূপ? কোনো ব্যক্তি আগতবিষ-নহে ঘোরবিষ, কোনো ব্যক্তি ঘোরবিষ-নহে আগতবিষ, কোনো ব্যক্তি আগতবিষ ও ঘোরবিষ, কোনো ব্যক্তি নহে আগতবিষ নহে ঘোরবিষ।

কীরূপ পুদাল আগতবিষ-নহে ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে বিষ সহসা আসে এবং সহসা পড়িয়া যায়। বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তেমন কোনো ব্যক্তি সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহার সেই ক্রোধ বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। এরূপ ব্যক্তি আগতবিষ-নহে ঘোরবিষ রূপে বর্ণিত।

কথঞ্চ পুণ্ণলো ঘোরবিসো হোতি নো আগতবিসো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো নহেৰ থো [নেৰ থো (সী.) অ. নি. ৪.১১০] অভিহং কুজ্জতি। সো চ খ্বস্স কোধো চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। এবং পুণ্ণলো ঘোরবিসো হোতি, নো আগতবিসো। সেয্যথাপি সো আসীৰিসো ঘোরবিসো নো আগতবিসো, তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

কথঞ্চ পুণ্ণলো আগতবিসো চ হোতি ঘোরবিসো চ? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অভিহং কুজ্জতি। সো চ খ্বস্স কোধো চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। এবং পুণ্ণলো আগতবিসো চ হোতি ঘোরবিসো চ। সেয্যথাপি সো আসীৰিসো আগতবিসো চ ঘোরবিসো চ, তথূপমো অযং পুণ্ণলো।

কথঞ্চ পুণ্ণলো নেৰ আগতবিসো হোতি নো ঘোরবিসো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো নহেৰ থো অভিহং কুজ্জতি। সো চ খ্বস্স কোধো ন চিরং দীঘরত্তং অনুসেতি। এবং পুণ্ণলো নেৰ আগতবিসো হোতি নো ঘোরবিসো। সেয্যথাপি সো আসীৰিসো নেৰ আগতবিসো নো ঘোরবিসো, তথূপমো অযং পুণ্ণলো। ইমে চত্তারো আসীৰিসূপমা পুণ্ণলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিংহ।

কীরূপ পুদাল ঘোরবিষ নহে আগতবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, কিন্তু একবার আসিলে সহসা পড়ে না, অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। তেমনি কোনো পুদাল সর্বদা ত্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তবে সহসা পড়িয়া যায় না। দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। এইরূপ পুদাল ঘোরবিষ, নহে আগতবিষ নামে পরিচিত।

কীরূপ পুদাল আগতবিষ ও ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ উৎপন্ন হয় এবং সেই বিষ সহসা পড়িয়া যায় না, বহুক্ষণ স্থায়ী থাকে, তেমনি কোনো পুদাল অনুক্ষণ ত্রুদ্ধ হয় এবং তাহার সেই উৎপন্ন ক্রোধ চিন্তে বিধিয়া রাখে, সহসা ত্যাগ করিতে পারে না। এরূপ পুদাল আগত বিষ ও ঘোরবিষ নামে অভিহিত।

কীরূপ পুদাল নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পে দন্তে বিষ সর্বদা আসে না এবং সময়ে যদিও বা আসে, তৎক্ষণাৎ তাহা পড়িয়া যায়। তেমনি কোনো পুদাল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে বা এবং যদিও সাময়িক ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অতি সহসা তাহা পড়িয়া যায়। এইরূপ পুদাল নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ নামে খ্যাত।

১৬৪. কথঞ্চ পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্প বগ্নং ভাসিতা হোতি? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো দুগ্নটিপন্নানং মিচ্ছাপটিপন্নানং তিথিয়ানং তিথিয়সারকানং বগ্নং ভাসতি। “সুগ্নটিপন্ন” ইতিপি, “সম্মাপটিপন্ন” ইতিপীতি। এবং পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্প বগ্নং ভাসিতা হোতি।

কথঞ্চ পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা বগ্নারহস্প অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো সুগ্নটিপন্নানং সম্মাপটিপন্নানং বুদ্ধানং বুদ্ধসারকানং অৰণ্ণং ভাসতি। “দুগ্নটিপন্ন” ইতিপি, “মিচ্ছাপটিপন্ন” ইতিপীতি। এবং পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা বগ্নারহস্প অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি।

কথঞ্চ পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা অগ্নসাদনীয়ে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি? ইধেকচ্ছো পুগ্নলো দুগ্নটিপদায মিচ্ছাপটিপদায পসাদং জনেতি। “সুগ্নটিপদা” ইতিপি, “সম্মাপটিপদা” ইতিপীতি। এবং পুগ্নলো অননুৰিচ্ছ অপরিযোগাহেত্বা অগ্নসাদনীয়ে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি।

১৬৪। কীরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া, যথাযথ না জানিয়া, নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসা-কারী হয়?

কোনো পুদাল দুর্নীতি পরায়ণ (সম্যক, অনুবর্তনীয়, অনুলোম, অববুদ্ধ ও ধর্মানুধর্মা এই পাঁচ প্রকার প্রতিপদায় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া তদ্বিপরীত প্রতিপদায় প্রতিষ্ঠিত) বিপথগামী তৈরিক বা তৈরিক শ্রাবক সংঘকে সুপ্রতিপন্ন ও সুপথগামী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। এইরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া যথাযথ না জানিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী হয়।

কীরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী?

কোনো ব্যক্তি সুনীতিপরায়ণ (সম্যক, অনুবর্তনীয়, অনুলোম, অববুদ্ধ ও ধর্মানুধর্মা এই পাঁচ প্রকার প্রতিপদায় সুপ্রতিষ্ঠিত) সুপদগামী বুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবক সংঘকে দুঃপ্রতিপন্ন ও কুপথগামী বলিয়া দুর্নাম রটাইতে থাকে। এইরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী হয়।

কীরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া ও যথাযথ অবগত না হইয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসাদ প্রদর্শনকারী?

কোনো পুদাল দুর্নীতির প্রতি, মিথ্যামার্গের প্রতি “ইহা সুনীতি, ইহা সংমার্গ” বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদাল বিবেচনা না করিয়া ও যথাযথ অবগত না হইয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসাদ প্রদর্শনকারী হয়।

কথঞ্চ পুণ্ডলো অননুবিচ অপরিযোগাহেত্বা পসাদনীয়ে ঠানে অঙ্গসাদং উপদংসিতা হোতি? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো সুপ্পটিপদায় সম্মাপটিপদায় অঙ্গসাদং জনেতি। “দুপ্পটিপদা” ইতিপি, “মিচ্ছাপটিপদা” ইতিপীতি। এবং পুণ্ডলো অননুবিচ অপরিযোগাহেত্বা পসাদনীয়ে ঠানে অঙ্গসাদং উপদংসিতা হোতি।

১৬৫. কথঞ্চ পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো দুপ্পটিপন্নানং মিচ্ছাপটিপন্নানং তিথিয়ানং তিথিয়সারকানং অৰণ্ণং ভাসতি। “দুপ্পটিপন্না” ইতিপি, “মিচ্ছাপটিপন্না” ইতিপীতি। এবং পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি।

কথঞ্চ পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো সুপ্পটিপন্নানং সম্মাপটিপন্নানং বুদ্ধানং বুদ্ধসারকানং বণ্ণং ভাসতি। “সুপ্পটিপন্না” ইতিপি, “সম্মাপটিপন্না” ইতিপীতি। এবং পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি।

কথঞ্চ পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা অঙ্গসাদনীয়ে ঠানে অঙ্গসাদং উপদংসিতা হোতি? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো দুপ্পটিপদায় মিচ্ছাপটিপদায় অঙ্গসাদং জনেতি। “দুপ্পটিপদা” ইতিপি, “মিচ্ছাপটিপদা” ইতিপীতি। এবং পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা অঙ্গসাদনীয়ে ঠানে অঙ্গসাদং উপদংসিতা হোতি।

কীরূপ পুদাল সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সম্যক অবগত না হইয়া প্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসাদ প্রদর্শনকারী।

কোনো পুদাল সৎপ্রতিপদায়, সম্যক প্রতিপদায় “ইহা অসৎ, ইহা মিথ্যা” প্রতিপদা বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদাল সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সম্যক অবগত না হইয়া প্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসাদ প্রদর্শনকারী হয়।

১৬৫। কীরূপ পুদাল বিবেচনাপূর্বক ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী?

কোনো পুদাল দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যা মার্গারূঢ় তৈরিক ও তাঁহাদের শ্রাবক সঙ্ঘকে দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যা মার্গারূঢ় বলিয়া অপযশ করে। এরূপ পুদাল বিবেচনাপূর্বক ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী হয়।

কীরূপে পুদাল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী।

কোনো পুদাল সুনীতিপরায়ণ, সৎ মার্গারূঢ় বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবক-সঙ্ঘের “সুপ্রতিপন্ন, সম্যক প্রতিপন্ন” বলিয়া সুনাম রটায়। এরূপ পুদাল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী হয়।

কীরূপ পুদাল সম্যক বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করত অপ্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসন্ন?

কোনো পুদাল দুর্নীতি ও মিথ্যামার্গের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। “ইহা দুর্নীতি, ইহা মিথ্যা মার্গ”। এইরূপ পুদাল সম্যক বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করত অপ্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসন্ন হয়।

কথঞ্চ পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা পসাদনীয়ে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো সুপ্পটিপদায় সম্মাপটিপদায় পসাদং জনেতি। “সুপ্পটিপদা” ইতিপি, “সম্মাপটিপদা” ইতিপীতি। এবং পুণ্ডলো অনুবিচ পরিযোগাহেত্বা পসাদনীয়ে ঠানে পসাদং উপদংসিতা হোতি।

১৬৬. কথঞ্চ পুণ্ডলো অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো বণ্ণোপি সংবিজ্জতি অৰণ্ণোপি সংবিজ্জতি। যো তথ অৰণ্ণো তং ভণতি ভূতং তচ্ছং কালেন, যো তথ বণ্ণো তং ন ভণতি ভূতং তচ্ছং কালেন। এবং পুণ্ডলো অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন।

কথঞ্চ পুণ্ডলো বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন? ইধেকচ্চো পুণ্ডলো বণ্ণোপি সংবিজ্জতি অৰণ্ণোপি সংবিজ্জতি। যো তথ বণ্ণো তং ভণতি ভূতং তচ্ছং কালেন, যো তথ অৰণ্ণো তং ন ভণতি ভূতং তচ্ছং কালেন। এবং পুণ্ডলো বণ্ণারহস্স বণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন, নো চ খো অৰণ্ণারহস্স অৰণ্ণং ভাসিতা হোতি ভূতং তচ্ছং কালেন।

কীরূপ পুদাল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান করত প্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসন্ন?

কোনো পুদাল সুনীতি ও সম্যক মার্গের প্রতি “ইহা সুনীতি, ইহা সৎ মার্গ” বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদাল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান করত প্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসন্ন হয়।

১৬৬। কীরূপে মানুষ যথাসময়ে সত্য সত্যই নিন্দনীয়ের নিন্দাকারী হয়, কিন্তু প্রশংসনীর প্রশংসাকারী হয় না?

কোনো লোকের মধ্যে সুনাম দুর্নামের কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা বাস্তবিকই দুর্নামের কারণ। যে ব্যক্তি তাহা যথাকালে রটনা করে, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই সুনামের কারণ। তাহা যথাকালে রটনা করে না। এইরূপ লোক যথাসময়ে সত্য সত্যই নিন্দনীয়ের নিন্দাকারী হয়, কিন্তু প্রশংসনীর প্রশংসাকারী হয় না।

কীরূপ মানুষ যথার্থ ও সত্য-সত্যই প্রশংসার ব্যক্তির উপযুক্ত কালে প্রশংসাকারী, কিন্তু অপ্রশংসার ব্যক্তির অপ্রশংসাকারী নহে?

কোনো লোকের মধ্যে যশ-অযশের কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা সত্য সত্যই যশের কারণ। যে ব্যক্তি তাহা যথাকালে রটনা করে, কিন্তু যথার্থ অযশের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যথাকালে তাহা রটনা করেনা। এরূপ লোক যথার্থ ও সত্য-সত্যই প্রশংসার ব্যক্তির উপযুক্ত কালে প্রশংসাকারী, কিন্তু অপ্রশংসার ব্যক্তির অপ্রশংসাকারী নহে।

কতমো চ পুগ্গলো পুণ্ড্রফলপজীৰী নো উট্ঠানফলপজীৰী? পরনিম্মিতবসবত্তী দেৰে [পরনিম্মিতবসবত্তিদেৰে (সী. স্যা.)] উপাদায় ততূপরি দেৰা পুণ্ড্রফলপজীৰীনো ন উট্ঠানফলপজীৰীনো।

কতমো চ পুগ্গলো উট্ঠানফলপজীৰী চ পুণ্ড্রফলপজীৰী চ? যস্স পুগ্গলস্স উট্ঠহতো ঘটতো বাযমতো আজীৰো অভিনিব্বত্তিত্তি পুণ্ড্রতো চ [অযং ব্ৰচ্ছতি পুগ্গলো “উট্ঠানফলপজীৰী চ পুণ্ড্রফলপজীৰী চ”]।

কতমো চ পুগ্গলো নেৰ উট্ঠানফলপজীৰী নো পুণ্ড্রফলপজীৰী? নেৰয়িকা নেৰ উট্ঠানফলপজীৰীনো নো পুণ্ড্রফলপজীৰীনো।

১৬৮. কথঞ্চ পুগ্গলো তমো হোতি তমপরায়নো? ইধেকছো পুগ্গলো নীচে কুলে পচ্ছাজাতো হোতি চণ্ডালকুলে বা নেসাদকুলে বা বেণকুলে [বেণকুলে (সী. স্যা.)] বা রথকারকুলে বা পুঙ্কসকুলে বা দলিদে [দলিদে (সী.) পস্স অঙ্গুত্তরনিকায়ো] অঙ্গনপানভোজনে কসিরব্বত্তিকে, যথ কসিরেন ঘাসচ্ছাদো লব্বতি।

কীরূপ পুদাল পুণ্যফলোপজীৰী, নহে উত্থান ফলোপজীৰী?

যে সকল পুদাল পূর্বজন্ম কৃত পুণ্যফল লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু উৎসাহ উদ্যম কিংবা পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া নহে। “পর নির্মিত বশবর্তী দেবগণ হইতে তদুপরি ব্রহ্ম কায়িক দেবগণ পুণ্য ফলোপজীৰী।

কীরূপ পুদাল উত্থান ফলোপজীৰী ও পুণ্যফলোপজীৰী?

যে সকল পুদালের, চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, বীর্য এবং পূর্বজন্ম কৃত পুণ্যফল প্রভাবে জীবিকা নির্বাহিত হয় তাহাকে উত্থান ও পুণ্যফলোপজীৰী পুদাল বলে।

কীরূপ পুদাল উত্থান ফলোপজীৰীও নহে এবং পুণ্য ফলোপজীৰীও নহে?

নৈরয়িক প্রাণিগণ উত্থান কিংবা পুণ্য ফলোপজীৰী নহে।

১৬৮। তমঃতমো-পরায়ণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক নীচকুলে পুনর্জন্মগ্রহণ করে। যেমন চণ্ডাল কুলে, নিষাদ কুলে, বেণ কুলে, চর্মকার কুলে, ঝাড়ুদার কুলে কিংবা অন্ন-পান ভোজন অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র কুলে [যেখানে অতিশয় দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়।

সো চ হোতি দুব্বল্লো দুদসিকো ওকোটিমকো বহ্বাবাধো কাণো বা কুণী বা খঞ্জো বা পকখহতো বা, ন লাভী অন্নস্স পানস্স বথস্স যানস্স মালাগন্ধবিলেপনস্স সেয্যাবসথপদীপেয্যস্স। সো কায়েন দুচ্চরিতং চরতি, বাচায দুচ্চরিতং চরতি, মনসা দুচ্চরিতং চরতি। সো কায়েন দুচ্চরিতং চরিত্বা বাচায দুচ্চরিতং চরিত্বা মনসা দুচ্চরিতং চরিত্বা কাযস্স ভেদা পরং মরণা অপাযং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরযং উপপজ্জতি। এবং পুগ্গলো তমো হোতি তমপরাযনো।

কথঞ্চ পুগ্গলো তমো হোতি জোতিপরাযনো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো নীচে কুলে পচ্চাজাতো হোতি চণ্ডালকুলে বা নেসাদকুলে বা বেনকুলে বা রথকারকুলে বা পুক্কুসকুলে বা দলিদে অগ্নান্নপানভোজনে কসিরবত্তিকে, যথ কসিরেন ঘাসচ্ছাদো লব্ধতি। সো চ হোতি দুব্বল্লো দুদসিকো ওকোটিমকো বহ্বাবাধো কাণো বা কুণী বা খঞ্জো বা পকখহতো বা, ন লাভী অন্নস্স পানস্স বথস্স যানস্স মালাগন্ধবিলেপনস্স সেয্যাবসথপদীপেয্যস্স। সো কায়েন সুচরিতং চরতি, বাচায সুচরিতং চরতি, মনসা সুচরিতং চরতি। সো কায়েন সুচরিতং চরিত্বা বাচায সুচরিতং চরিত্বা মনসা সুচরিতং চরিত্বা কাযস্স ভেদা পরং মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জতি। এবং পুগ্গলো তমো হোতি জোতিপরাযনো।

যাহার ফলে সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কুৎসিত, খর্বাকৃতি বহু রোগগ্রস্ত, কানা, কুনি, খঞ্জ অথবা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া থাকে। অগ্নান্ন পানীয়, বস্ত্র, যান মালা গন্ধ দ্রব্য, পেষণলেপন, শয্যাসন আবাস ও তৈল বর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্য সম্ভার লাভ করিতে পারে না। এবং ইহ জীবনে সে কায়মনোবাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা দুশ্চরিতের আচরণ করিয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। এরূপ লোক তমঃতমোপরাযণ নামে কথিত।

তমঃজ্যোতিপরাযণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক নীচকুলে পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন চণ্ডাল কুলে, নিষাদ কুলে, বেণকুলে, চর্মকার কুলে, ঝাড়ুদার কুলে কিংবা অন্নপান ভোজন অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র কুলে, যেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। যাহার ফলে সে কুশ্রী, দুর্দর্শনীয়, কুৎসিত, খর্বাকৃতি, বহু রোগগ্রস্ত, কানা, কুনি, খঞ্জ কিংবা পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া থাকে। সে অগ্নান্ন পানীয়, বস্ত্র, যান, বাহন, মালা-গন্ধ-দ্রব্য, পেষণ, লেপন, শয্যাসন, আবাস ও তৈলবর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্য সম্ভার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সে ইহজীবনে কায় মনোবাক্যে সুচরিত্রের আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা তাহা আচরণপূর্বক দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয় এরূপ লোক তমো-জ্যোতিপরাযণ নামে অভিহিত।

কথঞ্চ পুণ্ডলো জোতি হোতি তমপরায়নো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো উচ্ছে কুলে পচ্চাজাতো হোতি^১খত্তিয়মহাসালকুলে বা ব্রাহ্মণমহাসালকুলে বা গৃহপতিমহাসালকুলে বা অঢেচ মহদ্ধনে মহাভোগে পহুতজাতরূপরজতে পহুতবিভূপকরণে পহুতধনধে^২এ। সো চ হোতি অভিরূপো দম্পনীযো পাসাদিকো পরমায় বগ্লপোকখরতায় সমন্নাগতো, লাভী অন্নস্স পানস্স বথস্স যানস্স মালাগন্ধবিলেপনস্স সেয্যাবসথপদীপেয্যস্স। সো কায়েন দুচ্চরিতং চরতি, বাচায় দুচ্চরিতং চরতি, মনসা দুচ্চরিতং চরতি। সো কায়েন দুচ্চরিতং চরিত্বা বাচায় দুচ্চরিতং চরিত্বা মনসা দুচ্চরিতং চরিত্বা কায়স্স ভেদা পরং মরণা অপাযং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উপপজ্জতি। এবং পুণ্ডলো জোতি হোতি তমপরায়নো।

কথঞ্চ পুণ্ডলো জোতি হোতি জোতিপরায়নো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো উচ্ছে কুলে পচ্চাজাতো হোতি^১খত্তিয়মহাসালকুলে বা ব্রাহ্মণমহাসালকুলে বা গৃহপতিমহাসালকুলে বা অঢেচ মহদ্ধনে মহাভোগে পহুতজাতরূপরজতে পহুতবিভূপকরণে পহুতধনধে^২এ। সো চ হোতি অভিরূপো দম্পনীযো পাসাদিকো পরমায় বগ্লপোকখরতায় সমন্নাগতো, লাভী অন্নস্স পানস্স বথস্স যানস্স মালাগন্ধবিলেপনস্স সেয্যাবসথপদীপেয্যস্স।

জ্যোতিঃতমোপরায়ণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক উচ্চবংশে পূর্নজন্মগ্রহণ করে। যেমন মহাবিভবশালী গৃহপতিবংশে অথবা ধনাঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যসম্পন্ন, প্রভূত বিভোপকরণসম্পন্ন কিংবা প্রভূত ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতীব সুশ্রী সুদর্শন, সুপ্রসন্ন ও পরম বর্ণ সৌন্দর্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মালা, গন্ধ-দ্রব্য, পেষণ, লেপন, শয্যাসন, আবাস ও তৈলবর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। অতঃপর সে এই সকল উপভোগ্য দ্রব্য লাভ করিয়া সর্বদা কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত্র ও মনোদুশ্চরিত আচরণ করে। এইরূপ আচরণ করিতে করিতে দুষ্কর্ম হেতু দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদাল জ্যোতিঃতমোপরায়ণ নামে অভিহিত।

মানুষ কীরূপে জ্যোতিঃজ্যোতিপরায়ণ হন?

এ জগতে কোনো লোক উচ্চ বংশে পূর্নজন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন মহাবিভবশালী ক্ষত্রিয় বংশে, মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণ বংশে, কিংবা মহাবিভবশালী গৃহপতি বংশে অথবা ধনাঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যসম্পন্ন, প্রভূত বিভোপকরণ-সম্পন্ন, প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন পরিবারে। তথায় সে অতীব সুশ্রী, সুদর্শন, সুপ্রসন্ন পরম বর্ণসৌন্দর্য বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মালা, গন্ধদ্রব্য, পেষণ লেপন, শয্যাসন আবাস ও তৈলবর্তিকা

সো কাযেন সুচরিতং চরতি, বাচায় সুচরিতং চরতি, মনসা সুচরিতং চরতি।
সো কাযেন সুচরিতং চরিত্বা বাচায় সুচরিতং চরিত্বা মনসা সুচরিতং চরিত্বা
কায়স্স ভেদা পরং মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জতি। এবং পুগ্গলো জোতি
হোতি জোতিপরায়নো।

১৬৯. কথঞ্চ পুগ্গলো ওণতোণতো হোতি...পে... এবং পুগ্গলো ওণতোণতো
হোতি।

কথঞ্চ পুগ্গলো ওণতুগ্গতো হোতি...পে... এবং পুগ্গলো ওণতুগ্গতো হোতি।

কথঞ্চ পুগ্গলো উগ্গতোণতো হোতি...পে... এবং পুগ্গলো উগ্গতোণতো হোতি।

কথঞ্চ পুগ্গলো উগ্গতুগ্গতো হোতি...পে... এবং পুগ্গলো উগ্গতুগ্গতো হোতি।

১৭০. তথ কতমে চত্তারো রুক্ষখূপমা পুগ্গলা? চত্তারো রুক্ষখা[ফেঙ্খু
সারপরিবারো, সারো ফেঙ্খুপরিবারো, ফেঙ্খু ফেঙ্খুপরিবারো, সারো সারপরিবারো।
এবমেবং চত্তারোমে রুক্ষখূপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে
চত্তারো? ফেঙ্খু সারপরিবারো, সারো ফেঙ্খুপরিবারো, ফেঙ্খু ফেঙ্খুপরিবারো, সারো
সারপরিবারো।

প্রভৃতি দ্রব্য সম্ভার লাভ করে। অতঃপর সে এই সকল উপভোগ্য বস্তু লাভ
করিয়া কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণ করে। এইরূপে কায়-মনো-বাক্যে
সুচরিতের অনুশীলন পূর্বক দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।
এরূপ লোক জ্যোতিঃজ্যোতিপরায়ণ নামে অভিহিত।

১৬৯। (ক) অবনতাবনত (খ) অবনতোল্লত (গ) উল্লতাবনত (ঘ)
উল্লতোল্লত।

(এই পুদাল চতুষ্টয় পূর্বোক্ত পুদাল বর্ণনার অনুরূপ)

১৭০। চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদাল কে কে? চারি প্রকার বৃক্ষ।

কোনো বৃক্ষ আঁশময়- সারবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ সারময়-আঁশবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ আঁশময়- আঁশবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ সারময়-সারবেষ্টিত।

(আঁশ বলিতে বৃক্ষের বার, বাকলা বা সার ব্যতিরিক্ত অংশ বুঝায়)।

এই চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

কথঞ্চ পুগ্নলো ফেগ্নু হোতি সারপরিবারো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো দুস্সীলো হোতি পাপধম্মো, পরিসা চ খুস্স হোতি সীলবতী কল্যাণধম্মা। এবং পুগ্নলো ফেগ্নু হোতি সারপরিবারো। সেয্যথাপি সো রুকেখা ফেগ্নু সারপরিবারো, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো সারো হোতি ফেগ্নুপরিবারো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো সীলবা হোতি কল্যাণধম্মো, পরিসা চ খুস্স হোতি দুস্সীলা পাপধম্মা। এবং পুগ্নলো সারো হোতি ফেগ্নুপরিবারো। সেয্যথাপি সো রুকেখা সারো ফেগ্নুপরিবারো, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো ফেগ্নু হোতি ফেগ্নুপরিবারো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো দুস্সীলো হোতি পাপধম্মো, পরিসাপিস্স হোতি দুস্সীলা পাপধম্মা। এবং পুগ্নলো ফেগ্নু হোতি ফেগ্নুপরিবারো। সেয্যথাপি সো রুকেখা ফেগ্নু ফেগ্নুপরিবারো, তথূপমো অযং পুগ্নলো।

কথঞ্চ পুগ্নলো সারো হোতি সারপরিবারো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো সীলবা হোতি কল্যাণধম্মো, পরিসাপিস্স হোতি সীলবতী কল্যাণধম্মা। এবং পুগ্নলো সারো হোতি সারপরিবারো। সেয্যথাপি সো রুকেখা সারো সারপরিবারো, তথূপমো অযং পুগ্নলো। ইমে চত্তারো রুক্কখূপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং।

(ক) কীরূপ পুদাল আঁশময়- সারবেষ্টিত?

কোনো পুদাল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, কিন্তু তাহার পরিষদ শীলসম্পন্ন, কল্যাণ ধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়-সারবেষ্টিত। এরূপ পুদাল আঁশময়-সারবেষ্টিত।

(খ) কীরূপ পুদাল সারময়-আঁশবেষ্টিত?

কোনো পুদাল স্বয়ং শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ, কিন্তু তাহার পরিষদ দুঃশীল, দুরাচার, পাপধর্মপরায়ণ। যেমন : কোনো বৃক্ষসারময়-কিন্তু আঁশপরিবেষ্টিত। এরূপ পুদাল সারময়-আঁশবেষ্টিত নামে খ্যাত।

(গ) কীরূপ পুদাল আঁশময়-আঁশবেষ্টিত?

কোনো পুদাল স্বয়ং দুঃশীল, দুরাচার, পাপ ধর্মপরায়ণ এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গও দুঃশীল দুরাচার ও পাপধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময় আঁশবেষ্টিত। এরূপ পুদাল আঁশযুক্ত ও আঁশপরিবৃত।

(ঘ) কীরূপ পুদাল সারসমন্বিত ও সারপরিবৃত?

কোনো পুদাল স্বয়ং সুশীল সদাচার ও কল্যাণ-ধর্মপরায়ণ এবং তাহার পরিষদও সুশীল সদাচার ও কল্যাণ ধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ সারসম্পন্ন ও সারবেষ্টিত। এরূপ পুদাল সারসমন্বিত ও সারপরিবৃত।

এই চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদাল জগতে বিদ্যমান।

১৭১. কতমো চ পুগ্ললো রূপপ্লমাণো রূপপ্লসন্মো? ইধেকচ্চো পুগ্ললো আরোহং বা পস্সিত্তা পরিণাহং বা পস্সিত্তা সপ্পানং বা পস্সিত্তা পারিপূরিং বা পস্সিত্তা তথ পমাণং গহেত্তা পসাদং জনেতি। অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো রূপপ্লমাণো রূপপ্লসন্মো।

কতমো চ পুগ্ললো ঘোসপ্লমাণো ঘোসপ্লসন্মো? ইধেকচ্চো পুগ্ললো পরবপ্পনায পরথোমনায পরপসংসনায পরবপ্পহারিকায [পরবপ্পহারিয়া (সী.)] তথ পমাণং গহেত্তা পসাদং জনেতি। অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো ঘোসপ্লমাণো ঘোসপ্লসন্মো।

১৭২. কতমো চ পুগ্ললো লুখপ্লমাণো লুখপ্লসন্মো? ইধেকচ্চো পুগ্ললো চীৰলুখং বা পস্সিত্তা পত্তলুখং বা পস্সিত্তা সেনাসনলুখং বা পস্সিত্তা বিবিধং বা দুক্করকারিকং পস্সিত্তা তথ পমাণং গহেত্তা পসাদং জনেতি। অযং ঋচ্চতি পুগ্ললো লুখপ্লমাণো লুখপ্লসন্মো।

১৭১। রূপপ্রিয়, রূপপ্রসন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল অঙ্গসৌষ্ঠব, নাতিদীর্ঘহৃদ নাতি স্থূলকৃশাদি দেহের সুষ্ঠু পরিসর, রূপ-লাবণ্যময় আকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্বাঙ্গ সুন্দর পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া রূপমর্যাদা দান করত ইহার প্রতি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ পুদাল রূপপ্রিয় রূপপ্রসন্ন নামে কথিত।

ঘোষপ্রিয় ঘোষপ্রসন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল পরের মুখে আপন গুণ কীর্তন, স্তুতিবাদ, প্রশংসা, চাটুবাদ শ্রবণ করিয়া বা (গান-বাদ্যাদি সুরলহরীতে মুগ্ধ হইয়া) ইহার প্রতি মর্যাদা দান করত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ পুদাল ঘোষপ্রিয়, ঘোষপ্রসন্ন নামে অভিহিত।

১৭২। বুদ্ধতাপ্রিয়, বুদ্ধতাপ্রসন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল পাত্রচীবর রুঢ়তা (ভিক্ষাপাত্র ও পোষাক পরিচ্ছদের জীর্ণশীর্ণতা, ছিন্নভিন্নতা, বিবর্ণতা ইত্যাদি) শয্যাসনরুঢ়তা (বিছানাপত্রের বিবর্ণতা, কর্কশতা, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, কটকময়তা) নানাবিধ দৈহিক কৃচ্ছসাধন (উর্ধ্ব বাহু হইয়া থাকা, গাত্রে ভস্মলেপন, বিবস্ত্রতা, লৌহসলাকা দ্বারা লিঙ্গচ্ছেদ, অনাহার ইত্যাদি) লক্ষ্য করিয়া এগুলির প্রতি মর্যাদা দান করত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এরূপ পুদাল বুদ্ধতাপ্রিয়, বুদ্ধতা প্রসন্ন নামে খ্যাত।

কতমো চ পুগ্লো ধম্মপ্পমাণো ধম্মপ্পসম্মো? ইধেকচ্ছো পুগ্লো সীলং বা পস্সিত্বা সমাধিং বা পস্সিত্বা পঞঃঞং বা পস্সিত্বা তথ পমাণং গহেত্বা পসাদং জনেতি। অযং ৰুচ্ছতি পুগ্লো ধম্মপ্পমাণো ধম্মপ্পসম্মো।

১৭৩. কথঞ্চ পুগ্লো অভহিতায় পটিপম্মো হোতি নো পরহিতায়? ইধেকচ্ছো পুগ্লো অভনা সীলসম্পম্মো হোতি, নো পরং সীলসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা সমাধিসম্পম্মো হোতি, নো পরং সমাধিসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা পঞঃঞাসম্পম্মো হোতি, নো পরং পঞঃঞাসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা বিমুক্তিসম্পম্মো হোতি, নো পরং বিমুক্তিসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা বিমুক্তিঞগদস্সনসম্পম্মো হোতি, নো পরং বিমুক্তিঞগদস্সনসম্পদায় সমাদপেতি। এবং পুগ্লো অভহিতায় পটিপম্মো হোতি নো পরহিতায়।

কথঞ্চ পুগ্লো পরহিতায় পটিপম্মো হোতি নো অভহিতায়? ইধেকচ্ছো পুগ্লো অভনা ন সীলসম্পম্মো হোতি, পরং সীলসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা ন সমাধিসম্পম্মো হোতি, পরং সমাধিসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা ন পঞঃঞাসম্পম্মো হোতি, পরং পঞঃঞাসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা ন বিমুক্তিসম্পম্মো হোতি, পরং বিমুক্তিসম্পদায় সমাদপেতি; অভনা ন বিমুক্তিঞগদস্সনসম্পম্মো হোতি, পরং বিমুক্তিঞগদস্সনসম্পদায় সমাদপেতি। এবং পুগ্লো পরহিতায় পটিপম্মো হোতি নো অভহিতায়।

ধর্মপ্রিয়, ধর্মপ্রসন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল (অন্য ব্যক্তির মধ্যে) শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা দর্শন করত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ ব্যক্তি ধর্মপ্রিয় ধর্মপ্রসন্ন নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৩। কীরূপ পুদাল আত্মহিতে তৎপর, নহে পরহিতে?

কোনো পুদাল স্বয়ং শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনসম্পন্ন, কিন্তু অপরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পদে উন্নতি লাভের জন্য উৎসাহিত করেন না। এরূপ ব্যক্তি আত্মহিতে তৎপর নহে পরহিতে।

কীরূপ পুদাল পরহিতে তৎপর, নহে আত্মহিতে?

কোনো পুদাল স্বয়ং শীলবান নহে, সমাধিপরায়ণ নহে, প্রজ্ঞাবান নহে, বিমুক্তিলাভী নহে, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পদ লাভে প্রেরণা দিয়া থাকে। এরূপ পুদাল পরহিতে তৎপর নহে আত্মহিতে।

কথঞ্চ পুণ্ণলো অভহিতায় চেব পটিপন্নো হোতি পরহিতায় চ? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অন্তা চ সীলসম্পন্নো হোতি, পরঞ্চ সীলসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা চ সমাধিসম্পন্নো হোতি, পরঞ্চ সমাধিসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা চ পঞঃঞঃসম্পন্নো হোতি, পরঞ্চ পঞঃঞঃসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা চ বিমুক্তিসম্পন্নো হোতি, পরঞ্চ বিমুক্তিসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা চ বিমুক্তিঞঃগদস্সনসম্পন্নো হোতি, পরঞ্চ বিমুক্তিঞঃগদস্সনসম্পদায় সমাদপেতি। এবং পুণ্ণলো অভহিতায় চেব পটিপন্নো হোতি পরহিতায় চ।

কথঞ্চ পুণ্ণলো নেব অভহিতায় পটিপন্নো হোতি নো পরহিতায়? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অন্তা ন সীলসম্পন্নো হোতি, নো পরং সীলসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা ন সমাধিসম্পন্নো হোতি, নো পরং সমাধিসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা ন পঞঃঞঃসম্পন্নো হোতি, নো পরং পঞঃঞঃসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা ন বিমুক্তিসম্পন্নো হোতি, নো পরং বিমুক্তিসম্পদায় সমাদপেতি; অন্তা ন বিমুক্তিঞঃগদস্সনসম্পন্নো হোতি, নো পরং বিমুক্তিঞঃগদস্সনসম্পদায় সমাদপেতি। এবং পুণ্ণলো নেব অভহিতায় পটিপন্নো হোতি নো পরহিতায়।

১৭৪. কথঞ্চ পুণ্ণলো অন্তস্তপো হোতি অন্তপরিতাপনানুযোগমনুষুত্তো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অচেলকো হোতি মুত্তাচারো হথাপলেখনো, [হথাবলেখনো (স্যা.)]। নএহিভদন্তিকো নতিট্টভদন্তিকো নাভিহটং ন উদ্দিস্সকতং ন নিমন্তনং সাদিযতি,

কীরূপ পুদাল আত্মপর উভয় হিতে তৎপর?

কোনো পুদাল স্বয়ং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পন্ন এবং পরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পদে উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত করেন। এরূপ পুদাল আত্মপর উভয় হিতে তৎপর।

কীরূপ পুদাল নহে আত্মহিতে, নহে পরহিতে তৎপর?

কোনো পুদাল স্বয়ং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন সম্পন্ন নহে এবং অপরকেও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন সম্পদে অনুপ্রেরিত ও উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদাল নহে আত্মহিতে, নহে পরহিতে তৎপর।

১৭৪। কীরূপে পুদাল আত্মনিগ্রহকারী, আত্মনিগ্রহ বা কঠোর কৃচ্ছসাধনে নিযুক্ত?

কোনো পুদাল নগ্নক্ষপণক, মুক্তাচারী বা বাহ্য প্রস্রাব পান ভোজনাদি কর্ম সাধারণ আচার বর্হিভূত-দণ্ডায়মান হইয়া সম্পাদন করেন। হস্তাবলেহী, “ভদন্ত আসুন, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন” বলিয়া নম্রতার সহিত অনুরোধ করিলে ভিক্ষান্ন

সো ন কুন্তিমুখা পটিগ্গ্হাতি ন কলোপিমুখা [কলোপিমুখা (সী. স্যা.) ম. নি. ২.৭। পটিগ্গ্হাতি, ন এলকমন্তরং ন দণ্ডমন্তরং ন মুসলমন্তরং ন দ্বিগ্গ্হাতি ভুজ্জমানানং ন গব্বিনিয়া ন পাযমানায ন পুরিসন্তরগতায়, ন সঙ্কিত্তীসু ন যথ সা উপটিষ্ঠতো হোতি ন যথ মক্কিকা সণ্ডসণ্ডচারিনী, ন মচ্ছং ন মংসং ন সুরং ন মেরয়ং ন থুসোদকং পিষতি। সো একাগারিকো বা হোতি একালোপিকো, দ্বাগারিকো বা হোতি দ্বালোপিকো...পে... সত্তাগারিকো বা হোতি সত্তালোপিকো; একিস্সাপি দত্তিয়া যাপেতি, দ্বীহিপি দত্তীহি যাপেতি...পে... সত্তহিপি দত্তীহি যাপেতি;

এহণ করেন না। “ভদন্ত দাঁড়ান, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন” বলিয়া ভদতার সহিত অনুরোধ জানাইলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষা দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সেই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। পূর্ব হইতে উদ্দেশ্য করিয়া প্রস্তুত রাখিলে সেই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। কোনো প্রকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কুন্তীমূখ বা রন্ধন পাত্রাভ্যন্তর হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। কালোপিমুখ বা কটোরাভ্যন্তর হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পাছে তাহাতে চামচের আঘাত লাগে। পাত্র উনানের উপরে রাখিয়া কেহ ভিক্ষান্ন দিতে চাহিলে গ্রহণ করেন না, পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। দণ্ড বা মূষল মাঝে রাখিয়া কেহ ভিক্ষান্ন দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ করেন না, পাছে সে দণ্ড বা মূষলে উঝট লাগিয়া পড়িয়া যায়। ভোজনে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তির একজনকে উঠিয়া ভিক্ষান্ন দিতে হইলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পাছে তাহার আহারের ব্যাঘাত ঘটে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষান্ন দিলে গ্রহণ করেন না, পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্য পানে নিরতা মাতা ভিক্ষান্ন দিলে গ্রহণ করেন না, পাছে শিশুর স্তন্য পানের ব্যাঘাত ঘটে। সংকীর্তিত ভোজন বা দুর্ভিক্ষ সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধন কার্যে ব্যাপ্ত থাকিলে তথা হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। যেখানে কুকুর আহাৰ্য লাভের আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহাৰের উদ্দেশ্য একত্রে সঞ্চরণ করে, সেখান হইতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। মৎস্য-মাংস আহাৰ করেন না। সুরা মৈরয় মদ্য পান করেন না। মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন গ্রহণ করেন। দুই গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে দুই গ্রাস ভোজন করেন।..... সাত গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সাত গ্রাস ভোজন গ্রহণ করেন।

একাহিকম্পি আহরং আহরেতি, দ্বীহিকম্পি [দ্বাহিকম্পি (সী.)] আহরং আহরেতি...পে... সত্তাহিকম্পি আহরং আহরেতি। ইতি এৰরূপং অডচমাসিকম্পি পরিযাযভত্তোভোজনানুযোগমনুযুত্তো বিহরতি। সো সাকভকেথা বা হোতি সামাকভকেথা বা হোতি নীবারভকেথা বা হোতি দন্দুলভকেথা বা হোতি হটভকেথা বা হোতি কণভকেথা বা হোতি আচামভকেথা বা হোতি পিঞংগকভকেথা বা হোতি তিণভকেথা বা হোতি গোমযভকেথা বা হোতি, বনমূলফলাহারো যাপেতি পৰত্তফলভোজী। সো সাণানিপি ধারেতি মসাণানিপি ধারেতি ছৰদুস্সানিপি ধারেতি পংসুকুলানিপি ধারেতি তিরীটানিপি ধারেতি অজিনম্পি ধারেতি অজিনকিথপম্পি ধারেতি কুসচীরম্পি ধারেতি বাকচীরম্পি ধারেতি ফলকচীরম্পি ধারেতি কেসকম্বলম্পি ধারেতি বালকম্বলম্পি ধারেতি উলুকপকখম্পি [উলুকপকখম্পি (সী. স্যা.)] ধারেতি, কেসমস্সুলোচকোপি হোতি কেসমস্সুলোচনানুযোগমনুযুত্তো, উবুট্টকোপি হোতি আসনপটিকিথত্তো, উক্কুটিকোপি হোতি উক্কুটিকল্পধানমনুযুত্তো, কণ্টকাপস্সযিকোপি হোতি কণ্টকাপস্সযে সেয্যং কপ্পেতি,

মাত্র এক চামচ পরিমিত আহারে দিন যাপন করেন। মাত্র দুই চামচ আহারে দিন যাপন করেন। এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর..... সাত দিন অন্তর এক চামচ পরিমিত আহারে দিন কাটাইয়া দেন।

এইরূপে অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থান করেন। শাকভোজী, শ্যামাক ভোজী, নীবার বা তৃণ তণ্ডুল ভোজী দর্দূর (এক প্রকার শাক), আলু প্রভৃতি তরী তরকারীর খোসা ভোজী, শৈবাল ভোজী, কণা বা শস্যের কণা ভোজী, আচাম বা ভাতের মাড় ভোজী। পিণ্যাক বা তিল কল্প ভোজী, তৃণ ভোজী, গোময় ভোজী, ফল মূল্যহার বা ভুপতিত ফল ভোজী হইয়া দিন যাপন করেন। তিনি শান বাক ধারণ করেন। মশান বা শাশান লব্ধ বস্ত্র, শবাচ্ছাদন বস্ত্র, পাংশুকূল বা পরিত্যক্ত নক্তক, তিরীট বা বঙ্কল অজিন, কূশচীর, বাকচীর, দারুচীর, কেশ কম্বল, ব্যার্ণ কম্বল, উলুক পক্ষ বা পেঁচার পাল নির্মিত বস্ত্রধারণ করেন। কেশশাশু উৎপাটন কার্যে নিরত হন। উৎকুটিক বা পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া সারা দিবস রজনী উপবিষ্ট থাকেন। উৎপ্রষ্টিক বা তদ্রূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় দিনরাত্রি যাপন করেন। আসন পরিত্যাগপূর্বক এই সব উৎকট সাধনে নিরত থাকেন। কণ্টকময় শয্যায় শয়ন করেন।

সায়ততিয়কম্পি [সায়ংততিয়কম্পি (স্যা. ক.) ম. নি. ২.৭] উদকোরোহনানুযোগমনুযুত্তো বিহরতি। ইতি এৰরুপং অনেকবিহিতং কাযস্প আতাপনপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো বিহরতি। এবং পুগ্নলো অন্তপো হোতি অন্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো।

১৭৫. কথঞ্চ পুগ্নলো পরন্তপো হোতি পরপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো ওরন্তিকো হোতি সুকরিকো সাকুণিকো মাগরিকো লুদ্ধো মচ্ছঘাতকো চোরো চোরঘাতকো গোঘাতকো বন্ধনাগারিকো, যে বা পনঞেপ্পি কেচি কুরুরকম্মত্তা। এবং পুগ্নলো পরন্তপো হোতি পরপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো।

১৭৬. কথঞ্চ পুগ্নলো অন্তপো চ হোতি অন্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো, পরন্তপো চ পরপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো রাজা বা হোতি খত্তিয়ো মুদ্ধাবসিত্তো [মুদ্ধাবসিত্তো (স্যা. ক.)] ব্রাহ্মণো বা মহাসালো। সো পুরথিমেন নরস্স নবং সদ্ধাগারং [সন্তাগারং (স্যা.), যঞেপ্পাগারং (সী.)] কারাপেত্তা কেসমস্সুং ওহারেত্তা খরাজিনং [খুরাজিনং (স্যা. ক.)] নিৰাসেত্তা সপ্পিত্তেলেন কাযং অত্তুঞ্জিত্তা মিগরিসাণেন পিট্ঠিৎ কণ্ঠুরমানো [কণ্ঠুয়মানো (সী.)] সদ্ধাগারং পরিসসি সদ্দিং মহেসিয়া ব্রাহ্মণেন চ পুরোহিতেন।

দিবসে তিনবার অবগাহন করেন। তীর্থস্থানে পাপ ধৌত করিবার মানসে জলে ভাসা ডুবার কাজে নিরত থাকেন। এইরূপে বহু প্রকার আত্ম-তাপন বা আত্মনিগ্রহ, বহুবিধ আত্মতাপন পরিতাপন কার্যে নিরত থাকেন বলিয়া এই পুদাল আত্ম-তাপী, আত্ম পরিতাপনে নিযুক্ত নামে অভিহিত।

১৭৫। কীরূপ পুদাল পরতাপী, পর পরিতাপনে নিযুক্ত?

কোনো পুদাল গরু, ভেঁড়া, শূকর, মৃগ ও পক্ষী হত্যাকারী, ব্যাধ, মনুষ্য ঘাতক, চোর, চোর ঘাতক, কারাধ্যক্ষ এবং এই জাতীয় অন্যান্য ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি পর নির্যাতক, পর নির্যাতনে নিযুক্ত।

১৭৬। কীরূপ পুদাল আত্মতাপী, আত্ম পরিতাপে তৎপর এবং পরতাপী, পর পরিতাপে তৎপর?

কোনো রাজ্যাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা বা মহাভিষালী ব্রাহ্মণ রাজধানী নগরীর পূর্বদিকে যজ্ঞাগার নির্মাণ করেন। অতঃপর কেশশুশ্রু মুগ্ধন করিয়া কৃষ্ণসার মুগের খুরযুক্ত অজিন পরিধান করত সর্পি তৈল দ্বারা কায় মর্দন করিয়া মৃগ বিষাণ দ্বারা পৃষ্ঠ কণ্ঠয়ন করিতে করিতে তাঁহার অগ্রমহিষী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেন।

সো তথ অনন্তরহিতায ভূমিয়া হরিতুপলিত্রায সেয্যং কপ্পেতি। একিস্সা গাৰিয়া সরূপৰচ্ছায যং একস্মিং থনে খীরং হোতি তেন রাজা যাপেতি, যং দুতিযস্মিং থনে খীরং হোতি তেন মহেসী যাপেতি, যং ততিযস্মিং থনে খীরং হোতি তেন ব্রাহ্মণো পুরোহিতো যাপেতি, যং চতুথস্মিং থনে খীরং হোতি তেন অগ্নিং জুহতি, অৰসেসেন বচ্ছকো যাপেতি। সো এৰমাহা “এত্তকা উসভা হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায, এত্তকা বচ্ছতরা হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায, এত্তকা বচ্ছতরিয়ো হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায, এত্তকা অজা হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায, এত্তকা উরত্তা হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায, (এত্তকা অস্সা হঞঃএত্ত যঞঃএত্থায) [নথি সীহলপোথকে। মজ্জিমনিকায়ে কন্দরকসুত্তেপি এৰমেৰা এত্তকা রূকখা ছিজ্জন্ত যুপত্থায, এত্তকা দত্তা লূযন্ত বরিসিসত্থাযা”তি [পরিহিংসত্থাযাতি (সী. স্যা. ক.) ম. নি. ২.৯]। যেপিস্স তে হোন্তি দাসাতি বা পেস্সাতি বা কস্মকরাতি বা, তেপি দণ্ডতজ্জিতা ভযতজ্জিতা অস্সুমুখা রুদমানা পরিকস্মানি কেরোন্তি। এৰং পুগ্গলো অন্তপো চ হোতি অন্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো, পরপো চ পরপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো।

১৭৭. কথঞ্চ পুগ্গলো নেৰ অন্তপো চ হোতি ন অন্তপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো, ন পরপো ন পরপরিতাপনানুযোগমনুযুত্তো? সো অন্তপো অপরপো দিটেঠেৰ ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতীভূতো সুখপ্পটিসংবেদী ব্রহ্মভূতেন অন্তা বিহরতি।

তথায় তিনি হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত সন্ধীর্ণ ভূমিতে শয়ন করেন। একবর্ণ বিশিষ্ট সবৎস গাভীর এক স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে রাজা, দ্বিতীয় স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে মহিষী, তৃতীয় স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে পুরোহিত ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করেন এবং চতুর্থ স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে হোমাহুতি প্রদান করা হয়। আর অবশিষ্ট দুগ্ধ যদি কিছু থাকে, তদ্বারা বৎস জীবন ধারণ করবে। ‘যজ্ঞের জন্য এতটা ষাঁড়, এতটা বাছুর, এতটা বকনা (বড় দেগ শাবক), এতটা অজ, এতটা ভেড়া হনন কর, সুপের জন্য এতটা বৃক্ষছেদন কর, বেদীর জন্য এতটা কৃশ কাট বলিয়া তিনি আদেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার দাস শ্রেষ্য কর্মচারীরূপে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা সর্বদা ভয়তজ্জিত দণ্ডতজ্জিত অশ্রু মুখ ও রোবুদ্যমান থাকিয়া কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদাল আত্ম-তাপী, আত্মপরিতাপে নিযুক্ত এবং পরতাপী, পরপরিতাপনে নিযুক্ত।

১৭৭। কীরূপ পুদাল নহেন আত্মতাপী, আত্মপরিতাপে তৎপর এবং নহেন পরতাপী, পরপরিতাপে তৎপর?

তিনি (বুদ্ধ তথাগত) ন-আত্মতাপী, ন-পরতাপী রূপে ইহজীবনে তৃষ্ণাশূন্য নির্বৃত্ত, ক্লেশরাহিতে শৈত্য প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং

ইধ তথাগতো লোকে উপজ্জতি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সথা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। সো ইমং লোকং সদেরকং সমারকং সব্রক্ষকং সম্পমণব্রাক্ষণিং পজং সদেরমনুস্সং সযং অভিঞঞা সচ্ছিকত্বা পৰেদেতি। সো ধম্মং দেসেতি আদিকল্যাণং মজ্জেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সাথং সব্যঞ্জনং, কেবলপরিপুল্লং পরিসুদ্ধং ব্রক্ষচরিয়ং পকাসেতি। তং ধম্মং সুণাতি গহপতি বা গহপতিপুত্তো বা অঞঞতরস্মিং বা কুলে পচ্চাজাতো। সো তং ধম্মং সুত্বা তথাগতে সদ্ধং পটিলভতি। সো তেন সদ্ধাপটিলানে সমন্নাগতো ইতি পটিসম্বিকখতি। “সম্বাধো ঘরাবাসো রজাপথো, অব্বোকাসো পব্বজ্জা। নয়িদং সুকরং অগারং অজ্জাৰসতা একন্তপরিপুল্লং একন্তপরিসুদ্ধং সজ্জলিখিতং ব্রক্ষচরিয়ং চরিতুং। যংনূনাহং কেসমস্সুং ওহারেত্বা কাসাযানি বথানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিয়ং পব্বজেয়্য”ন্তি। সো অপরেন সময়েন অপ্পং বা ভোগকখন্ধং পহায মহন্তং বা ভোগকখন্ধং পহায অপ্পং বা এগতিপরিবট্টং পহায মহন্তং বা এগতিপরিবট্টং পহায কেসমস্সুং ওহারেত্বা কাসাযানি বথানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিয়ং পব্বজতি।

বিশুদ্ধভাবে শ্রেষ্ঠ জীবনযাপন করেন। জগতে তথাগত আবির্ভূত হন। অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দম্যসারথী, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবানরূপে। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোকসহ শ্রমণ ব্রাহ্মণমণ্ডল জীবলোক, দেবাখ্যভূষিত রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মনুষ্যসহ এই সমগ্র জগৎ স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে প্রত্যক্ষ করত উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। যাহার আদিত কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনায়ুক্ত (গভীরার্থ ব্যঞ্জক), সর্বদিকে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য। তাহা প্রকাশ করেন। গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন অথবা অন্য বংশে পুনর্জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। তিনি তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করত এইরূপ চিন্তা করেন যে সংসার জীবন যাপন অতীব বিঘ্ন সঙ্কুল, বহু ক্লেশপূর্ণ, প্রব্রজ্যাই ধর্ম জীবনের পক্ষে উন্মুক্ত আকাশতুল্য অবকাশ, সংসার জীবনের মাধ্যমে একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মচর্য আচরণ করা সুসাধ্য নহে। যাহা হউক আমি কেশশাশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করত আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি অল্প বা বেশী ভোগ সম্পদ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কেশশাশ্রু মুণ্ডন করেন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন।

১৭৮. সো এবং পব্বজিতো সমানো ভিক্ষুণং সিক্খাসাজীবসমাপনো পাণাতিপাতং পহায় পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি নিহিতদণ্ডো নিহিতসথো লজ্জী দযাপনো সৰ্ব্বপাণভূতহিতানুকম্পী বিহরতি।

অদিম্মাদানং পহায় অদিম্মাদানা পটিবিরতো হোতি দিম্মাদায়ী দিম্মপাটিকজ্জী, অথেনেন সুচিভূতেন অন্তো বিহরতি।

অব্রক্ষচরিয়ং পহায় ব্রক্ষচারী হোতি আরাচারী [অনাচারী (ক.)] পটিবিরতো মেথুনা গামধম্মা।

মুসাৰাদং পহায় মুসাৰাদা পটিবিরতো হোতি সচ্চৰাদী সচ্চসঙ্কো থেতো পচ্চযিকো অরিসংবাদকো লোকস্স।

পিসুণং বাচং পহায় পিসুণায় বাচায় পটিবিরতো হোতি, ইতো সুত্তা ন অমুত্র অকখাতা ইমেসং ভেদায়, অমুত্র বা সুত্তা ন ইমেসং অকখাতা অমুসং ভেদায়। ইতি ভিন্নানং বা সন্ধাতা সহিতানং বা অনুপ্পদাতা সমগ্গারামো সমগ্গরতো সমগ্গনন্দী সমগ্গকরণিং বাচং ভাসিতা হোতি।

ফরুসং বাচং পহায় ফরুসায় বাচায় পটিবিরতো হোতি। যা সা বাচা নেলা কল্লসুখা পেমনীয়া হদয়ঙ্গমা পোরী বহুজনকন্তা বহুজনমনাপা তথারুপিং বাচং ভাসিতা হোতি।

১৭৮। এইরূপে তিনি প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের জীবন শিক্ষাপদ গ্রহণ করেন। যথা : প্রাণিহিংসা পরিহারপূর্বক প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হন। অধিকন্তু নিহিতশস্ত্র, বিনয়ী, দয়াপন্ন সর্বপ্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছা ও অনুকম্পা পরবশ হইয়া অবস্থান করেন। অদন্ত গ্রহণ (চুরি) পরিহারপূর্বক অদন্ত গ্রহণ হইতে বিরত হন। প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহীতা ও প্রদত্ত দ্রব্যাকাজ্জীরূপে আধ্যাত্মিক সততা ও পবিত্রতার সহিত অবস্থান করেন। অব্রক্ষার্চ্য পরিহারপূর্বক ব্রক্ষচারীরূপে ভিক্ষাচারে জীবন যাপন করেন এবং মৈথুন রূপ হীনধর্ম হইতে বিরত থাকেন। মিথ্যা কথন পরিহারপূর্বক মিথ্যা কথন হইতে বিরত হন। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, দৃঢ়বাদী-বিশ্বস্তবাদী, কদাচ জগতের কাহারো প্রতি বিশ্বাসঘাতক হন না। পিশুন বাক্য পরিহারপূর্বক পিশুন বাক্যে বিরত থাকেন এই স্থানে কিছু শূনিয়া এখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে অন্যত্র গিয়া বলেন না কিংবা অন্যত্র কিছু শূনিয়া সেখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে এখানে আসিয়া বলেন না। অধিকন্তু বিবদমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, মিত্রগণের মধ্যে অধিকতর মৈত্রীপূর্ণ উৎসাহ দাতা, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যরত, ঐক্য-নন্দিত ও ঐক্যোৎপাদক বাক্য ভাষণ করেন। পরুষ বাক্য পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। যে সব বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিত, জনপ্রিয়, বহুজনমোজ্জ্বল

সম্ফল্লাপং পহায় সম্ফল্লাপা পটিবিরতো হোতি, কালবাদী ভূতবাদী অথবাদী ধম্মবাদী বিনয়বাদী নিধানবতিং বাচং ভাসিতা কালেন সাপদেসং পরিযন্তবতিং অথসংহিতং।

১৭৯. সো বীজগামভূতগামসমারম্ভা পটিবিরতো হোতি, একভত্তিকো হোতি রত্নপুত্রো বিরতো বিকালভোজনা, নচ্চগীতবাদিতবিসূকদম্পনা পটিবিরতো হোতি, মালাগন্ধবিলেপনধারণমণ্ডনবিভূসনট্টানা পটিবিরতো হোতি, উচ্চাসয়নমহাসয়না পটিবিরতো হোতি, জাতরূপরজতপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি।

আমকধংগপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, আমকমংসপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, ইথিকুমারিকাপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, দাসিদাসপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, অজেলকপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, কুঙ্কটসূকরপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, হথিগবাস্সবল্লপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, খেত্তবথুপটিগ্গহণা পটিবিরতো হোতি, দূতয্যপহিগমনানুযোগা পটিবিরতো হোতি, কযবিক্কয়া পটিবিরতো হোতি, তুলাকূটকংসকূটমানকূটা পটিবিরতো হোতি, উক্কোটনবধ্বননিকতিসাচিযোগা [... সাবিযোগা (স্যা. ক.)] পটিবিরতো হোতি, ছেদনবধবন্ধনবিপরামোসআলোপসহসাকারা পটিবিরতো হোতি।

সকল বাক্য বলিয়া থাকেন। বৃথা বাক্য পরিত্যাগপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। স্বভাবত কালবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং সময় অবস্থানুকূল সুবিন্যস্ত যুক্তিসঙ্গত, অর্থযুক্ত মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকেন।

১৭৯। তিনি বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে বিরত। একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিরত। তিনি নৃত্য গীত-বাদ্য ও অশ্লীল প্রদর্শনী দর্শনে বিরত। মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। উচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ শয্যা গ্রহণে বিরত। অপকু মাংস গ্রহণে বিরত। স্ত্রী ও কুমারী স্পর্শনে বিরত। দাসদাসী গ্রহণে বিরত। মেঘ ও ছাগ গ্রহণে বিরত। মুরগী ও শূকর গ্রহণে বিরত। হাতী, গরু, ঘোটক, ঘোটকী গ্রহণে বিরত। ক্ষেত্র, বাস্তিভিটা গ্রহণে বিরত। দূতরূপে প্রেরিত হইতে ও সংবাদ বাহকের কর্ম সম্পাদনে বিরত। ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত। তুলাদণ্ড, মানদণ্ড সম্পর্কিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। উৎকোচ গ্রহণ, বঞ্চনা, শাঠ্য, নকল মূদ্রা বিন্যাস ও প্রচলন হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত।

১৮০. সো সন্তুটেটা হোতি কাযপরিহারিকেন চীবরেন কুচ্ছিপরিহারিকেন পিণ্ডপাতেন। সো যেন যেনের পক্কমতি সমাদাযেব পক্কমতি, সেয্যথাপি নাম পক্কখী সকুণো যেন যেনের ডেতি সপত্তভারোব ডেতি। এৰমেবং ভিক্কু সন্তুটেটা হোতি কাযপরিহারিকেন চীবরেন কুচ্ছিপরিহারিকেন পিণ্ডপাতেন। সো যেন যেনের পক্কমতি সমাদাযেব পক্কমতি। সো ইমিনা অরিয়েন সীলকখন্ধেন সমন্নাগতো অজ্জত্তং অনবজ্জসুখং পটিসংবেদেতি।

১৮১. সো চক্কখুনা রূপং দিস্বা ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী। যত্থাধিকরণমেনং চক্কখুন্দ্রিয়ং অসংকৃতং বিহরন্তং অভিজ্জাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অন্বাস্সৰেয্যুং, তস্স সংবরায পটিপজ্জতি, রক্কখতি চক্কখুন্দ্রিয়ং, চক্কখুন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি; সোতেন সদ্দং সুত্তা...পে... ঘানেন গন্ধং ঘাযিত্তা...পে... জিবহায রসং সাযিত্তা...পে... কাযেন ফোটেব্বং ফুসিত্তা...পে... মনসা ধম্মং বিৎসংগায় ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী। যত্থাধিকরণমেনং মনিন্দ্রিয়ং অসংকৃতং বিহরন্তং অভিজ্জাদোমনস্সা পাপকা অকুসলা ধম্মা অন্বাস্সৰেয্যুং, তস্স সংবরায পটিপজ্জতি, রক্কখতি মনিন্দ্রিয়ং, মনিন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি। সো ইমিনা অরিয়েন ইন্দ্রিয়সংবরেন সমন্নাগতো অজ্জত্তং অব্যাসেকসুখং পটিসংবেদেতি।

১৮০। তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাণ্ত ভিক্ষাল্পে ও গাত্রাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাণ্ত চীবরে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যখন যে দিকেই গমন করেন, পাত্রচীবর সম্বল লইয়াই গমন করেন। যেমন পক্ষী কেবল নিজের পক্ষ ও চঞ্চু নিয়াই উড়িয়া যায়, সেইরূপ তিনি কেবল তাহার পাত্রচীবর নিয়াই যে কোনো দিকে গমন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ভিক্ষু কায়াচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাণ্ত চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষাল্পে সন্তুষ্ট। যখন যে দিকে প্রস্থান করেন পাত্র-চীবর সম্বল করিয়াই প্রস্থান করেন। এইরূপে তিনি এই আৰ্য শীল রাশি সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ উপভোগ করেন।

১৮১। তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ (দৃশ্য-বস্তু) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্গাহী (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ নিমিত্তগ্গাহী) হন না এবং অনুব্যঞ্জনগ্গাহী (হস্ত-পদ হাস্য লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ভেদে) কামব্যঞ্জক ভাবগ্গাহী হন না। যে কারণে চক্ষেন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযতরূপে বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক দুঃখ) পাপ অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য নিযুক্ত হন। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন এবং চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযমিত হন। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা এবং রূপ, কায় ও স্পর্শ, মন এবং ধর্ম (ভাব) সম্বন্ধে ও অনুরূপ।

১৮২. সো অভিক্কেন্তে পটিক্কেন্তে সম্পজানকারী হোতি, আলোকিতে বিলোকিতে সম্পজানকারী হোতি, সমিঞ্জিতে পসারিতে সম্পজানকারী হোতি, সজ্জাটিপত্তচীরধারণে সম্পজানকারী হোতি, অসিতে পীতে খাযিতে সাযিতে সম্পজানকারী হোতি, উচ্চারণস্সারকম্মে সম্পজানকারী হোতি, গতে ঠিতে নিসিন্লে সুত্তে জাগরিতে ভাসিতে তুহীভাবে সম্পজানকারী হোতি।

সো ইমিনা চ অরিয়েন সীলকখন্ধেন সমন্নাগতো ইমিনা চ অরিয়েন ইন্দ্রিয়সংবরেন সমন্নাগতো ইমিনা চ অরিয়েন সতিসম্পজ্ঞেঃঞন সমন্নাগতো ইমায় চ অরিযায় সম্ভুট্ঠিযা সমন্নাগতো [পস্স ম. নি. ২ কন্দরকসুত্তে; অ. নি. ১ অন্তপসুত্তে চ] বিবিত্তং সেনাসনং ভজতি অরঃঞং রুকখমূলং পব্বতং কন্দরং গিরিগুহং সুসানং বনপথং অব্ভোকাশং পলালপুঞ্জং। সো পচ্ছাত্তত্তং পিণ্ডপাতপটিক্কেন্তো নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিতা উজ্জং কাযং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপট্টপেত্তা। সো অভিজ্জং লোকে পহায় বিগতাভিজ্জেন চেতসা বিহরতি, অভিজ্জায় চিত্তং পরিসোধেতি; ব্যাপাদপদোসং পহায় অব্যাপন্নচিত্তো বিহরতি সর্বপাণভূতহিতানুকম্পী, ব্যাপাদপদোসা চিত্তং পরিসোধেতি; থিনমিদ্ধং [থীনমিদ্ধং (সী. স্যা.)] পহায় বিগতথীনমিদ্ধো বিহরতি আলোকসংঞী সতো সম্পজানো, থিনমিদ্ধা চিত্তং পরিসোধেতি;

তিনি এই রূপে আর্য ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম ক্লেশশূন্য সুখ অনুভব করেন।

১৮২। তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সজ্জাটি পাত্রচীর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আশ্বাদনে, মলমূত্র ত্যাগে, গতিতে স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্টীভাবে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্য শীলসমষ্টি, এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়সংযম, এইরূপ আর্য স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া নির্জন শয্যাসন ভজনা করেন। যথা অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শাশান, বনপ্রস্থ উন্মুক্ত আকাশতল ও তৃণকুটির ইত্যাদি। তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণপূর্বক ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে বিহারে ফিরিবার সময় পদ্মাসনে আসীন হইয়া দেহগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করত উপবেশন করেন। তিনি জগতে অভিধ্যা (লোভ) পরিহারপূর্বক অভিধ্যা বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষ প্রকোপ পরিহারপূর্বক অব্যাপন্ন বা মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ ও দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য ও তজ্জনিত হেমনের জড়তা) পরিহারপূর্বক স্ত্যান, মিদ্ধ বিগত, আলোক সংজ্ঞায় উদ্ধুদ্ধ এবং স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

ব্যাপাদপদোসং পহায় অব্যাপন্নচিত্তো বিহরতি সন্ধাপাণভূতহিতানুকম্পী, ব্যাপাদপদোসা চিত্তং পরিসোধেতি; থিনমিদ্ধং [থীনমিদ্ধং (সী. স্যা.)] পহায় বিগতথিনমিদ্ধো বিহরতি আলোকসংগ্ৰহী সতো সম্পজানো, থিনমিদ্ধা চিত্তং পরিসোধেতি; উদ্ধচ্চকুঙ্কচ্চং পহায় অনুদ্ধতো বিহরতি অজ্জত্তং রূপসত্তচিত্তো, উদ্ধচ্চকুঙ্কচ্চা চিত্তং পরিসোধেতি; বিচিকিচ্ছং পহায় তিগ্গবিচিকিচ্ছো বিহরতি অকথংকথী কুসলেসু ধম্মেসু, বিচিকিচ্ছায় চিত্তং পরিসোধেতি।

১৮৩. সো ইমে পঞ্চ নীৰরণে পহায় চেতসো উপকিলেসে পঞগ্গয় দুব্বলীকরণে বিবিচেষে কামেহি বিবিচ অকুসলেহি ধম্মেহি সৰিতক্কং সৰিচারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি; বিতক্কবিচারানং রূপসমা অজ্জত্তং সম্পসাদনং চেতসো একোদিভাৰং অবিতক্কং অবিচারং সমাধিজং পীতিসুখং দুতিয়ং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি; পীতিয়া চ বিরাগা উপেকখকো চ বিহরতি সতো চ সম্পজানো সুখঞ্চ কায়েন পটিসংবেদেতি, যং তং অরিয়া আচিক্ষন্তী“উপেকখকো সতিমা সুখবিহারী”তি ততিয়ং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি; সুখস্স চ পহানা দুক্কস্স চ পহানা পুবেব সোমনস্সদোমনস্সানং অথঙ্গমা অদুক্কমসুখং উপেকখাসতিপারিসুদ্ধিং চতুথং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

উদ্ধত্য কৌকৃত্য (উগ্রতা-অনুশোচনা) পরিহারপূর্বক অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করেন। উদ্ধত্য কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (সন্দেহ) পরিহারপূর্বক বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। কুশল ধর্মের প্রতি সন্দেহহীন হইয়া সন্দেহ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

১৮৩। এইরূপে তিনি পঞ্চবিধ অন্তরায়কর ধর্ম পরিহারপূর্বক চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করত যাবতীয় কামাদি অকুশল ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন এবং সবিতর্ক সবিচার বিবেক প্রীতি সুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত বিচরণ করেন। বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম প্রসাদযুক্ত চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। প্রীতিতে বিরাগী হইয়া উপেক্ষা ভাবাপন্নরূপে বিচরণ করেন। স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে সমন্বিত হইয়া নামকায় দ্বারা সুখ অনুভব করেন। ধ্যানের যে স্তরে আরোহণ করিলে আর্যগণ ধ্যানপরায়ণকে উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলিয়া বর্ণনা করেন, ধ্যানের সেই তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্ব দৈহিক সুখদুঃখ পরিহারপূর্বক পূর্বেই সৌমনস্য দৌর্মনস্য (মনের হর্ষবিষাদ) অন্তর্মিত করিয়া না-সুখ-না-দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিপরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

সো এবং সমাহিতে চিত্তে পরিসুদ্ধে পরিষোদাতে অনঙ্গণে বিগতূপক্কিলেসে মুদুভূতে কম্নিয়ে ঠিতে আনেঞ্জপ্পত্তে পুৰ্বেনিবাসানুস্মতিএগ্গণায় চিত্তং অভিনিম্মামেতি। সো অনেকবিহিতং পুৰ্বেনিবাসং অনুস্মরতি, সেযাখিদ্দং একম্পি জাতিং ত্বেপি জাতিযো তিস্সোপি জাতিযো চতস্সোপি জাতিযো পঞ্চপি জাতিযো দসপি জাতিযো বীসম্পি জাতিযো তিস্সম্পি জাতিযো চত্তালীসম্পি জাতিযো পঞাগ্গসম্পি জাতিযো জাতিসতম্পি জাতিসহস্সম্পি জাতিসতসহস্সম্পি অনেকেপি সংবট্টকল্পে অনেকেপি বিবট্টকল্পে অনেকেপি সংবট্টবিবট্টকল্পে “অমুত্রাসিং এবংনামো এবংগোত্তো এবংবল্লো এবংমহারো এবংসুখদুখপটিসংবেদী এবংমায়ুপরিযন্তো, সো ততো চুতো অমুত্র উদপাদিং; তত্রাপাসিং এবংনামো এবংগোত্তো এবংবল্লো এবংমহারো এবংসুখদুখপটিসংবেদী এবংমায়ুপরিযন্তো, সো ততো চুতো ইধূপপন্নো”তি। ইতি সাকারং সউদ্দেশং অনেকবিহিতং পুৰ্বেনিবাসং অনুস্মরতি।

১৮৪. সো এবং সমাহিতে চিত্তে পরিসুদ্ধে পরিষোদাতে অনঙ্গণে বিগতূপক্কিলেসে মুদুভূতে কম্নিয়ে ঠিতে আনেঞ্জপ্পত্তে সত্তানং চুতূপপাতএগ্গণায় চিত্তং অভিনিম্মামেতি। সো দিব্বেন চক্কুনা বিসুদ্বেন অতিক্কন্তমানুসকেন সত্তে পস্সতি চব্বমানে উপপজ্জমানে

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনঙ্গন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কম্নীয়, অবিচল, নিষ্কম্প অবস্থায় জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমন কি শত সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত বিবর্ত কল্প এ এ স্থানে ছিলেন। এই ছিল তাঁহার নাম, এই ছিল গোত্র, এই ছিল জাতি বর্ণ। এই তাঁহার আহার, এরূপ তাঁহার সুখদুঃখ অনুভূতি, এই তাঁহার পরমায়ু। তিনি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হন। তথায় তাঁহার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এই সুখদুঃখ অনুভূতি, এই পরমায়ু ছিল। তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে আকার, উদ্দেশ্য, স্বরূপ, গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন।

১৮৪। এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনঙ্গন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কম্নীয়, নিষ্কম্প অবস্থায় সত্তগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্তনমিত করেন, সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষুে বিশুদ্ধ লোকাভীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান। জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে।

হীনে পণীতে সুবল্লে দুবল্লে, সুগতে দুগ্গতে যথাকম্মুপগে সত্তে পজানাতী। “ইমে বত ভোন্তো সত্তা কায়দুচ্চরিতেন সমল্লাগতা, বচীদুচ্চরিতেন সমল্লাগতা, মনোদুচ্চরিতেন সমল্লাগতা, অরিয়ানং উপবাদকা, মিচ্ছাদিটিষ্ঠকা মিচ্ছাদিটিষ্ঠকম্মসমাদানা। তে কায়স্স ভেদা পরং মরণা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উপপল্লা। ইমে বা পন ভোন্তো সত্তা কায়সুচরিতেন সমল্লাগতা বচীসুচরিতেন সমল্লাগতা মনোসুচরিতেন সমল্লাগতা অরিয়ানং অনুপবাদকা সম্মাদিটিষ্ঠকা সম্মাদিটিষ্ঠকম্মসমাদানা। তে কায়স্স ভেদা পরং মরণা সুগতিং সল্লং লোকং উপপল্লা”তি। সো ইতি দিব্বেন চকখুনা বিসুদ্ধেন অতিকল্পমানুসকেন সত্তে পস্সতি চবমানে উপপজ্জমানে হীনে পণীতে সুবল্লে দুবল্লে, সুগতে দুগ্গতে যথাকম্মুপগে সত্তে পজানাতী।

১৮৫. সো এবং সমাহিতে চিত্তে পরিসুদ্ধে পরিষোদাতে অনঙ্গণে বিগতুপক্কিলেসে মুদুভূতে কম্মনিযে ঠিতে আনেঞ্জল্লভে আসবানং খয়এগ্গণায় চিত্তং অভিনিম্মামেতি। সো “ইদং দুকখ”ত্তি যথাভূতং পজানাতী, “অয়ং দুকখসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজানাতী, “অয়ং দুকখনিরোধো”তি যথাভূতং পজানাতী, “অয়ং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতী, “ইমে আসবা”তি যথাভূতং পজানাতী, “অয়ং আসবসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজানাতী,

প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন। হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল মহানুভব জীব কায়দুচরিত্র সমন্বিত, বাক্ দুচরিত্র সমন্বিত, মনদুচরিত্র সমন্বিত, আর্য়গণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইতেছে অথবা এই সকল জীব কায় সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্ সুচরিত্র সমন্বিত, মনসুচরিত্র সমন্বিত, আর্য়গণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে দিব্যান্নেত্র, বিশুদ্ধ লোকাভীত দৃষ্টিতে দেখিতে পান। জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন। হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

১৮৫। এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত অনঙ্গন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কমণীয়, অবিচলিত, নিষ্কম্প অবস্থায় আসক্তিষ্কয় জ্ঞানাভিমুখে তাঁহার চিত্ত অভিনমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথার্থভাবে জানিতে পারেন যে, “ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী পস্থা”। “ইহা আসক্তি, ইহা আসক্তির কারণ, ইহা আসক্তির নিরোধ, ইহা

“অযং আসবনিরোধো”তি যথাভূতং পজানতি, “অযং আসবনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানতি। তস্স এৰং জানতো এৰং পস্সতো কামাসৰাপি চিত্তং বিমুচ্চতি, ভবাসৰাপি চিত্তং বিমুচ্চতি, অবিজ্জাসৰাপি চিত্তং বিমুচ্চতি। বিমুত্তস্মিং বিমুত্তমিতি এগ্গং হোতি। “খীণা জাতি, ৰুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করणीयं, नापरं ईक्षताया”ति पजानाति। एषं पुग्ललो नेब अन्तुत्तपो च होति न अन्तुपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, न परन्तुत्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। सो अनन्तुत्तपो अपरन्तुत्तपो दिट्ठेब धम्मं निच्छातो निब्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अन्तना बिहरति।

১৮৬. কতমো চ পুগ্ললো সরাগো? যস্স পুগ্ললস্স রাগো অগ্নহীনো, অযং ৰুচ্চতি পুগ্ললো “সরাগো”।

কতমো চ পুগ্ললো সদোসো? যস্স পুগ্ললস্স দোসো অগ্নহীনো, অযং ৰুচ্চতি পুগ্ললো “সদোসো”।

কতমো চ পুগ্ললো সমোহো? যস্স পুগ্ললস্স মোহো অগ্নহীনো, অযং ৰুচ্চতি পুগ্ললো “সমোহো”।

কতমো চ পুগ্ললো সমানো? যস্স পুগ্ললস্স মানো অগ্নহীনো, অযং ৰুচ্চতি পুগ্ললো “সমানো”।

আসক্তিৰ নিৰোধ গমনেৰ পত্ৰা”। তদবস্থায় তাঁহাৰ এইভাবে আৰ্যসত্য জানিবাৰ ও দৰ্শন কৰিবাৰ ফলে কামাসক্তি, ভবাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি হইতে চিত্তবিমুক্ত হয়। বিমুক্ত চিত্তে ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ এই জ্ঞান উদিত হয় এবং প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন যে, চিরতরে জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে। যাহা কিছু কর্তব্য তাহা সবই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আর কিছু করিবার নাই।

এৰূপ পুদাল নহেন আত্মতাপী, আত্মপৰিতাপে তৎপৰ এবং নহেন পৰতাপী, পৰপৰিতাপে তৎপৰ। না-আত্মতাপী না-পৰতাপী ৰূপে ইহ জীবনেই তৃষ্ণাহীন, নিবৃত্ত, আধ্যাত্মিক শৈত্যপ্ৰাপ্ত ও পৰম সুখানুভব কৰিতে কৰিতে শ্ৰেষ্ঠ ও পবিত্ৰভাবে বিৰাজ কৰেন।

১৮৬। সরাগ পুদাল কাহাকে বলে?

যেই পুদালের রাগ (আসক্তি) পরিত্যক্ত হয় নাই তাহাকে সরাগ পুদাল বলে।

সদেষ পুদাল কাহাকে বলে?

যেই পুদালের দেষ পরিত্যক্ত হয় নাই তাহাকে সদেষ পুদাল বলে।

সমোহ পুদাল কাহাকে বলে?

যেই পুদালের মোহ ধ্বংসীভূত হয় নাই তাহাকে সমোহ পুদাল বলে।

স-মান পুদাল কাহাকে বলে?

যেই পুদালের মান গ্রহীন হয় নাই তাহাকে স-মান পুদাল বলে ।

১৮৭. কথঞ্চ পুণ্নলো লাভী হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায? ইধেকচ্চো পুণ্নলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং, ন লাভী লোকুত্তরমগ্গস্স বা ফলস্স বা। এবং পুণ্নলো লাভী হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায।

কথঞ্চ পুণ্নলো লাভী হোতি অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায, ন লাভী অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স? ইধেকচ্চো পুণ্নলো লাভী হোতি লোকুত্তরমগ্গস্স বা ফলস্স বা, ন লাভী রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং। এবং পুণ্নলো লাভী হোতি অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায, ন লাভী অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স।

কথঞ্চ পুণ্নলো লাভী চেষ হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, লাভী চ অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায? ইধেকচ্চো পুণ্নলো লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং, লাভী লোকুত্তরমগ্গস্স বা ফলস্স বা। এবং পুণ্নলো লাভী চেষ হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, লাভী চ অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায।

কথঞ্চ পুণ্নলো নেব লাভী হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায? ইধেকচ্চো পুণ্নলো নেব লাভী হোতি রূপসহগতানং বা অরূপসহগতানং বা সমাপত্তীনং, ন লাভী লোকুত্তরমগ্গস্স বা ফলস্স বা। এবং পুণ্নলো নেব লাভী হোতি অজ্ঞত্তং চেতোসমথস্স, ন লাভী অধিপঞএগাধম্মবিপস্সনায।

১৮৭। কীরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী নহেন।

কোনো পুদাল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন, কিন্তু লোকোত্তর মার্গ কিংবা ফল লাভ করেন না। এরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী নহেন।

কীরূপ পুদাল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী, অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী নহেন।

কোনো পুদাল লোকোত্তর মার্গ ও ফল লাভ করেন কিন্তু রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন না। এরূপ পুদাল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী, অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী নহেন।

কীরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী?

কোনো পুদাল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন এবং বিদর্শন ধ্যান প্রভাবে মার্গ ও ফল লাভ করেন। এরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হন।

কীরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী কিংবা অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন লাভী নহে। কোনো পুদাল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভী ও নহে। কিংবা বিদর্শন ধ্যান প্রভাবে মার্গফল লাভীও নহে এরূপ পুদাল অধ্যাত্ম চিত্তশমথ লাভী কিংবা অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন লাভী নহে।

১৮৮. কতমো চ পুগলো অনুসোতগামী? ইধেকচ্চো পুগলো কামে চ পটিসেবতি পাপঞ্চ কন্মং করোতি। অযং ব্ধচ্চতি পুগলো “অনুসোতগামী”।

কতমো চ পুগলো পটিসোতগামী? ইধেকচ্চো পুগলো কামে চ ন পটিসেবতি পাপঞ্চ কন্মং ন করোতি। সো সহাপি দুকেখন সহাপি দোমনস্পেন অস্সুমুখেনপি রুদমানো পরিপুগ্গং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং চরতি। অযং ব্ধচ্চতি পুগলো “পটিসোতগামী”।

কতমো চ পুগলো ঠিতত্তো? ইধেকচ্চো পুগলো পঞ্চগ্নং ওরস্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি তথ পরিণিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। অযং ব্ধচ্চতি পুগলো “ঠিতত্তো”।

কতমো চ পুগলো তিগ্গো পারঙ্গতো থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো? ইধেকচ্চো পুগলো আসবানং খযা অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞএগবিমুত্তিং দিটেঠে ধম্মে সযং অভিঞএগ সচ্ছিক্তা উপসম্পজ্জ বিহরতি। অযং ব্ধচ্চতি পুগলো তিগ্গো পারঙ্গতো থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।

১৮৮। অনুসোতগামী পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল কামসেবন ও নানাবিধ পাপকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদাল অনুসোতগামী।

প্রতিসোতগামী পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল কামসেবনও করেন না এবং পাপ কর্ম সম্পাদন ও করেন না। তিনি দুঃখক্লেশ ও দৌর্মনস্য (মানসিক বিষাদ) দ্বারা উন্মুক্ত হইয়া অশ্রুযুখে রোদন করিতে করিতে ত্রিবিধ শিক্ষায় পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন। এরূপ পুদাল প্রতিসোতগামী নামে অভিহিত।

স্থিতাত্ম পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন (যাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযোগ করে) ক্ষয়ে ওপপাতিক হন। অর্থাৎ (শুদ্ধবাস) ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেখান হইতে আর কামলোক প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপ পুদাল স্থিতাত্ম নামে অভিহিত।

তীর্ণ পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্তি-যুক্ত চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া ইহ জীবনে স্বীয় প্রজ্ঞা বলে বিচরণ করেন। এরূপ পুদাল তৃষ্ণাস্রোত হইতে উত্তীর্ণ, চিরশান্তি নির্বাণ পারগত, অর্হত্ব সমাপত্তি স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ।

১৮৯. কথঞ্চ পুগ্লো অগ্নসুতো হোতি সুতেন অনুপপন্নো? ইধেকচ্চস্স পুগ্ললস্স অগ্নকং সুতং হোতি সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবৃত্তকং জাতকং অবুতধম্মং বেদল্লং। সো তস্স অগ্নকস্স সুতস্স ন অথমংগেয ধম্মমংগেয ধম্মানুধম্মপটিপন্নো [ন ধম্মমংগেয ন ধম্মানুধম্মপটিপন্নো (স্যা.), ন ধম্মমংগেয ধম্মানুধম্মপটিপন্নো (ক.)] হোতি। এবং পুগ্লো অগ্নসুতো হোতি সুতেন অনুপপন্নো।

কথঞ্চ পুগ্লো অগ্নসুতো হোতি সুতেন উপপন্নো? ইধেকচ্চস্স পুগ্ললস্স অগ্নকং সুতং হোতি সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবৃত্তকং জাতকং অবুতধম্মং বেদল্লং। সো তস্স অগ্নকস্স সুতস্স অথমংগেয ধম্মমংগেয ধম্মানুধম্মপটিপন্নো হোতি। এবং পুগ্লো অগ্নসুতো হোতি সুতেন উপপন্নো।

কথঞ্চ পুগ্লো বহুসুতো হোতি সুতেন অনুপপন্নো? ইধেকচ্চস্স পুগ্ললস্স বহুকং সুতং হোতি সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবৃত্তকং জাতকং অবুতধম্মং বেদল্লং। সো তস্স বহুকস্স সুতস্স ন অথমংগেয ধম্মমংগেয ধম্মানুধম্মপটিপন্নো হোতি। এবং পুগ্লো বহুসুতো হোতি সুতেন অনুপপন্নো।

১৮৯। অগ্নশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। এই নবাজ শাসন সম্পর্কে অগ্নমাত্র শাস্ত্র জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তিনি সেই নাম মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না, জীবনে আয়ত্ত্ব করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদাল অগ্নশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন নামে কথিত।

অগ্নশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন পুদাল কাহাকে বলে ?

কোনো পুদালের সূত্রাদি নবাজ শাসন সম্বন্ধে অগ্নমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই নাম মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না, জীবনে আয়ত্ত্ব করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদাল অগ্নশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন পুদাল নামে খ্যাত।

বহুশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সূত্রাদি নবাজ শাসন সম্বন্ধে বহুজ্ঞান থাকে, কিন্তু তিনি ইহাদের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না। জীবনে আয়ত্ত্ব করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদাল বহুশ্রুত শ্রুতানুৎপন্ন পুদাল নামে খ্যাত।

কথঞ্চ পুগ্নলো বহুসুতো হোতি সুতেন উপপন্নো? ইধেকচ্চস্স পুগ্নলস্স বহুকং সুতং হোতি সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণং গাথং উদানং ইতিবুত্তকং জাতকং অবুত্তধম্মং বেদল্লং। সো তস্স বহুকস্স সুতস্স অথমএএয়া ধম্মমএএয়া ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্নো হোতি। এবং পুগ্নলো বহুসুতো হোতি সুতেন উপপন্নো।

১৯০. কতমো চ পুগ্নলো সমণমচলো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিক্কখা সোতাপন্নো হোতি অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনো। অযং বচ্চতি পুগ্নলো “সমণমচলো”।

কতমো চ পুগ্নলো সমণপদুমো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো তিগ্গং সংযোজনানং পরিক্কখা রাগদোসমোহানং তনুত্তা সকদাগামী হোতি, সিকিদেব ইমং লোকং আগত্তা দুক্কস্সন্তং কেরোতি। অযং বচ্চতি পুগ্নলো “সমণপদুমো”।

কতমো চ পুগ্নলো সমণপুত্তরীকো? ইধেকচ্চো পুগ্নলো পঞ্চম্নং ওরস্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখা ওপপাতিকো হোতি তথ পরিনিব্বায়ী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। অযং বচ্চতি পুগ্নলো “সমণপুত্তরীকো”।

বহুশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদালের সূত্রাদি নবাস্ত শাসন সম্বন্ধে বহুজ্ঞান থাকে। তিনি সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক উপলব্ধি করত ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং জীবনে আয়ত্ত্ব করিতে উদ্যোগী হন। এরূপ পুদাল বহুশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন নামে খ্যাত।

১৯০। শ্রমণাচল পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদগল ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায় দৃষ্টি বিচিকিৎসা ও শীলব্রত) সাধন করিয়া শ্রোতাপন্ন হন, নরকাদিতে অপতনশীল মার্গাদি সম্যক নিয়ামে নিরত সম্বোধি পরায়ণ। এরূপ পুদাল শ্রমণাচল নামে কথিত।

শ্রমণপদ্ব পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয়সাধন করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা সম্পাদন করত সকদাগামী হন। একবার মাত্র ইহলোকে আসিয়া দুঃখান্ত সাধন করিয়া থাকেন। এরূপ পুদাল শ্রমণপদ্ব নামে পরিচিত হন।

শ্রমণ পুত্তরীক পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো কোনো পুদগল পাঁচপ্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন ক্ষয়সাধন করিয়া ওপপাতিক হন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। তথা হইতে আর কামলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপ পুদাল শ্রমণ পুত্তরীক নামে খ্যাত।

কতমো চ পুণ্ণলো সমণেসু সমণসুখুমালো? ইধেকক্কো পুণ্ণলো আসবানং থযা অনাসবং চেতোবিমুক্তিং পঞঃঞাবিমুক্তিং দিটেঠব ধম্মে সযং অভিঞঃঞা সচ্ছিকত্তা উপসম্পজ্জ বিহরতি। অযং ৰুচ্চতি পুণ্ণলো “সমণেসু সমণসুখুমালো”তি।

চতুৰ্দ্ধনিদেসো।

শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ সুকোমল কাহাকে বলে?

কোনো কোনো পুদাল আসক্তিক্ষয়ে ইহ জীবনে আপনার অভিজ্ঞান প্রভাবে অনাসক্তি-পূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন। এরূপ পুদাল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল নামে অভিহিত হন।

চতুর্থ নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

৫. পঞ্চকপুণ্ডলপঞ্চাঙ্গতি

১৯১. তত্র য্বাযং পুণ্ডলো আরভতি চ বিপ্লটিসারী চ হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুক্তিং পঞ্চাঙ্গবিমুক্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতী, যথস্প তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জন্তি, সো এবমস্স বচনীযোঁ“আয়স্মতো খো আরন্তজা [আরবুজা (ক.) অ. নি. ৫.১৪২] আসৰা সংবিজ্জন্তি, বিপ্লটিসারজা আসৰা পৰডচন্তি। সাধু বতায়স্মা আরন্তজে আসৰে পহায বিপ্লটিসারজে আসৰে পটিৰিনোদেতা চিত্তং পঞ্চাঙ্গঞ্চ ভাবেতু। এবমায়স্মা অমুনা পঞ্চমেন পুণ্ডলেন সমসমো ভবিস্সতী”তি।

তত্র য্বাযং পুণ্ডলো আরভতি ন বিপ্লটিসারী হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুক্তিং পঞ্চাঙ্গবিমুক্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতী, যথস্প তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপরিসেসা নিরুজ্জন্তি, সো এবমস্স বচনীযোঁ“আয়স্মতো খো আরন্তজা আসৰা সংবিজ্জন্তি, বিপ্লটিসারজা আসৰা নপ্পৰডচন্তি। সাধু বতায়স্মা আরন্তজে আসৰে পহায চিত্তং পঞ্চাঙ্গঞ্চ ভাবেতু। এবমায়স্মা অমুনা পঞ্চমেন পুণ্ডলেন সমসমো ভবিস্সতী”তি।

পঞ্চম নির্দেশ

১৯১। যে পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনকারী ও অনুশোচনাকারী, তজ্জন্য তিনি চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ অশেষভাবে নিবুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য। “আয়ুস্মানের নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং অনুশোচনাজনিত আসক্তি বিনোদন করিয়া চিত্ত (শমথ ভাবনা) ও প্রজ্ঞা (বিদর্শন ভাবনা) ভাবনায় আত্মনিয়োগ করুন, তাহা হইলে আয়ুস্মান অমুক পঞ্চম পুরুষতুল্য হইতে পারিবেন”।

যে পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনকারী, কিন্তু তজ্জন্য অনুশোচনাকারী নহেন। তদ্ব্যতীত তিনি চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিরবশেষ নিবুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য। “আয়ুস্মানের শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপজনিত আসক্তি বর্ধিত হয় না। হে আয়ুস্মান! সাধু, সাধু, নীতি লঙ্ঘন জনিত পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত ও প্রজ্ঞা ভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আপনি পঞ্চম পুরুষতুল্য হইতে সমর্থ হইবেন”।

তত্র যাযং পুগ্গলো ন আরভতি বিপ্লটিসারী হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুক্তিং পঞঞবিমুক্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতি, যথস্স তে উপ্পন্না পাপকা অকুসলা ধম্মা অপারিসেসা নিরুজ্জন্তি, সো এবমস্স বচনীযো[“আযস্মতো খো আরম্ভজা আসবা ন সংবিজ্জন্তি, বিপ্লটিসারজা আসবা পবডন্তি। সাধু বতায়স্মা বিপ্লটিসারজে আসবে পটিবিনোদেত্বা চিত্তং পঞঞঞ্চ ভাবেতু। এবমায়স্মা অমুনা পঞ্চমেন পুগ্গলেন সমসমো ভবিস্সতী”তি।

তত্র যাযং পুগ্গলো ন আরভতি ন বিপ্লটিসারী হোতি, তঞ্চ চেতোবিমুক্তিং পঞঞবিমুক্তিং যথাভূতং নপ্পজানাতি, যথস্স তে পাপকা অকুসলা ধম্মা অপারিসেসা নিরুজ্জন্তি, সো এবমস্স বচনীযো[“আযস্মতো খো আরম্ভজা আসবা ন সংবিজ্জন্তি, বিপ্লটিসারজা আসবা নপ্পবডন্তি। সাধু বতায়স্মা চিত্তং পঞঞঞ্চ ভাবেতু। এবমায়স্মা অমুনা পঞ্চমেন পুগ্গলেন সমসমো ভবিস্সতী”তি। ইমে চত্তারো পুগ্গলা অমুনা পঞ্চমেন পুগ্গলেন এবং ওবদিয়মানা এবং অনুসাসিয়মানা অনুপুস্বেন আসবানং খযং পাপুগন্তি।

যে পুদাল একবার নীতি লঙ্ঘন করিলেও আর কখনও লঙ্ঘন করেন না, অথবা সেই লঙ্ঘনজনিত অপরাধস্থালনের জন্য অনুশোচনা ত্যাগ করিতে পারেন না। সর্বদা অনুশোচনা করেন। তদ্ব্যতীত তিনি চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিরবশেষ নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য। আয়ুস্মানের আপত্তিজনিত আসব বিদ্যমান নাই, কিন্তু অনুশোচনাজনিত আসব বর্ধিত হইতেছে। হে আয়ুস্মান! সাধু, সাধু, অনুশোচনাজনিত আসব বিনোদন করিয়া চিত্ত ও প্রজ্ঞা ভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আপনি পঞ্চম পুরুষ ক্ষীণাসব সমতুল্য হইতে পারিবেন।

যে পুদাল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন ও করেন না এবং কোনোরূপ অনুশোচনাও করেন না। কিন্তু চিত্ত বিমুক্তিও প্রজ্ঞা বিমুক্তি যথার্থ উপলব্ধি করেন না। যাহা লাভ করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের সম্ভাবনা নিরবশেষ ধ্বংসীভূত হইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য। আয়ুস্মানের নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি বিদ্যমান নাই। খেদ-মূলক আসক্তি বর্ধিত হইতেছেনা। সাধু, সাধু, হে আয়ুস্মান! চিত্ত ও প্রজ্ঞা ভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আয়ুস্মান অমুক পঞ্চম পুরুষ সমতুল্য হইতে সমর্থ হইবেন।

এইরূপে পূর্বোক্ত চারি পুদাল অমুক পঞ্চম পুরুষ (ক্ষীণাসব অর্হৎ পুদাল) কর্তৃক উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া অনুক্রমে আসক্তিক্ষয় প্রাপ্ত হন।

১৯২. কথঞ্চ পুগ্নলো দত্তা অৰজানাতি? ইধেকচ্চো পুগ্নলো যস্স পুগ্নলস্স দেতি চীৰপিণ্ডপাতসেনাসনগিলানপচ্চযভেসজ্জপরিক্খারং, তস্স এবং হোতি[“অহং দম্মি, অযং [অযং পন (স্যা. ক.) অ. নি. ৫.১৪১] পটিগ্গহাতী”]তি, তমেনং দত্তা অৰজানাতি। এবং পুগ্নলো দত্তা অৰজানাতি।

কথঞ্চ পুগ্নলো সংবাসেন অৰজানাতি? ইধেকচ্চো পুগ্নলো যেন পুগ্নলেন সদ্ধিং সংবসতি দে বা তীণি বা বস্সানি, তমেনং সংবাসেন অৰজানাতি। এবং পুগ্নলো সংবাসেন অৰজানাতি।

কথঞ্চ পুগ্নলো আধেয়্যমুখো হোতি? ইধেকচ্চো পুগ্নলো পরস্স বগ্গে বা অবগ্গে বা ভাসিয়মানে খিগ্গেএএব্ব অধিমুচ্ছিতা হোতি। এবং পুগ্নলো আধেয়্যমুখো হোতি।

কথঞ্চ পুগ্নলো লোলো হোতি? ইধেকচ্চো পুগ্নলো ইত্তরসদ্বো হোতি ইত্তরভত্তী ইত্তরপেমো ইত্তরপ্পসাদো। এবং পুগ্নলো লোলো হোতি।

১৯২। কীরূপে পুদাল দান করিয়া অবজ্ঞা করেন?

কোনো পুদাল চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও রোগীর ঔষধ-পথ্যাদি অন্যকে দিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার এইরূপ ভাবের উদয় হয় যে, “এই ব্যক্তি আপন প্রতিভা বলে চারি প্রত্যয় সংগ্রহ করিতে পারে না, আমি তাহাকে দিতেছি। আর সে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।” অন্যের নিকট ও এই ভাবের উক্তি করিয়া থাকে। এইরূপ অহংকারযুক্ত চিত্তে অপরকে অবজ্ঞা করেন। এইরূপ পুদাল দান করিয়া অবজ্ঞা করেন।

কীরূপে পুদাল সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন?

কোনো পুদাল অপর লোকের সহিত দুই-তিন বৎসর এক স্থানে অবস্থান করেন। প্রথমত গৌরব ও সম্মানের চক্ষু দেখিলেও পরে বড়ই অগৌরব ও অবমাননা করিয়া থাকেন। এরূপ পুদাল সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন।

আধেয়্যমুখী পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল অপরের সুকীৰ্তি কিংবা দুষ্কীৰ্তি রচিত হইতে দেখিলে সহজে ও সহসা মূৰ্ছিত হইয়া পড়ে। এরূপ পুদালকে আধেয়্যমুখী পুদাল বলে।

লোল পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল স্বল্পমাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দুর্বল ভক্তিসম্পন্ন, শ্লথপ্রেমিক ও দোদুল্যমান প্রসাদসম্বিত। এইসব গুণ তাঁহার অন্তরে ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। এরূপ পুদাল লোল নামে কথিত।

কথঞ্চ পুণ্ণলো মন্দো মোমুহো হোতি? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো কুসলাকুসলে ধম্মে ন জানাতি, সাবজ্জানবজ্জে ধম্মে ন জানাতি, হীনপ্পণীতে ধম্মে ন জানাতি, কহসুন্ধসঙ্গতিভাগে ধম্মে ন জানাতি। এবং পুণ্ণলো মন্দো মোমুহো হোতি।

১৯৩. তথ কতমে পঞ্চ যোধাজীৰুপমা পুণ্ণলা? পঞ্চ যোধাজীৰা ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো রজগ্নাৎএঃ দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুত্ততি [সথস্তুতি (সী.) অ. নি. ৫.১৪১] ন সঙ্কোতি সঙ্গামং ওতরিতুং। এরূপোপি ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো হোতি। অয়ং পঠমো যোধাজীৰো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং।

পুন চপরং ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং, অপি চ খো ধজগ্নাৎএঃ দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুত্ততি ন সঙ্কোতি সঙ্গামং ওতরিতুং। এরূপোপি ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো হোতি। অয়ং দুতিযো যোধাজীৰো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং।

পুন চপরং ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং, অপি চ খো উস্সারণাৎএঃ [উস্সাদনংযেব (সী.), উস্সাদনৎএঃ (স্যা. ক.) অ. নি. ৫.১৪১] সুত্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুত্ততি ন সঙ্কোতি সঙ্গামং ওতরিতুং। এরূপোপি ইধেকচ্ছো যোধাজীৰো হোতি। অয়ং ততিযো যোধাজীৰো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং।

মন্দ মোহযুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

কোনো পুদাল কুশলাকুশল ধর্ম জানে না। সন্দোষ-নির্দোষ ধর্ম জানে না। হীনোৎকৃষ্ট ধর্ম বুঝে না। কৃষ্ণশুরু বা পাপপুণ্য সম্পর্কিত ধর্মে অনভিজ্ঞ। এরূপ পুদাল মন্দ-প্রজ্ঞ, মোহাভিভূত নামে কথিত হয়।

১৯৩। পঞ্চ পেশাদারী যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদাল কে কে? পঞ্চ যুদ্ধোপজীবী :

কোনো যুদ্ধোপজীবী শত্রুপক্ষের হস্তী অশ্বের পদপ্রহারে উপরোথিত ধূলিরাশি দর্শন করিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না, সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে ইহ জগতে প্রথম যুদ্ধোপজীবী রূপে বিদ্যমান।

পুনশ্চ কোনো যুদ্ধোপজীবী শত্রুপক্ষের ধূলিরাশি সহ্য করিতে পারে। কিন্তু হস্তী পৃষ্ঠে বা রথোপরে উত্তোলিত ধ্বজাপতাকা দর্শন করিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না। সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবী রূপে জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি সহ্য করে, ধ্বজাভীতি সহ্য করে, কিন্তু হস্তী অশ্বের বিকট শব্দ শুনিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, অস্থির হইয়া যায়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক জাতীয় যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই তৃতীয় যুদ্ধোপজীবী রূপে জগতে বিদ্যমান।

পুন চপরং ইধেকচ্চো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং সহতি উম্পারণং, অপি চ খো সম্পহারে হঞংএতি ব্যাপজ্জতি। এৰরুপোপি ইধেকচ্চো যোধাজীৰো হোতি। অযং চতুথো যোধাজীৰো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং।

পুন চপরং ইধেকচ্চো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং সহতি উম্পারণং সহতি সম্পহারং। সো তং সঙ্গামং অভিবিজিনিহা বিজিতসঙ্গামো তমেব সঙ্গামসীসং অজ্জাৰসতি। এৰরুপোপি ইধেকচ্চো যোধাজীৰো হোতি। অযং পঞ্চমো যোধাজীৰো সন্তো সংবিজ্জমানো লোকস্মিং। ইমে পঞ্চ যোধাজীৰা সন্তো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং।

১৯৪. এৰমেবং পঞ্চমে যোধাজীৰুপমা পুগ্গলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিক্কুসু। কতমে পঞ্চ? ইধেকচ্চো ভিক্কু রজগ্নংএংএব দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সম্বন্ততি ন সঙ্কোতি ব্রহ্মচরিয়ং সঙ্কারেতুং, [সন্তানেতুং (সী. স্যা.) অ. নি. ৫.৭৫] সিক্খাদুব্বল্যং আৰিকত্তা [আৰীকত্তা (সী.)]। সিক্খং পচ্চক্খায় হীনাযাৰত্ততি। কিমস্স রজগ্নস্মিং? ইধ ভিক্কু সুণাতি। “অসুকস্মিং নাম গামে বা নিগমে বা ইথী বা কুমারী বা অভিরূপা দস্সনীয়া পাসাদিকা পরমায বণ্ণপোকখরতায় সমম্মাগতা”তি।

(ঘ) পুনশ্চ কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি, ধ্বজাথ্র ও বিকট শব্দ ভীতি সহ্য করে। কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হয়, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে। ইহাই চতুর্থ যুদ্ধোপজীবীরূপে জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি, ধ্বজাথ্র, মহারব ও প্রহার সহ্য করেন এবং বীরবিক্রমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিজয়ীরূপে বিজিত রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করেন। এইরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই পঞ্চম যুদ্ধোপজীবী নামে জগতে বিদ্যমান।

১৯৪। এরূপ পঞ্চবিধ যুদ্ধোপজীবী তুল্য পুদাল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। পঞ্চবিধ কীরূপ?

(ক) কোনো ভিক্ষু রজাথ্র দেখিয়া দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হইয়া তাহাতে ভুবিয়া যান। ভগ্নোৎসাহ হন, ভিক্ষুত্বে স্থির থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারেন না, ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করত ভিক্ষুত্ব প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনত্ব বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পক্ষে রজাথ্র কী? ভিক্ষু শুনিয়া থাকেন যে অমুক গ্রাম কিংবা নিগমে অভিরূপা দূদর্শনা, প্রসাদময়ী, পরম বর্ণবিশিষ্টা স্ত্রী বা কুমারী রহিয়াছে।

সো তং সুত্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুন্ততি ন সন্ধোতি ব্রহ্মচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিকখাদুব্বল্যং আৰিকত্বা সিকখং পচ্চকখায় হীনাযাবত্ততি। ইদমস্প রজগ্নস্মিং।

সেয্যথাপি সো যোধাজীৰো রজগ্নঃঞঃব দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুন্ততি ন সন্ধোতি সঙ্গামং ওতরিতুং, তথূপমো অযং পুগ্নলো। এবরূপোপি ইধেকচো পুগ্নলো হোতি। অযং পঠমো যোধাজীৰপমো পুগ্নলো সন্তো সংবিজ্জমানো ভিকখুসু।

১৯৫. পুন চপরং ইধেকচো ভিকখু সহতি রজগ্নং, অপি চ খো ধজগ্নঃঞঃব দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুন্ততি ন সন্ধোতি ব্রহ্মচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিকখাদুব্বল্যং আৰিকত্বা সিকখং পচ্চকখায় হীনাযাবত্ততি। কিমস্প ধজগ্নস্মিং? ইধ ভিকখু ন হেব খো সুণাতি। “অসুকস্মিং নাম গামে বা নিগমে বা ইথী বা কুমারী বা অভিরূপা দস্পনীয়া পাসাদিকা পরমায় বগ্নপোকখরতায় সমগ্নাগতা”তি, অপি চ খো সামং [সামংযেব (সী.)] পস্পতি ইথিং বা কুমারিং বা অভিরূপং দস্পনীযং পাসাদিকং পরমায় বগ্নপোকখরতায় সমগ্নাগতাং। সো তং দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সন্তুন্ততি ন সন্ধোতি ব্রহ্মচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিকখাদুব্বল্যং আৰিকত্বা সিকখং পচ্চকখায় হীনাযাবত্ততি। ইদমস্প ধজগ্নস্মিং।

তিনি তাহা শুনিয়া মনোদ্বারে মিথ্যা কামবিতর্কে বিভোর ও নিমগ্ন হইয়া যান। স্থির থাকিতে বা ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে সক্ষম হন না। ফলে তিনি শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা জ্ঞাপন করত তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনত্ব বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে রজত্ব।

যেমন প্রথমোক্ত যুদ্ধোপজীবী রজত্ব দর্শনে ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না, সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদাল। এরূপ যে প্রথম যুদ্ধোপজীবী তুল্য এক প্রকার পুদাল যিনি ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান আছেন।

১৯৫. পুনশ্চ কোনো ভিক্ষুর রজত্ব সহ্য করেন, কিন্তু ধ্বজত্ব দর্শনে মিথ্যা কামবিতর্কে নিমগ্ন হন। হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। ইহাতে স্থির থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য ধারণে অক্ষম হন। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা জ্ঞাপন করত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ধ্বজত্ব কী? ভিক্ষু শুধু শুনিতেই পান না যে অমুক গ্রামে বা নিগমে অভিরূপা, সুদর্শনা, প্রসাদময়ী, পরম বর্ণ বিশিষ্টা স্ত্রী বা কুমারী রহিয়াছে। অধিকন্তু লাবণ্যময়ী স্ত্রী বা কুমারীকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি তদর্শনে তত্রাসক্ত, নিমগ্ন ও নিমিত্তগ্রাহী হন। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করত হীনত্ব বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। যেমন ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবী পুদাল রজত্ব সহ্য করিয়া ধ্বজত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট, বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

সেয্যথাপি সো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং, অপি চ খো ধজগ্নংএৱেৰ দিস্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সম্ভন্ততি ন সন্ধোতি সন্ধামং ওতরিতুং, তথূপমো অযং পুগ্নলো। এৱরূপোপি ইধেকচ্চো পুগ্নলো হোতি। অযং দুতিযো যোধাজীৰূপমো পুগ্নলো সন্তো সংবিজ্জমানো ভিকখুসু।

১৯৬. পুন চপরং ইধেকচ্চো ভিকখু সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং, অপি চ খো উম্সারণংএৱেৰ সুত্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সম্ভন্ততি ন সন্ধোতি ব্রক্ষচরিযং সন্ধারেতুং, সিকখাদুব্বল্যং আৰিকত্বা সিকখং পচ্চকখায় হীনাযাৰত্ততি। কিমস্স উম্সারণায়? ইধ ভিকখুং অরংএৱগতং বা রুচ্চমূলগতং বা সুংএৱগারগতং বা মাতুগামো উপসঙ্কমিত্বা উহসতি [উহসতি (অট্টকথা) অ. নি. ৫.৭৫] উল্লপতি উজ্জগ্ঘতি উল্লগ্গেতি। সো মাতুগামেন উহসিয়মানো উল্লপিয়মানো উজ্জগ্ঘিয়মানো উল্লগ্গিয়মানো সংসীদতি বিসীদতি ন সম্ভন্ততি ন সন্ধোতি ব্রক্ষচরিযং সন্ধারেতুং, সিকখাদুব্বল্যং আৰিকত্বা সিকখং পচ্চকখায় হীনাযাৰত্ততি। ইদমস্স উম্সারণায়।

ইহাতে স্থির থাকিতে এবং সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদাল। এরূপ যে দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবী তুল্য এক প্রকার পুদাল, যিনি ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান আছেন।

১৯৬। পুনশ্চ : কোনো ভিক্ষু রজাঘ্র সহ্য করেন, ধ্বজাঘ্র সহ্য করেন। কিন্তু হস্তী অশ্বের বিকট চীৎকার শুনিয়া সম্ভ্রান্ত হন। ডুবিয়া যান হতাশ ও অস্থির হইয়া পড়েন। ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে পারেন না। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর জীবনের পক্ষে বিকট চীৎকার কী? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত বা শূন্যাগারগত হইলে মাতৃজাতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উপহাস করে, বাক্যালাপ করে, করতালির সহিত অট্টহাস্য করে, অশ্লীলবাক্য ব্যবহার করে, তাঁহার সহিত একাসনে উপবেশন করে। এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত উপহাস, বাক্যালাপ, অট্টহাস্য অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ ও একাসনে উপবেশন করিয়া কামবিতর্কে আক্রান্ত হন নারী চিন্তাভিভূত হন। স্থির থাকিতে কিংবা ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। অবশেষে শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে বিকট চীৎকার।

সেয্যথাপি সো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং, অপি চ খো উম্সারণংএওৰ সুত্বা সংসীদতি বিসীদতি ন সহন্ততি ন সন্ধোতি সঙ্গামং ওতরিতুং, তথূপমো অযং পুগ্নলো। এবরুপোপি ইধেকচ্চো পুগ্নলো হোতি। অযং ততিযো যোধাজীৰুপমো পুগ্নলো সন্তো সংবিজ্জমানো ভিকখুসু।

১৯৭. পুন চপরং ইধেকচ্চো ভিকখু সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং সহতি উম্সারণং, অপি চ খো সম্পহারে হংএওতি ব্যাপজ্জতি। কিমস্স সম্পহারস্মিং? ইধ ভিকখুং অরংএওগতং বা রুক্ষমূলগতং বা সুংএওগারগতং বা মাতুগামো উপসঙ্কমিত্বা অভিনিসীদতি অভিনিপজ্জতি অজ্জোথরতি। সো মাতুগামেন অভিনিসীদিয়মানো অভিনিপজ্জিয়মানো অজ্জোথরিয়মানো সিকখং অল্লচ্চকখায দুব্বল্যং অনাৰিকত্বা মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি। ইদমস্স সম্পহারস্মিং।

সেয্যথাপি সো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং সহতি উম্সারণং, অপি চ খো সম্পহারে হংএওতি ব্যাপজ্জতি, তথূপমো অযং পুগ্নলো। এবরুপোপি ইধেকচ্চো পুগ্নলো হোতি। অযং চতুখো যোধাজীৰুপমো পুগ্নলো সন্তো সংবিজ্জমানো ভিকখুসু।

যেমন তৃতীয় যুদ্ধোপজীবী রজাধ্র, ধ্বজাধ্র সহ্য করিতে সক্ষম। কিন্তু যুদ্ধান্ত ও হস্তীর বিকট রবে ভীত ত্রাসিত হইয়া অস্থির হয় এবং সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদাল। এইরূপও যে এক শ্রেণীর পুদাল আছেন। ইনিই তৃতীয় যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদাল যিনি ভিক্ষুগণের মধ্যে বিদ্যমান।

১৯৭। পুনশ্চ কোনো ভিক্ষু রজাধ্র, ধ্বজাধ্র ও ভৈরব রব সহ্য করেন, কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হন। ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর জীবনের পক্ষে প্রহার কী? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত, শূন্যগার গত হইলে মাতৃজাতি তদসকাংশে উপস্থিত হইয়া নিকট বা একাসনে উপবেশন, শয়ন ও অবস্থান করে। এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত একস্থানে এবং একাবস্থায় উপবেশন ও শয়ন করিয়া শিক্ষাপদ প্রত্যখ্যান না করিয়া দৌৰ্ল্য জ্ঞাপন না করিয়া মৈথুন ধর্ম সেবন করেন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে প্রহার। যেমন চতুর্থ যুদ্ধোপজীবী রজাধ্র সহ্য করে, ধ্বজাধ্র সহ্য করে, বিকট শব্দ সহ্য করে, কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ এই পুদাল। এরূপ যে এক প্রকারের পুদাল আছেন, ইনিই চতুর্থ যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদাল যিনি ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান।

১৯৮. পুন চপরং ইধেকচ্ছো ভিকখু সহতি রজ্জ্বং সহতি ধজ্জ্বং সহতি উম্পারগং সহতি সম্পহারং। সো তং সঙ্গামং অভিবিজিনিহা বিজিতসঙ্গামো তমেব সঙ্গামসীসং অজ্জাবসতি। কিমস্স সঙ্গামবিজয়স্মিং? ইধ ভিকখুং অরংগতং বা রুকখমূলগতং বা সুংগগারগতং বা মাতুগামো উপসঙ্কমিত্তা অভিনিসীদতি অভিনিপজ্জতি অজ্জোত্বরতি। সো মাতুগামেন অভিনিসীদিয়মানো অভিনিপজ্জিয়মানো অজ্জোত্বরিয়মানো বিনিৰেঠেত্বা বিনিমোচেত্বা যেন কামং পক্কমতি।

সো বিবিত্তং সেনাসনং ভজতি অরংগতং রুকখমূলং পবতং কন্দরং গিরিগুহং সুসানং বনপথং অবোকাশং পলালপুঞ্জং। সো অরংগগতো বা রুকখমূলগতো বা সুংগগারগতো বা নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্বা উজুং কাযং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপঠাপেত্বা। সো অভিজ্জং লোকে পহায় বিগতভিজ্জেন চেতসা বিহরতি, অভিজ্জায় চিত্তং পরিসোধেতি; ব্যাপাদপদোসং পহায় অব্যাপন্নচিত্তো বিহরতি, সৰ্বপাণভূতহিতানুকম্পী ব্যাপাদপদোসা চিত্তং পরিসোধেতি; থিনমিদ্ধং পহায় বিগতথিনমিদ্ধো বিহরতি আলোকসংগী সতো সম্পজানো, থিনমিদ্ধা চিত্তং পরিসোধেতি; উদ্ধচ্চকুচ্ছুং পহায় অনুদ্ধতো বিহরতি অজ্জত্তং রূপসন্তুচিত্তো, উদ্ধচ্চকুচ্ছা চিত্তং পরিসোধেতি; বিচিকিচ্ছং পহায় তিগ্গবিচিকিচ্ছো বিহরতি অকথংকথী কুসলেসু ধম্মেসু, বিচিকিচ্ছায় চিত্তং পরিসোধেতি।

১৯৮। পুনশ্চ কোনো ভিক্ষু রজাহ, ধবজাহ, বিকট চীৎকার ও সামান্য প্রহার সহ্য করেন। বিক্রমের সহিত প্রত্যক্ষসমরে অবতীর্ণ হওত জয়লাভ করিয়া রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অবস্থান করেন। এইক্ষেত্রে ভিক্ষু জীবনের পক্ষে বিজিত সংগ্রাম কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত, শূন্যাগারে গত হইলে মাতৃজাতি তদসকাশে উপস্থিত হইয়া নিকট বা একাসনে উপবেশন শয়ন ও অবস্থান করে এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত একস্থানে এবং একাবস্থায় উপবেশন ও শয়ন করা হতে ফিরাইয়া দিয়া কাম হতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান (যাত্রা) করেন।

এখানে ভিক্ষু অরণ্য, তরুতল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শাশান, বনপথ কিংবা শূন্যাগারকে ভজনা (প্রশংসা) করেন। তিনি অরণ্য, বৃক্ষমূল, শূন্যাগারে গিয়া পদ্মাসীন হইয়া দেহাভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করত উপবেশন করেন। তিনি জগতের প্রতি অভিধ্যা (লোভ) পরিত্যাগপূর্বক বিগতভিধ্য হইয়া বিচরণ করেন। অভিধ্যা হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করেন। এইরূপে ব্যাপাদ (পরের অহিত কামনা), দ্বেষ ও প্রকোপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন (মৈত্রী) চিত্তে সর্বজীবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। ব্যাপাদ ও দ্বেষ হইতে চিত্ত বিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, মানসিক জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ জ্ঞানালোকে উদ্ধুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া কালতিপাত করেন। বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

সো ইমে পঞ্চ নীৰরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞএণয দুবলীকরণে
বিবিচ্ছেব কামেহি বিবিচ্ছ অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং
পীতিসুখং পঠমং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি; বিতক্কবিচারানং রূপসমা দুতিযং
বানং...পে... ততিযং বানং...পে... চতুথং বানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

সো এবং সমাহিতে চিত্তে পরিসুদ্ধে পরিষোদাতে অনঙ্গণে বিগতূপক্কিলেসে
মুদুভূতে কম্মনিযে ঠিতে আনেঞ্জপ্পত্তে আসবানং খযএণণায় চিত্তং অভিনিম্মামেতি।
সো “ইদং দুকখ”ত্তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং দুকখসমুদযো”তি যথাভূতং
পজান্নাতি, “অযং দুকখনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং
দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “ইমে আসবা”তি
যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং আসবসমুদযো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং
আসবনিরোধো”তি যথাভূতং পজান্নাতি, “অযং আসবনিরোধগামিনী
পটিপদা”তি যথাভূতং পজান্নাতি।

তস্স এবং জানতো এবং পস্সতো কামাসরাপি চিত্তং বিমুচ্চতি, ভবাসরাপি
চিত্তং বিমুচ্চতি, অবিজ্জাসরাপি চিত্তং বিমুচ্চতি। বিমুত্তস্মিং বিমুত্তমিতি এণণং
হোতি। “স্বীণা জাতি, রুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইথত্তায়া”তি
পজান্নাতি। ইদমস্স সঙ্গামবিজয়স্মিং।

তিনি পঞ্চবিধ অন্তরায়-কর ধর্ম ধ্বংস করিয়া যাবতীয় পাপ ও অকুশল
হইতে বিমুক্ত সবিতর্ক সবিচার..... প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ
ধ্যান লাভ করেন।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, নিরঞ্জন, বিগতোপক্কেশ,
মুদুভূত, কর্মযোগ্য, স্থির ও অচঞ্চলতাপ্রাপ্ত অবস্থায় আসক্তি-ক্ষয়-জনক
জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। উন্নত জ্ঞানে যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন
যে “ইহা দুঃখার্যসত্য, ইহা দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, ইহা দুঃখ নিরোধার্যসত্য, ইহা
দুঃখনিরোধ-গামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য। ইহা আসক্তি, ইহা আসক্তির হেতু, ইহা
আসক্তির নিরোধ, ইহা আসক্তির নিরোধগামিনী মার্গ” এইরূপে আর্যসত্য
উপলব্ধি ও দর্শন করিবার প্রভাবে কাম, ভব, (দৃষ্টি) ও অবিদ্যাসক্তি হইতে চিত্ত
বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত চিত্তে ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ বলিয়া জ্ঞান উদিত হয়। তিনি উন্নত
জ্ঞানে আরও জানিতে সক্ষম হন যে তাঁহার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।
ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্যাপন সমাপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, তাহার সব কিছু
সমাধা করা হইয়াছে। এখানে (জন্ম-মৃত্যুর কবলে) আর আসিতে হইবে না।
ইহাই ভিক্ষুর জীবনে যুদ্ধ বিজয়।

সেয্যথাপি সো যোধাজীৰো সহতি রজগ্নং সহতি ধজগ্নং সহতি উম্মসারণং সহতি সম্পহারং, সো তং সঙ্গামং অভিবিজিনিত্বা বিজিতসঙ্গামো তমেব সঙ্গামসীসং অজ্জাবসতি, তথুপমো অযং পুগ্নলো। এবরুপোপি ইধেকচো পুগ্নলো হোতি। অযং পঞ্চমো যোধাজীৰুপমো পুগ্নলো সন্তো সংবিজ্জমানো ভিক্কুসু। ইমে পঞ্চ যোধাজীৰুপমা পুগ্নলা সন্তো সংবিজ্জমানা ভিক্কুসু।

১৯৯. তথ কতমে পঞ্চ পিণ্ডপাতিকা? মন্দভা মোমুহভা পিণ্ডপাতিকো হোতি, পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো পিণ্ডপাতিকো হোতি, উম্মাদা চিত্তবিচ্ছেপা পিণ্ডপাতিকো হোতি, “বল্লিতং বুদ্ধেহি বুদ্ধসাৰকেহী”তি পিণ্ডপাতিকো হোতি, অপি চ অল্লিচ্ছতংযেব [অল্লিচ্ছংযেব (স্যা.) অ. নি. ৫.১৮১] নিম্মসায় সন্তুটিংযেব নিম্মসায় সল্লেখংযেব নিম্মসায় ইদমথিতংযেব [ইদমটিংযেব (সী.)] নিম্মসায় পিণ্ডপাতিকো হোতি। তত্র য়াযং পিণ্ডপাতিকো অল্লিচ্ছতংযেব নিম্মসায় সন্তুটিংযেব নিম্মসায় সল্লেখংযেব নিম্মসায় ইদমথিতংযেব নিম্মসায় পিণ্ডপাতিকো, অযং ইমেসং পঞ্চগ্নং পিণ্ডপাতিকানং অগ্নো চ সেট্টো চ পামোকেথা [মোকেথা (সী.)] চ উত্তমো চ পবরো চ।

যেমন পঞ্চ যুদ্ধোপজীবী যুদ্ধের রজাগ্র, ধ্বজাগ্র, মহারব, প্রহার সহ্য করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বীর বীরক্রমে অবতরণপূর্বক জয়লাভ করিয়া বিজয়ী হন। অতঃপর বিজিত রাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করেন। তদ্রূপ এই পুদাল। এরূপও যে একপ্রকারের পুদাল আছেন, ইনিই পঞ্চম যুদ্ধোপজীবী তুল্য পুদাল যিনি ভিক্ষুগণের মধ্যে বিদ্যমান।

১৯৯। পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিক পুদাল কে কে? অজ্ঞানতা ও মোহবশত পিণ্ডপাতিক হন। পিণ্ডপাতিক হইলে লজ্জাশীল, ধর্মপরায়ণ বলিয়া গুণধর্মের সম্ভাধ্যতা প্রকাশ পাইবে। এইরূপ পাপেচ্ছা-পরায়ণ ও লোভ বশবর্তী হইয়া পিণ্ডপাতিক হন। চিত্ত বিক্ষিপ ও উন্মত্ততাবশত পিণ্ডপাতিক হন। এই পিণ্ডপাত নীতি বুদ্ধ বা যুদ্ধের শ্রাবক কর্তৃক উপদিষ্ট, বর্ণিত ও প্রশংসিত বলিয়া পিণ্ডপাতিক হন। অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং এমন কি, ভিক্ষা-লব্ধ আহারে যথেষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা-ইত্যাদি অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া পিণ্ডপাতিক হন।

এক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে যিনি অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং ভিক্ষালব্ধ আহারকে যথেষ্ট ভাবিয়া পিণ্ডপাতিক হন, তিনি উক্ত পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য, মুখ্য, উত্তম, প্রবর।

সেয়াথাপি নাম গৰা খীরং, খীরস্থা দধি, দধিস্থা নবনীতং, [নোনীতং (সী.)] নবনীতস্থা সপ্পি, সপ্পিস্থা সপ্পিমণ্ডো, সপ্পিমণ্ডং তথ অল্পমক্খাযতি; এবমেবং য়াযং পিণ্ডপাতিকো অপিচ্ছতংযেব নিম্সায় সন্তুটিংযেব নিম্সায় সল্লেখংযেব নিম্সায় ইদমথিতংযেব নিম্সায় পিণ্ডপাতিকো হোতি, অযং ইমেসং পঞ্চগ্নং পিণ্ডপাতিকানং অগ্নো চ সেটেঠা চ পামোকেথা চ উত্তমো চ পৰরো চ। ইমে পঞ্চ পিণ্ডপাতিকা।

২০০. তথ কতমে পঞ্চ খলুপচ্ছাভণ্ডিকা...পে... পঞ্চ একাসনিকা...পে

যেমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত, হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই ঘৃতমণ্ডই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র বলিয়া গণ্য। তদ্রূপ এই পঞ্চম পিণ্ড-পাতিকই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাও পঞ্চপিণ্ডপাতিক।

(ভিক্ষাবৃত্তির আকারে পরিভোগ্য পিণ্ড বা খাদ্যভোজ্যের যেই পাত বা অশ্বেষণ, তাহাই পিণ্ডপাত। অথবা পরপ্রদত্ত খাদ্যভোজ্য বা পিণ্ডের ভিক্ষাপাত্রে পতনই পিণ্ডপাত। যিনি উদ্দেশ্যকৃত আহার, নিমন্ত্রণ, দানপ্রদত্ত আহারে জীবিকা নির্বাহ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পিণ্ডপাতিক নামে অভিহিত)।

২০০। পঞ্চবিধ খলুপচ্ছাভোজ্য পুদাল কে কে?

(এখানে ‘খলু’ পালি শব্দ নিষেধাত্মক নিপাত পদ। যথারীতি আহার গ্রহণের পর নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও অনুরোধ বা লোভের বশবর্তী হইয়া যেই আহার পুনঃ গ্রহণ করা হয়। ‘তাহাকে পশ্চাৎ ভোজন’ বলা হয়। এই প্রত্যাখ্যাত আহার পশ্চাতে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া যিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খলুপচ্ছাভোজ্য অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত কোনোরূপ আহার পুনঃ গ্রহণকারী নহেন, তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ একাসনিক পুদাল কে কে?

(যিনি আপনার নির্দ্ধারিত উপযুক্ত ভোজনাসনে বলিয়া একবেলা মাত্র আহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আহারকৃত্য সমাপ্ত না হইতে যদি কোনো কারণে আসন হইতে উত্থিত হন কিংবা ভোজন আর করিবেন না বলিয়া ভোজন পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লন। তাহা হইলে তিনি আর সেদিন ভোজনাসনে বসিবেন না। অর্থাৎ দিবসে একবেলা আহার করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণকারী ব্যক্তিই একাসনিক নামে খ্যাত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চ পংসুকূলিকা...পে...পঞ্চ তেচীবরিকা...পে... পঞ্চ আরঞ্জিঞকা...পে... পঞ্চ
রুক্ষমূলিকা ...পে... পঞ্চ অন্ত্রোকাসিকা...পে... পঞ্চ নেসজ্জিকা...পে...

পঞ্চবিধ পাংশুকূলিক পুদাল কে কে?

(পথ, ঘাট, শ্মশান-মশান ও আবর্জনা স্তুপাদির কোথাও স্থিত, নিষ্কিপ্ত, পতিত চীবর বা চীবরোপযোগী কাপড়কে পাংশুকূল বলা হইয়াছে। পাংশু বা ধূলিবালির উপরে যাহা পাওয়া যায় তাহাই পাংশুকূল। যে ব্যক্তি এই পাংশুকূল পরিচ্ছদ ব্যতীত দানলব্ধ পরিচ্ছদ গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পাংশুকূলিক নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ ত্রৈ-চীবরিক পুদাল কে কে?

(সজ্জাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাসী এই ত্রিবিধ কাষায়-বস্ত্র বা চীবরকে ত্রি-চীবর বলা হয়। যে ব্যক্তি এই ত্রিচীবর অধিষ্ঠান করিয়া ইহাদের দ্বারাই জীবন যাপন করেন, চতুর্থ চীবর বা অন্যান্য কোনোরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন না এবং দানরূপে গ্রহণ করিলেও অপরকে দিয়া ফেলেন। এই নীতিমূলক ব্রত যিনি গ্রহণ করেন তিনি ত্রৈ-চীবরিক নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ আরণ্যক পুদাল কে কে?

(যে ব্যক্তি গ্রামাভ্যন্তরে বসবাস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তিনি আরণ্যক নামে খ্যাত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ তরুতলবাসী কে কে?

(যে ব্যক্তি আচ্ছন্ন গৃহতল পরিত্যাগপূর্বক বৃক্ষমূলে বাস করিবেন বলিয়া অধিষ্ঠান করেন, তিনি বৃক্ষমূলিক বা তরুতলবাসী নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী কে কে?

(যে ব্যক্তি আচ্ছন্ন গৃহ বা তরুতল ত্যাগ করিয়া খোলা, উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ)।

পঞ্চবিধ নৈশজ্জিক বা উপবেশক কে কে?

(গমন, দাঁড়ান, উপবেশন, ও শয়ন এই চারি অবস্থাকে ইর্যাপথ বলে। প্রতিক্ষণে জীব এই চারি অবস্থার অন্যতম অবস্থায় থাকিতে হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত ‘শয়ন’ ইর্যাপথ জনিত শয্যা-সুখ, স্পর্শ-সুখ ও মিন্দ্র-সুখ পরিত্যাগ করিয়া অপর তিনটি ইর্যাপথে জীবনযাপন করিবেন বলিয়া যিনি অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাকে নৈশজ্জিক বা উপবেশক বলা হয়। তাঁহারাও পাঁচ প্রকার)।

পঞ্চ যথাসম্ভবতিকা...পে...।

২০১. তথ কতমে পঞ্চ সোসানিকা? মন্দভা মোমূহভা সোসানিকো হোতি, পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো সোসানিকো হোতি, উন্মাদা চিত্তবিক্ষেপা সোসানিকো হোতি, “বল্লিতং বুদ্ধেহি বুদ্ধসারকেহী”তি সোসানিকো হোতি, অপি চ অল্লিচ্ছতংযেব নিম্সায় সম্ভুট্টিংযেব নিম্সায় সল্লেখংযেব নিম্সায় ইদমথিতংযেব নিম্সায় সোসানিকো হোতি। তত্র য়াং সোসানিকো অল্লিচ্ছতংযেব নিম্সায় সম্ভুট্টিংযেব নিম্সায় সল্লেখংযেব নিম্সায় ইদমথিতংযেব নিম্সায় সোসানিকো, অয়ং ইমেসং পঞ্চল্লং সোসানিকানং অল্লো চ সেট্টো চ পামোকেথা চ উত্তমো চ পবরো চ।

সেয্যথাপি নাম গৰা খীরং, খীরস্থা দধি, দধিস্থা নবনীতং, নবনীতস্থা সল্লি, সল্লিস্থা সল্লিমণ্ডো, সল্লিমণ্ডং তথ অল্লমকথায়তি; এৰমেবং য়াং সোসানিকো অল্লিচ্ছতংযেব নিম্সায় সম্ভুট্টিংযেব নিম্সায় সল্লেখংযেব নিম্সায় ইদমথিতংযেব নিম্সায় সোসানিকো হোতি, অয়ং ইমেসং পঞ্চল্লং সোসানিকানং অল্লো চ সেট্টো চ পামোকেথা চ উত্তমো চ পবরো চ। ইমে পঞ্চ সোসানিকা।

পঞ্চকনিদেসো।

পঞ্চবিধ যথাস্তরণ ধুতাজ্জধারী কে কে?

(যেই শয্যাসন যেরূপভাবে পাতিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যে, “ইহা তোমার জন্য পাতা হইয়াছে বা ইহা তোমার ব্যবহার্য।” শয্যাসনের প্রতি লোলুপতা বশত অন্য শয্যাসন গ্রহণ না করিয়া যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবেন বা অন্য শয্যা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যথাস্তরণ ধুতাজ্জধারী। তাঁহারাও পাঁচ প্রকার)।

২০১। পঞ্চবিধ শূশানিক পুদাল কে কে? অজ্ঞানতা ও মোহবশত শূশানিক হন। শূশানিক হইলে লজ্জাশীল, ধর্মপরায়ণ বলিয়া গুণধর্মের সম্ভাধ্যতা প্রকাশ পাইবে। এইরূপ পাপেচ্ছা-পরায়ণ ও লোভ বশবর্তী হইয়া শূশানিক হন। চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্তাবশত শূশানিক হন। এই শূশানিক নীতি বুদ্ধ বা বুদ্ধের শ্রাবক কর্তৃক উপদিষ্ট, বর্ণিত ও প্রশংসিত বলিয়া শূশানিক হন। অল্লেচ্ছা, সম্ভুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং এমন কি, ভিক্ষা-লব্ধ আহারে যথেষ্ট বলিয়া সম্ভুষ্টি থাকা-ইত্যাদি অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া শূশানিক হন।

এক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ শূশানিকের মধ্যে যিনি অল্লেচ্ছা, সম্ভুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং ভিক্ষালব্ধ আহারকে যথেষ্ট ভাবিয়া শূশানিক হন, তিনি উক্ত পঞ্চবিধ শূশানিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য, মুখ্য, উত্তম, প্রবর।

যমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত, হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই ঘৃতমণ্ডই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র বলিয়া গণ্য। তদ্রূপ এই পঞ্চম শূশানিক তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাও শূশানিক নামে অভিহিত।

পঞ্চম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

৬. ছকপুণ্ডলপঞ্চাংগতি

২০২. তত্র য়াযং পুণ্ডলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্মুজ্জতি, তথ চ সৰ্ব্বাংগুতং পাপুণাতি ব্লেসু চ বসীভাৰং, সম্মাসম্মুদ্বো তেন দট্ঠক্বো।

তত্র য়াযং পুণ্ডলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসম্মুজ্জতি, ন চ তথ সৰ্ব্বাংগুতং পাপুণাতি ন চ ব্লেসু বসীভাৰং, পচ্চেকসম্মুদ্বো তেন দট্ঠক্বো।

তত্র য়াযং পুণ্ডলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসম্মুজ্জতি, দিট্ঠেৰ ধম্মে দুৰুখস্সন্তকরো হোতি, দুৰুখস্সন্তং করোতি (সী.) এৰমুপরিপি। সাৰকপারমিঞ্চ পাপুণাতি, সারিপুত্তমোণ্ণল্লানা তেন দট্ঠক্বা।

তত্র য়াযং পুণ্ডলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসম্মুজ্জতি, দিট্ঠেৰ ধম্মে দুৰুখস্সন্তকরো হোতি, ন চ সাৰকপারমিঞ্চ পাপুণাতি, অৰসেসা অরহন্তা তেন দট্ঠক্বা।

তত্র য়াযং পুণ্ডলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসম্মুজ্জতি, ন চ দিট্ঠেৰ ধম্মে দুৰুখস্সন্তকরো হোতি, অনাগামী হোতি অনাগন্তা ইথত্তং, অনাগামী তেন দট্ঠক্বো।

যষ্ঠ নির্দেশ

২০২। যে পুদাল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ বলে প্রভূত লাভ করেন, তিনি সম্যকসম্মুদ্বরূপে দ্রষ্টব্য।

যে পুদাল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা কিংবা দশবিধ বলে প্রভূতলাভী নহেন, তিনি ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধরূপে দ্রষ্টব্য।

যে পুদাল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া ইহ জীবনে দুঃখান্তলাভী এবং শ্রাবক পারমিতা (জ্ঞানের পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সারীপুত্র মোদাল্যায়েন নামে দ্রষ্টব্য।

যে পুদাল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করিয়া ইহ জীবনে দুঃখান্তলাভী কিন্তু শ্রাবক-পারমিতা প্রাপ্ত নহেন, অবশিষ্ট অর্হংগণ এই পদের যোগ্য বলিয়া দ্রষ্টব্য।

যে পুদাল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহ জীবনে দুঃখের সম্পূর্ণ অন্তঃসাধন করিতে না পারিয়া নির্দিষ্ট লোকান্তরে গমন করেন এবং অনাগামী রূপে অভিহিত হন, ইহলোকে পুনরাগমন করেন না বলিয়া অনাগামী রূপে দ্রষ্টব্য।

তত্র যাযং পুঞ্জলো পুৰ্বে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অনভিসমুজ্জতি, ন চ দিটেঠৰ ধম্মে দুকখস্সন্তকরো হোতি, আগন্তা ইথন্তং, সোতাপন্নসকদাগামিনো তেন দট্টব্বা।

ছক্কনিদ্দেশো।

যে পুদাল অশ্রুতপূৰ্ব ধৰ্মসমূহে স্বয়ং চতুৰাৰ্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহ জীৱনে সৰ্বতোভাবে দুঃখান্তসাধন কৰিতে পাৰেন না। আংশিক সাধনপূৰ্বক ইহলোকে পুনরাগমন করেন বলিয়া আগমনকাৰী নামে অভিহিত হন। কাঁহাৰা স্ৰোতাপন্ন-সকদাগামী নামে দ্ৰষ্টব্য।

যষ্ঠ নিৰ্দেশ বৰ্ণনা সমাপ্ত

৭. সত্তকপুণ্ডলপঞএত্তি

২০৩. কথঞ্চ পুণ্ডলো সক্তিং নিমুগ্গো নিমুগ্গো হোতি? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো সমন্নাগতো হোতি একত্তকালকেহি অকুসলেহি ধম্মেহি। এবং পুণ্ডলো সক্তিং নিমুগ্গো নিমুগ্গো হোতি।

কথঞ্চ পুণ্ডলো উম্মুজ্জিত্তা নিমুজ্জতি? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো উম্মুজ্জতি “সাহ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু [সাহ (সী. স্যা.) এবং তীসু ঠানেসুপি] হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং [বিরিয়ং (সী. স্যা.)] কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএত্তা কুসলেসু ধম্মেসু”তি। তস্স সা সদ্ধা নেব তিট্ঠতি নো বড্ঢতি হায়তিযেব, তস্স সা হিরী নেব তিট্ঠতি নো বড্ঢতি হায়তিযেব, তস্স তং ওত্তপ্পং নেব তিট্ঠতি নো বড্ঢতি হায়তিযেব, তস্স তং বীরিয়ং নেব তিট্ঠতি নো বড্ঢতি হায়তিযেব, তস্স সা পঞএত্তা নেব তিট্ঠতি নো বড্ঢতি হায়তিযেব। এবং পুণ্ডলো উম্মুজ্জিত্তা নিমুজ্জতি।

কথঞ্চ পুণ্ডলো উম্মুজ্জিত্তা ঠিতো হোতি? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো উম্মুজ্জতি “সাহ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএত্তা কুসলেসু ধম্মেসু”তি।

সপ্তম নির্দেশ

২০৩। কীরূপ পুদাল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন?

কোনো পুদাল ঘোর পাপ, অকুশল ধর্মসমন্বিত (নাস্তিক, অহেতুক ও অক্ৰিয়বাদ নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন)। এরূপ পুদাল একবার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ মতবাদের যে কোনো বাদের অনুসারী হইলে তাহার কুশল কর্ম সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। এরূপ পুদাল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন।

কীরূপ পুদাল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধা, হ্রী, (লজ্জা,) উত্তপ্য (ভয়), বীর্য ও প্রজ্ঞাকে সাধু, উত্তম বলিয়া তাহাতে উদ্ধুদ্ধ হন। কিন্তু তাহার এই শ্রদ্ধা, হ্রী, উত্তপ্য, বীর্য ও প্রজ্ঞা অন্তরে স্থায়ী হয় না। বর্দ্ধিত হয় না, বরং হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পুদাল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন।

কীরূপ পুদাল উন্মগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধা, হ্রী, উত্তপ্য বীর্য ও প্রজ্ঞাকে সাধু, উত্তম বলিয়া জীবনে আয়ত্ত্ব করে।

তস্স সা সদ্ধা নেৰ হাযতি নো বডচতি ঠিতা হোতি, তস্স সা হিরী নেৰ হাযতি নো বডচতি ঠিতা হোতি, তস্স তং ওত্তপ্পং নেৰ হাযতি নো বডচতি ঠিতং হোতি, তস্স তং বীরিয়ং নেৰ হাযতি নো বডচতি ঠিতং হোতি, তস্স সা পঞএগা নেৰ হাযতি নো বডচতি ঠিতা হোতি। এবং পুগ্গলো উম্মুজ্জিত্বা ঠিতো হোতি।

কথঞ্চ পুগ্গলো উম্মুজ্জিত্বা বিপস্সতি বিলোকতি? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো উম্মুজ্জতি “সাহ্ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএগা কুসলেসু ধম্মেসু”তি। সো তিগ্গং সংযোজনানং পরিক্কখ্যা সোতাপন্নো হোতি অৰিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনো। এবং পুগ্গলো উম্মুজ্জিত্বা বিপস্সতি বিলোকতি।

কথঞ্চ পুগ্গলো উম্মুজ্জিত্বা পতরতি? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো উম্মুজ্জতি “সাহ্ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএগা কুসলেসু ধম্মেসু”তি। সো তিগ্গং সংযোজনানং পরিক্কখ্যা রাগদোসমোহানং তনুত্তা সদ্ধাগামী হোতি সন্ধিদেৰ ইমং লোকং আগত্ত্বা দুক্কখস্সন্তকরো হোতি। এবং পুগ্গলো উম্মুজ্জিত্বা পতরতি।

ইহাদিগকে যেরূপ লাভ করেন। সেইরূপ অবস্থাতেই স্থিত থাকে। বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ পুদাল উন্মুগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন।

কীরূপে পুদাল উন্মুগ্ন হইয়া বিদর্শন ও বিলোকন করেন?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণ ধর্ম সাধু, উত্তম বলিয়া ইহাদিগকে আয়ত্ত্ব করত বিদর্শন ও বিলোকন করেন। তিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছেদন করিয়া নরকাদিতে পতনরহিত, নিয়ত সম্বোধিপরাযণ শ্রোতাপন্ন হন। এইরূপে পুদাল উন্মুগ্ন হইয়া বিদর্শন ও বিলোকন করেন।

কীরূপ পুদাল উন্মুগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ হন?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্মকে উত্তম, সাধু ভাবিয়া আয়ত্ত্ব করত তৎদ্বারা উত্তীর্ণ হন। তিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছেদন করিয়া রাগ-দ্বেষ মোহের ক্ষীণতা সম্পাদন করত সদ্ধাগামী হন। একবার মাত্র ইহলোকে জন্মধারণ করিয়া দুঃখাস্ত সাধন করেন। এইরূপ পুদাল উন্মুগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ।

কথঞ্চ পুণ্ণলো উম্মুজ্জিত্বা পতিগাধপ্পভো হোতি? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো উম্মুজ্জতি “সাহ্ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএগা কুসলেসু ধম্মেসু”তি। সো পঞ্চন্নং ওরন্তাগিয়ানং সংযোজনানং পরিক্কখ্যা ওপপাতিকো হোতি তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা। এবং পুণ্ণলো উম্মুজ্জিত্বা পতিগাধপ্পভো হোতি।

কথঞ্চ পুণ্ণলো উম্মুজ্জিত্বা তিল্লো হোতি পারঙ্গতো থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো উম্মুজ্জতি “সাহ্ সদ্ধা কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু হিরী কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু ওত্তপ্পং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু বীরিয়ং কুসলেসু ধম্মেসু, সাধু পঞএগা কুসলেসু ধম্মেসু”তি। সো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং পঞএগবিমুত্তিং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞএগা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতি। এবং পুণ্ণলো উম্মুজ্জিত্বা তিল্লো হোতি পারঙ্গতো থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।

২০৪. কতমো চ পুণ্ণলো উভতোভাগবিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুণ্ণলো অট্ঠ বিমোকেথ কাযেন ফুসিত্বা বিহরতি পঞএগায় চস্প দিস্বা আসবা পরিক্কখীণা হোন্তি। অযং ঞ্চতি পুণ্ণলো উভতোভাগবিমুত্তো।

কীরূপ পুদাল উন্নাগ্গ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভী?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্ম উত্তম, সাধু মনে করিয়া ইহাদিগকে আয়ত্ব করেন তিনি পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন ছেদন করিয়া ওপপাতিক হন ‘অর্থাৎ শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসেন না। এরূপ পুদাল উন্নাগ্গ হইয়া প্রতিষ্ঠালাভী।

কীরূপ পুদাল উন্নাগ্গ হইয়া উত্তীর্ণ, পারগত ও স্থলেস্থিত ব্রাহ্মণ?

কোনো পুদাল কুশল ধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্মকে উত্তম, সাধু বলিয়া ইহাদিগকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তদুপায়ে তিনি আসক্তিহীন সাধন করিয়া ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা-প্রভাবে অনাসক্তিয়ুক্ত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া উত্তীর্ণ পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।

২০৪। উভয় ভাগ বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল সহজাত নামকায় প্রভাবে অষ্টবিমোক্ষ বা সমাপত্তি লাভ করিয়া এবং বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে আর্যসত্য চতুষ্টয় প্রত্যক্ষ করিয়া চারি প্রকার আসক্তি (কামাসক্তি, ভবাসক্তি, দৃষ্টাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি) ক্ষয় সাধন করেন। তদ্ব্যতীত তিনি উভয় ভাগ বিমুক্ত নামে অভিহিত।

২০৫. কতমো চ পুগ্গলো পঞ্ণাৰিমুত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো ন হেব খো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি; পঞ্ণায়া চস্স দিস্সা আসৰা পরিকখীণা হোন্তি। অযং বচ্চতি পুগ্গলো “পঞ্ণাৰিমুত্তো”।

কতমো চ পুগ্গলো কাযসকখী? ইধেকচ্চো পুগ্গলো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি; পঞ্ণায়া চস্স দিস্সা একচ্চে আসৰা পরিকখীণা হোন্তি। অযং বচ্চতি পুগ্গলো “কাযসকখী”।

কতমো চ পুগ্গলো দটিঠপিপত্তো? ইধেকচ্চো পুগ্গলো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুকখসমুদয়ো”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুকখনরোধো”ন্তি যথাভূতং পজানাতী, “অযং দুকখনরোধগামিনী পটপিদা”ন্তি যথাভূতং পজানাতী। তথাগতপ্পৰদেতি চস্স ধম্মা পঞ্ণায়া বোদটিঠা হোন্তি বোচরতি। পঞ্ণায়া চস্স দিস্সা একচ্চে আসৰা পরিকখীণা হোন্তি – অযং বুচ্চতি পুগ্গলো “দটিঠপিপত্তো”।

২০৫। প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যিনি সহজাত নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করিয়া শুধু প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তিক্ষয় সাধন করেন, তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত পুরুষ নামে খ্যাত। (ইহা শুদ্ধ-বিদর্শক অর্হৎকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে)।

কায়সাক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুরুষ সহজাত নাম-কায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় করেন, এরূপ পুদাল কায়সাক্ষীরূপে বর্ণিত। (প্রথমত নামকায় দ্বারা ধ্যান লাভ করিয়া পরে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কায়সাক্ষী। স্রোতাপত্তি ফলস্থ হইতে অর্হৎ মার্গস্থ পর্যন্ত এই ছয় প্রকার পুদালই কায়-সাক্ষী)।

দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিবৃত্তির পস্থা)’ বলিয়া যথাভূত উপলব্ধি করেন। তথাগত কর্তৃকল্ল ও উপদিষ্ট ধর্ম

প্রজ্ঞা-দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন ও আচরণ করেন এবং আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় সাধন করেন। এরূপ পুদাল দৃষ্টিপ্রাপ্ত। (প্রজ্ঞাকে প্রধান করিয়া আর্য সত্যে দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া দৃষ্টিপ্রাপ্ত। তাঁহারাও কায়সাক্ষী পুদালের ন্যায় ষড়বিধ)।

কতমো চ পুগ্গলো সদ্ধাবিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুগ্গলো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি, “অযং দুকখসমুদয়ো”তি যথাভূতং পজানাতি, “অযং দুকখনিরোধো”তি যথাভূতং পজানাতি, “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি। তথাগতপ্লবেদিতা চস্স ধম্মা পঞঃঞায় বোদিট্ঠা হোন্তি বোচরিতা। পঞঃঞায় চস্স দিস্সা একস্সে আসব্বা পরিকখীণা হোন্তি, নো চ খো যথা দিটিট্ঠপ্লত্তস্সা অযং বচ্চতি পুগ্গলো “সদ্ধাবিমুত্তো”।

কতমো চ পুগ্গলো ধম্মানুসারী? যস্স পুগ্গলস্স সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নস্স পঞঃঞন্দ্রিয়াং অধিমত্তং হোতি, পঞঃঞাবাহিং পঞঃঞাপূব্বঙ্গমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি অযং বচ্চতি পুগ্গলো “ধম্মানুসারী”। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো পুগ্গলো ধম্মানুসারী ফলে ঠিতো দিটিট্ঠপ্লত্তো।

শ্রদ্ধা বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা’ যথাভূত অবগত হন, প্রজ্ঞা-প্রভাবে তথাগত লব্ধ ও উপদিশ্ট ধর্ম সুষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। ইহাকে আসক্তির কিয়দংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদাল সদৃশ নহেন। (কারণ, দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষ ক্রেশ ধ্বংস করিতে গিয়া প্রজ্ঞার প্রাধান্যে ধ্যান-ক্লিষ্ট না হইয়া বিনাক্ষে ও অনায়াসে উর্ধ্বতন ত্রিবিধ। মার্গজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদালকে কষ্ট, ক্রেশ ও আয়াসের সহিত মার্গ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাহাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদাল শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে অভিহিত। শ্রদ্ধাকে প্রধান করিয়া বিমুক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাবিমুক্ত। তাঁহারা ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদালের ন্যায় ষড়বিধ।

ধর্মানুসারী পুদাল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিযুক্ত। যেই পুদালের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলবান হয়, প্রজ্ঞা যেন ব্যক্তিকে বহন করে, প্রজ্ঞা পূর্বগামী ও শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহার আর্ঘ্য-মার্গ ভাবিত হয়, তিনি ধর্মানুসারী নামে কথিত। প্রজ্ঞা বা ধর্মধুরে অনুসরণ করেন বলিয়া ধর্মানুসারী। স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি ধর্মানুসারী ও ফলস্থ হইলেই দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

২০৬. কতমো চ পুগ্গলো সদ্ধানুসারী? যস্ম পুগ্গলস্ম সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নস্ম সদ্ধিন্দ্রিয়ং অধিমত্তং হোতি, সদ্ধাবাহিং সদ্ধাপুৰ্ব্বঙ্গমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি। অযং ৰুচ্চতি পুগ্গলো সদ্ধানুসারী। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো পুগ্গলো সদ্ধানুসারী, ফলে ঠিতো সদ্ধাবিমুত্তোতি।

সত্তকনিদ্দেশো।

২০৬। শ্রদ্ধানুসারী পুদাল কাহাকে বলে?

সোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিতে নিযুক্ত যেই পুদালের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়, যিনি শ্রদ্ধাবাহী, শ্রদ্ধাকে পূর্বগামী করিয়া আর্য মার্গ ভাবনা করেন, তিনি শ্রদ্ধানুসারী পুদাল নামে কথিত। শ্রদ্ধাধুরে গমন করেন বলিয়া শ্রদ্ধানুসারী। সোতাপত্তি মার্গস্থ ব্যক্তিই শ্রদ্ধানুসারী এবং ফলস্থ হইলেই শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

সপ্তম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

৮. অট্টকপুণ্ডলপঞ্চাঙ্গতি

২০৭. তথ কতমে চত্তারো মগ্গসমঙ্গিনো, চত্তারো ফলসমঙ্গিনো পুণ্ডলা? সোতাপন্নো, সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো; সকদাগামী, সকদাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো; অনাগামী, অনাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো; অরহা, অরহত্তফলসচ্ছিকিরিয়ায [অরহত্তায (স্যা. ক.) অ. নি. ৮.৫৯] পটিপন্নো; ইমে চত্তারো মগ্গসমঙ্গিনো, ইমে চত্তারো ফলসমঙ্গিনো পুণ্ডলা। অট্টকনিদ্দেশো।

৯. নবকপুণ্ডলপঞ্চাঙ্গতি

২০৮. কতমো চ পুণ্ডলো সম্মাসমুদ্বো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসমুজ্জতি, তথ চ সৰ্ব্বাঙ্গুতং পাপুণাতি বলেসু চ বসীভাৰং। অযং কচ্চতি পুণ্ডলো সম্মাসমুদ্বো।

কতমো চ পুণ্ডলো পচ্চেকসমুদ্বো? ইধেকচ্ছো পুণ্ডলো পুবে অননুসুতেসু ধম্মেসু সামং সচ্চানি অভিসমুজ্জতি, ন চ তথ সৰ্ব্বাঙ্গুতং পাপুণাতি ন চ বলেসু বসীভাৰং। অযং কচ্চতি পুণ্ডলো পচ্চেকসমুদ্বো।

অষ্টম নির্দেশ

২০৭। চতুর্বিধ মার্গ সমন্বিত ও চতুর্বিধ ফল সমন্বিত পুদাল কাহাকে বলে?

(১) স্রোতাপন্ন। (২) স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাতে তৎপর। (৩) সকদাগামী। (৪) সকদাগামী ফল সাক্ষাতে তৎপর। (৫) অনাগামী। (৬) অনাগামী ফল সাক্ষাতে তৎপর। (৭) অর্হৎ। (৮) অরহত্ত ফল সাক্ষাতে তৎপর।

অষ্টম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

নবম নির্দেশ

২০৮। সম্যকসমুদ্বুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুত পূর্ব ধর্ম-চারি আর্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও দশবল জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সম্যকসমুদ্বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুত-পূর্ব ধর্ম-চারি আর্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান কিংবা দশবল জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন না, তিনি ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ নামে খ্যাত।

কতমো চ পুগ্ললো উভতোভাগবিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুগ্ললো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি পঞঞায় চস্স দিস্বা আসবা পরিকখীণা হোন্তি। অযং বচ্চতি পুগ্ললো উভতোভাগবিমুত্তো।

কতমো চ পুগ্ললো পঞঞাবিমুত্তো? ইধেকচ্ছো পুগ্ললো ন হেব খো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি পঞঞায় চস্স দিস্বা আসবা পরিকখীণা হোন্তি। অযং বচ্চতি পুগ্ললো পঞঞাবিমুত্তো।

কতমো চ পুগ্ললো কায়সকখী? ইধেকচ্ছো পুগ্ললো অট্ট বিমোকেথ কায়েন ফুসিত্তা বিহরতি পঞঞায় চস্স দিস্বা একচ্ছো আসবা পরিকখীণা হোন্তি। অযং বচ্চতি পুগ্ললো কায়সকখী।

উভয়ভাগ বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল সহজাত নামকায় প্রভাবে অষ্টবিমোক্ষ বা সমাপত্তি লাভ করিয়া এবং বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে আর্যসত্য চতুষ্টয় প্রত্যক্ষ করিয়া চারি প্রকার আসক্তি (কামাসক্তি, ভবাসক্তি, দৃষ্টাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি) ক্ষয় সাধন করেন। তদ্ব্যতীত তিনি উভয় ভাগ বিমুক্ত নামে অভিহিত।

প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

যিনি সহজাত নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করিয়া শুধু প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তিক্ষয় সাধন করেন, তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত পুরুষ নামে খ্যাত। (ইহা শুদ্ধ-বিদর্শক অর্হৎকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে)।

কায়সাক্ষী পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুরুষ সহজাত নাম-কায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় করেন, এরূপ পুদাল কায়সাক্ষীরূপে বর্ণিত। (প্রথমত নামকায় দ্বারা ধ্যান লাভ করিয়া পরে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কায়সাক্ষী। স্রোতাপত্তি ফলস্থ হইতে অর্হত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত এই ছয় প্রকার পুদালই কায়-সাক্ষী)।

কতমো চ পুণ্ণলো দিটিগ্নত্তো? ইধেকচ্চো পুণ্ণলো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি, তথাগতপ্লবেদিতা চস্স ধম্মা পঞঞায় বোদিট্টা হোন্তি ৰোচরিতা, পঞঞায় চস্স দিস্বা একচ্ছে আসৰা পরিকখীণা হোন্তি। অযং ৰচ্চতি পুণ্ণলো দিটিগ্নত্তো।

কতমো চ পুণ্ণলো সদ্ধাবিমুত্তো? ইধেকচ্চো পুণ্ণলো “ইদং দুকখ”ন্তি যথাভূতং পজানাতি...পে... “অযং দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা”তি যথাভূতং পজানাতি, তথাগতপ্লবেদিতা চস্স ধম্মা পঞঞায় বোদিট্টা হোন্তি ৰোচরিতা, পঞঞায় চস্স দিস্বা একচ্ছে আসৰা পরিকখীণা হোন্তি, নো চ খো যথা দিটিগ্নত্তস্স। অযং ৰচ্চতি পুণ্ণলো সদ্ধাবিমুত্তো।

দৃষ্টি-প্রাপ্ত পুদাল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিবৃত্তির পন্থা)’ বলিয়া যথাভূত উপলদ্ধি করেন। তথাগত কর্তৃকলঙ্ক ও উপদিষ্ট ধর্ম প্রজ্ঞা-দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন ও আচরণ করেন এবং আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় সাধন করেন। এরূপ পুদাল দৃষ্টিপ্রাপ্ত। (প্রজ্ঞাকে প্রধান করিয়া আর্যসত্যে দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া দৃষ্টিপ্রাপ্ত। তাঁহারাও কায়সাক্ষী পুদালের ন্যায় ষড়বিধ)।

শ্রদ্ধা বিমুক্ত পুদাল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদাল ‘ইহা দুঃখ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’ যথাভূত অবগত হন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা’ যথাভূত অবগত হন, প্রজ্ঞা-প্রভাবে তথাগত লঙ্ক ও উপদিষ্ট ধর্ম সুষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। ইহাকে আসক্তির কিয়দংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টি প্রাপ্ত পুদাল সদৃশ নহেন। (কারণ, দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষ ক্লেশ ধ্বংস করিতে গিয়া প্রজ্ঞার প্রাধান্যে ধ্যান-ক্লিষ্ট না হইয়া বিনাকষ্টে ও অনায়াসে উর্ধ্বতন ত্রিবিধ। মার্গজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদালকে কষ্ট, ক্লেশ ও আয়াসের সহিত মার্গ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাহাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদাল শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে অভিহিত। শ্রদ্ধাকে প্রধান করিয়া বিমুক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাবিমুক্ত। তাঁহারা ও দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদালের ন্যায় ষড়বিধ।

কতমো চ পুগ্গলো ধম্মানুসারী? যস্স পুগ্গলস্স সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নস্স পঞেঃপ্রদ্রিয়ং অধিমত্তং হোতি, পঞেঃপ্রবাহিং পঞেঃপ্রাবুৎসমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি। অযং বৃচ্ছতি পুগ্গলো ধম্মানুসারী। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো পুগ্গলো ধম্মানুসারী, ফলে ঠিতো দিট্ঠিপ্পত্তো।

কতমো চ পুগ্গলো সদ্ধানুসারী? যস্স পুগ্গলস্স সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নস্স সদ্ধিন্দ্রিয়ং অধিমত্তং হোতি, সদ্ধাবাহিং সদ্ধাপুৎসমং অরিয়মগ্গং ভাবেতি। অযং বৃচ্ছতি পুগ্গলো সদ্ধানুসারী। সোতাপত্তিফলসচ্ছিকিরিয়ায পটিপন্নো পুগ্গলো সদ্ধানুসারী, ফলে ঠিতো সদ্ধাবিমুত্তোতি।

নবকনিদেসো।

ধর্মানুসারী পুদাল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিযুক্ত। যেই পুদালের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলবান হয়, প্রজ্ঞা যেন ব্যক্তিকে বহন করে, প্রজ্ঞা পূর্বগামী ও শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহার আর্ষ-মার্গ ভাবিত হয়, তিনি ধর্মানুসারী নামে কথিত। প্রজ্ঞা বা ধর্মধুরে অনুসরণ করেন বলিয়া ধর্মানুসারী। স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি ধর্মানুসারী ও ফলস্থ হইলেই দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

শ্রদ্ধানুসারী পুদাল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করিতে নিযুক্ত যেই পুদালের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়, যিনি শ্রদ্ধাবাহী, শ্রদ্ধাকে পূর্বগামী করিয়া আর্ষ মার্গ ভাবনা করেন, তিনি শ্রদ্ধানুসারী পুদাল নামে কথিত। শ্রদ্ধাধুরে গমন করেন বলিয়া শ্রদ্ধানুসারী। স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ব্যক্তিই শ্রদ্ধানুসারী এবং ফলস্থ হইলেই শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

নবম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত

১০. দসকপুগ্নলপঞঞত্তি

২০৯. কতমেসং পঞ্চগ্নং ইধ নিট্টা? সত্তকথত্তুপরমস্স কোলঙ্কোলস্স একবীজিস্স স্কদাগামিস্স যো চ দিটেঠেৰ ধম্মে অরহা[ইমেসং পঞ্চগ্নং ইধ নিট্টা।

কতমেসং পঞ্চগ্নং ইধ বিহায় নিট্টা? অন্তরাপরিনিক্কাযিস্স উপহচ্চপরিনিক্কাযিস্স অসজ্জারপরিনিক্কাযিস্স সসজ্জারপরিনিক্কাযিস্স উদ্ধংসোতস্স অকনিট্টগামিনো[ইমেসং পঞ্চগ্নং ইধ বিহায় নিট্টাতি।

এত্তাবতা পুগ্নলানং পুগ্নলপঞঞত্তীতি।

দসকনিদ্দেশো।

পুগ্নলপঞঞত্তিপকরণং নিট্টিতং।

* * *

দশম নির্দেশ

২০৯। কোন্ কোন্ পঞ্চ পুদালের ইহলোক নিষ্ঠা?

(ক) সাত জন্ম পরিগ্রাহক স্রোতাপন্ন,

(খ) কোলংকোল স্রোতাপন্ন অর্থাৎ যে স্রোতাপন্ন পুদাল স্রোতাপত্তি ফললাভ হইতে ছয় জন্মের মধ্যে নির্বাণ লাভ করেন।

(গ) একবীজ স্রোতাপন্ন অর্থাৎ যে স্রোতাপন্ন ইহ জীবনেই অবশিষ্ট মার্গ-ফল লাভ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।

(ঘ) স্কদাগামী।

(ঙ) এবং অর্হৎ। এই কামাবচর ভূমিতে নির্বাণ লাভ করেন বলিয়া এই পাঁচ প্রকার পুদাল ‘ইহলোক-নিষ্ঠ’ নামে অভিহিত।

কোন্ কোন্ পঞ্চ পুদালের ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোক নিষ্ঠা?

(ক) অন্তর পরিনির্বাণলাভী, (খ) পুনজন্ম হেতু বিনষ্টকারী (অর্হৎ) পরিনির্বাণ লাভী, (গ) অসংস্কারিক পরিনির্বাণলাভী, (ঘ) সসংস্কারিক পরিনির্বাণ লাভী, (ঙ) উর্ধ্বস্রোতো-বিশিষ্ট ‘অকনিষ্ঠ’ গামী।

এই পঞ্চবিধ পুদাল কামাবচর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

দশম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত।

এযাবৎ পুদালগণের পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি।

পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি প্রকরণ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

প্রথম নির্দেশ

১-২। যে বিমোক্ষ সাময়িক, যাহা শুধু ধ্যান-মগ্ন কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাহা সময়-বিমোক্ষ। সময়-বিমোক্ষ বলিতে সমাপত্তি ধ্যানকে বুঝায়। পৃথগ্জন ব্যক্তি লোকসম্মত লৌকিক সমাপত্তি ধ্যান লাভ করিলেও কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যাসব ধ্যানাভ্যাসক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত হইতে অপসারিত থাকে। জলের উপরিস্থ ভাসমান পানা সরাইয়া পরিচ্ছন্ন জল আহরণ করিলেও ক্ষণকাল পরে পুনরায় যেমন জল পানাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমাপত্তি ধ্যানমগ্ন চিত্ত সাময়িক ক্লেশমুক্ত হয় মাত্র। ধ্যানোত্তিত হইলে পুনঃ ক্লেশ-সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। কারণবশত এই সমাপত্তি ধ্যান হইতে পতন ঘটাও অসম্ভব নহে। সাধনার পরিপন্থী ধর্মসমূহের প্রতি সামান্য প্রমত্ততা বশত স্থলন সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সময়-বিমুক্তি বলিতে শুধু অষ্ট সমাপত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই, যেহেতু এখানে আসবের কিয়দংশ ক্ষয়ের কথা উল্লেখ আছে। আবার ক্ষীণাসব বলিতে সম্পূর্ণ আসব ক্ষয়কারী অর্হৎকেই বুঝায়। অতএব সময়-বিমুক্ত বলিতে অষ্ট সমাপত্তি লাভী এবং তদসঙ্গে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী এই ত্রিবিধ আৰ্যমার্গ ও ফল লাভীর অন্যতম যে কোনো ব্যক্তি হইতে পারেন। অসময়-বিমোক্ষ বলিতে আৰ্য চারি মার্গ ও চারি ফলকে বুঝায়। এক্ষেত্রে অসময় বিমুক্ত বলিতে শুধু শুদ্ধ বিদর্শন অর্হৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন।

৩-৪। কুপ্পাকুপ্প বা বিনাশ অবিনাশ শুধু অষ্ট সমাপত্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে। বিনাশধর্মী বলিতে অষ্ট সমাপত্তি লাভী পৃথগ্জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী পুদালকে বুঝায়। শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পরিপন্থী ধর্মসমূহ সমূলে উৎপাটিত না হইলে সামান্য প্রমত্ততা বশত সমাপত্তি ধ্যানসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। শীল বিপত্তি কিংবা বৃহত্তর নীতি লঙ্ঘন তো দূরের কথা, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ব্রত প্রতিব্রতের ত্রুটিতেও যে সমাপত্তি নষ্ট হইয়া যায়, এই সম্পর্কে অট্টকথার একটি গল্প প্রণিধানযোগ্য। একদিন সমাপত্তি লাভী এক ভিক্ষু গ্রামে পিণ্ডাচরণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গ্রামের ছেলেরা বিহারে আসিয়া খেলা করিয়াছে। তজ্জন্য সমগ্র বিহার অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। ভিক্ষু বিহার সমার্জন করা উচিত বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু সমার্জন করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধ্যানচিত্ত উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁর মধ্যে শীল বিপত্তি কিংবা আচার বিপত্তি আছে কিনা তিনি অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিহারের অসমার্জন-জনিত ঐ ব্রতভেদ লক্ষ্য পড়িল। তখন আসন হইতে উঠিয়া বিহার বাঁট দিলেন এবং পুনরায় ধ্যানাসনে

উপবেশন করেন। এইবার তিনি যথারীতি ধ্যানচিত্ত উৎপাদনে সমর্থ হইলেন। সুতরাং দেখা গেল, এইরূপ সামান্য ব্রতভেদ জনিত ত্রুটির ন্যায় দোষ-ত্রুটি ধ্যান নাশের কারণ হইতে পারে।

অবিনাশধর্মী বলিতে গিয়া অষ্ট সমাপত্তি লাভী অনাগামী ও ক্ষীণাসব অর্হৎ কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। ধ্যানের প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ ধ্বংস করত অচ্যুতির পক্ষে যতদূর শক্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত ততদূর শক্তি ধারণ করিয়া ধ্যানসমূহ লাভ করেন। তাই তাঁহাদের ধ্যানের বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই। অধিকন্তু, লোকোত্তর ধর্ম আয়ত্তীভূত বলিয়া বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা, ইহা অচল অটল।

৭-৮। চেতনাভব্য শব্দের অর্থ সমাপত্তি ধ্যানে আবিষ্ট, অবহিত, সচেতন। যে চেতনাভব্য পুদাল যত বেশী মনোযোগ রাখিতে পারেন, তিনি তত সুষ্ঠুভাবে ধ্যানসমূহ রক্ষা করিতে সমর্থ। মনোনিবেশের অভাব ঘটিলে কিংবা বিস্মৃত হইলে ধ্যানচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অনুরক্ষণভব্য অর্থ-সমাপত্তি ধ্যানসমূহের প্রতিপক্ষ বা অন্তরায়কর ধর্মের মূলোৎপাটন এবং স্বপক্ষীয় হিতাবহ ধর্মের সম্যক অনুশীলন করত সর্বদা রক্ষণশীল। কাজেই চেতনা অপেক্ষা অনুরক্ষণ ধ্যানের স্থায়িত্বের পক্ষে অধিকতর নিশ্চয়তা জ্ঞাপক ও বলবত্তর। চেতনাভব্য পুদাল স্বপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নহেন। কাজেই কখন কখন ইষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অনিষ্টকর ধর্মের আশ্রয় গ্রহণও তার পক্ষে বিচিত্র নয়, যাহাতে ধ্যানচ্যুতি ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনুরক্ষণভব্য পুদাল হিত-অহিতকর ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। সর্বদা বিপক্ষীয় ধর্ম বর্জন ও স্বপক্ষীয় ধর্মের অনুশীলনে যত্নবান। সুতরাং অনুরক্ষণ-ভব্য পুদালের ধ্যান-চ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতে পারে : দুইজন ক্ষেত্রপাল। তন্মধ্যে একজন পাণ্ডু রোগগ্রস্ত। সে শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অক্ষম। বাড়ী হইতে অন্যত্র গমনাগমনে অসমর্থ। শস্যক্ষেত্রগুলি দিবা-রাত্র চৌকি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই সুযোগে দিনে নানা জাতীয় পক্ষী, রাত্রি মৃগ, শূকর প্রভৃতি বন্যপশুগুলি শস্য খাইয়া ফেলে ও নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে তাহার অক্ষমতা বশত ঠিকমত ফসল লাভ করিতে পারে না, এমন কি, সময়ে তাহার পুনঃ পত্তনের জন্য বীজ পাওয়াও দুষ্কর হইয়া পড়ে। অপর ব্যক্তি সুস্থ, সবল। তীব্র শীত গ্রীষ্ম সহন-ক্ষম। দিবা রাত্র শস্যক্ষেত্র চৌকি দেয়। ফলে, পশু-পক্ষীর ক্ষেত্রে আসিতে পারে না। ক্ষেত্রগুলি শস্যে পরিপূর্ণ থাকে। যথাকালে সে গোলা গোলা শস্য লাভ করে। এখানে চেতনা-ভব্য পুদাল পাণ্ডু রোগগ্রস্ত ও অনুরক্ষণ-ভব্য পুদাল সুস্থ সবলকায় ক্ষেত্রপালের সঙ্গে তুলনীয়।

৯। বৌদ্ধশাস্ত্রে মানব জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পৃথগ্জন ও আর্য। চারি মার্গ চারি ফল লাভী ব্যক্তিকে আর্য, এ ছাড়া অপর সাধারণ পৃথগ্জন বা প্রাকৃত জন। এই পৃথগ্জন দুইভাগে বিভক্ত অন্ধ পৃথগ্জন ও কল্যাণ পৃথগ্জন। যারা লোভ-দ্বेष মোহযুক্ত সংসারিক জীবন যাপন করে তাঁরা অন্ধ পৃথগ্জন এবং যারা এই লোভ, দ্বেষ, মোহ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আর্য মার্গ ও ফল লাভের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর-তাঁরা কল্যাণ-পৃথগ্জন নামে কথিত।

১০। অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ করিবার কালে চিত্তের উন্নত জীবনের গৌরবময় এক চিত্ত ক্ষণের নাম গোত্রভূ। গোত্রভূ ক্ষণে চিত্ত কামাবচর গোত্র বা কামলোকের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়া রূপাবচর বা অপরূপাবচর গোত্রে উপনীত হইবার প্রয়াস পায় এবং তদনুযায়ী আরম্ভ গ্রহণ করে। ইহার অব্যাহিত পরবর্তী চিত্তক্ষণেই অর্পনা ধ্যান উৎপন্ন হয়। গোত্রভূক্ষণটি ধ্যান-রাজ্যে প্রবেশের সবশেষ চিত্তক্ষণ। ইহার অব্যাহিত পরেই মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ক্লেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গোত্রভূক্ষণে কোনোরূপ ক্লেশ ধ্বংস করা যায় না, ইহা ধ্যানলাভ বা মার্গ লাভের জন্য শক্তিসম্পন্ন ও উন্নতি মুখী বীথি চিত্তের বৈশিষ্ট্য মহত্বপূর্ণ চিত্তক্ষণ মাত্র। গণনায় ইহা জবন স্থানের চতুর্থ।

১১-১২। শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞান হইতে অর্হত্ব মার্গ-জ্ঞান পর্যন্ত- এই সপ্তবিধ-পুদগলকে ভয়াবরুদ্ধ বলা হয়। এখানে ভয় বলিতে দুর্গতি, বট্ট, ক্লেশ ও অপবাদ। এই চারি প্রকার ভয়কে বুঝায়। শীলবান, ধর্ম-প্রাণ পৃথগ্জন উক্ত চতুর্বিধ ভয়ে অভিব্যক্ত হইয়া অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন না। শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী। এই ত্রিবিধ আর্য পুদাল এমন কোনো পাপ কর্ম সম্পাদন করেন না যদ্বারা অপায় গমন করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রথম দুর্গতি ভয়ের অতীত। অপর ত্রিবিধ ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা পাপ কর্মে লিপ্ত হন না। অর্হত্ব মার্গস্থ পুদাল দুঃখময় সংসার বট্ট (বন্ধন) এখনো সমূলে ছিন্ন হইল না, বলিয়া ভীত হন, কিন্তু ফল প্রাপ্তির পর সর্ববিধ আসব পরিক্ষীণ হয়, সংসার বট্ট উচ্ছিন্ন, যাবতীয় ক্লেশরাশি ধ্বংসীভূত, তাই তিনি অভয়াকুল বা নির্ভীক। তাঁহার আর কোনোরূপ ভয়ের কারণ নাই সুতরাং যতদিন অন্তর্নিহিত অবিদ্যা-তৃষ্ণাদি ক্লেশ বিদ্যমান থাকে, ততদিন ভয়ও থাকে। অবিদ্যা-তৃষ্ণাদি ক্লেশই ভয়ের কারণ।

১৩-১৪। নিয়াম বলিতে এই বুঝায় যে ইহ জীবন পরিত্যাগ করিয়া পর জীবন গ্রহণ করিবার কালে সুনির্দিষ্ট কর্ম বিধানের ফল প্রদানে যেই নিশ্চয়তা তাহাই নিয়াম। মিথ্যা নিয়াম ও সম্যক নিয়াম ভেদে নিয়াম দুই প্রকার। মাতৃহত্যা, পিতৃ-হত্যা, অহিংস হত্যা, দ্বেষ-চিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সঙ্ঘভেদ-এই সকল অকুশল কর্মের মধ্যে একটি কর্ম ও কাহারো জীবনে একবার

সম্পাদিত হইলে অকুশল গুরুকর্মরূপে তদ্পরবর্তী জীবনের জন্মক্ষণে ফল দান করিবেই। অহেতুক, অক্রিয়া ও নাস্তিক নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে ফলদান অবশ্যম্ভাবী। এই পঞ্চবিধ গুরুকর্ম সম্পাদনকারী ও বিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে ফলদান সুনিশ্চিত বলিয়া ইহারা মিথ্যা নিয়াম নামে কথিত। স্রোতাপত্তি হইতে অনাগামী পর্যন্ত এই ষড়বিধ মার্গফল লাভীর কোথায় কীরূপে কতদূর শক্তি লইয়া জন্ম পরিগৃহীত হয় তাহা সুনির্দিষ্ট। অর্হত্ মার্গ-ফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভব সংযোজন উচ্ছিন্ন হইয়া জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত না হওয়ার কারণ স্থির-নিশ্চিত হয় বলিয়া ইহারা সম্যক নিয়াম। ধ্যান লাভীর মৃত্যু-ক্ষণ পর্যন্ত সমাপত্তি ধ্যানসমূহের স্থির নিশ্চয়তা থাকে না ও সাধারণ কারণে ভঙ্গুর বলিয়া ইহাদিগকে নিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। নচেৎ, ক্ষমতানুসারে নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে জন্মরূপ ফল প্রদান করিলে সমাপত্তি ধ্যানসমূহকে সম্যক নিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই দ্বিবিধ নিয়ামের অন্যতম নিয়ামে প্রবিষ্ট হইলেই নিয়ত পুদাল নামে কথিত। অপর সাধারণ অনিয়ত। আকাশে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড যেমন ভূপতিত হইবার কালে দণ্ডের অগ্র, পশ্চাৎ নার্মমধ্যভাগ ভূমিতে পড়ে ইহার কোনোরূপ নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ অনিয়ত পুদাল কোন্ কর্ম-বিপাকে কোথায় গিয়া জন্মপরিগ্রহ করে কিছুই স্থিরতা থাকে না।

১৫-১৬। সাধারণ কথায় আবরণ বলিতে আচ্ছাদন, ঢাকনি, বাধা, বিন্দু, অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক বুঝায়। এক্ষেত্রে স্বর্গ মোক্ষের পথ আচ্ছাদন করিয়া রাখা এই অর্থে আবরণ। এমন সব আবরণ বা অন্তরায়কর ধর্ম মানুষের জীবনে অতীত ও বর্তমান জীবনের অকুশল কর্ম বিপাকরূপে বিদ্যমান থাকে যাহা অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক, সেই অকুশল কর্মজাত প্রতিবন্ধকই আবরণ বা অন্তরায়। আবরণধর্ম এক্ষেত্রে তিন প্রকার : কর্মাবরণ, ক্রেশাবরণ, ও বিপাকাবরণ। এই কর্মাবরণ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, দ্বৈষ-চিন্তে বুদ্ধ-দেহ হইতে রক্তপাত ও সজ্ঞভেদ। এই পাঁচ প্রকার দুষ্কর্মকে কর্মাবরণ বলে। এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে কাহারো জীবনে এক বা একাধিক কর্ম সম্পাদিত হইলে শত সৎকর্মে ডুবিয়া থাকিলেও নরক গমন তার অবশ্যম্ভাবী। নির্বাণ তো দূরের কথা, সাধারণ স্বর্গ মোক্ষ কিংবা সুগতি ভূমিতে জন্ম লাভও সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই সকল দুষ্কর্মা প্রাণিগণ অবীচি মহানরকে গমন করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। মৃত্যুর পূর্বে সময় ও সুযোগ পাওয়া গেলে দুষ্কর্মের বিপাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া যদি ইহার প্রতিকারার্থ নানাবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে, তবে নরকের আয়ুষ্কাল কমাইতে পারে। মহানরকে উৎপন্ন না হইয়া সাধারণ নরকে গমন করে। যেমন বুদ্ধ-দেহ হইতে রক্তপাত করার পর অন্তঃস্থ হৃদয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে

দেবদত্তের নরক-পরিবর্তন ঘটিল। যেমন অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা জনিত অপরাধস্থালন করিবার জন্য পিতার দেহ সংস্কার, বারবার দুষ্কর্মের অনুশোচনা ভোগ, ত্রিরত্নের শরণাগতি ইত্যাদি সংকর্ম প্রভাবে নরকের পরিবর্তন ঘটিল। মহাদুঃখপূর্ণ অবাঁচি মহানরকে অনন্তকালের জন্য পতিত না হইয়া লৌহ কুণ্ডীপাক নরকে উৎপন্ন হইলেন। অধিকন্তু দুষ্কর্ম সম্পাদনার পর অনুতাপ, ত্রিরত্নের শরণাগতি ও বিবিধ কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া দূর ভবিষ্যতে একেকটি পরম সৌভাগ্যের উৎস সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা অনাগতে অনন্ত কাল-গর্ভে একদিন পৃথিবীতে ‘প্রত্যেক বুদ্ধ’ রূপে অবতীর্ণ হবেন।

দ্বিতীয় প্রকার আবরণ ক্লেশবরণ। ইহারা ত্রিবিধ। যথা : অহেতুক-দৃষ্টি, অক্রিয় দৃষ্টি ও নাস্তিক দৃষ্টি। মানুষ মনে করে।এজগতে স্থাবর জঙ্গম সম্পদ, যত জীবিত সত্তা, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি জাগতিক সর্ব পদার্থের সৃষ্টির মূলে কোনো হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। কোনো ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-শক্তিতে সর্ব-পদার্থের সৃষ্টি ও বিলয় ঘটিয়া থাকে। হেতু-প্রত্যয় সম্পর্কে অবিশ্বাস সূচক এরূপ ধারণাকে অহেতুক-দৃষ্টি বলে। মানুষ মনে করে।এজগতে দান, শীল ও ভাবনা বলিতে কোনোরূপ কুশল কর্ম কিংবা প্রাণি-হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, নেশাপান বলিতে কোনোরূপ অকুশল কর্ম নাই। কুশলাকুশল কর্মের ফল বলিতে কিছু নাই। যাহা কিছু করা যায়- করার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু নিঃশেষ হইয়া যায়। সংক্ষেপে কর্ম ও ফলে অবিশ্বাস সূচক এরূপ ধারণাকে অক্রিয়-দৃষ্টি বলে। মানুষ ধারণা করে।ইহজন্মে কুশলাকুশল কর্ম করা হইলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উহাদের কোনো বিপাক ফলিবে না। অতীত কর্মের কোনোরূপ ফল বর্তমান জন্মে সংক্রমিত হয় না অর্থাৎ অতীত অনাগত জন্মে অবিশ্বাসমূলক ধারণাকে নাস্তিক-দৃষ্টি বলে। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, সন্দেহ, আলস্য, অবসাদ, উদ্ভ্রত কৌকৃত্য ও দৃষ্টি।এই দশবিধ ক্লেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টির নাম ক্লেশাবরণ। এই আবরণ যার অন্তরে সন্নিহিত সেও আবদ্ধ, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভে চিরতরে বঞ্চিত। আরেক প্রকার আবরণ-ইহার নাম বিপাকাবরণ। ইহা পূর্ব পূর্ব জীবনের অকুশল কর্ম ও ক্ষীণ পুণ্য কর্মের প্রভাবে ইহ-জন্মের প্রতিসন্ধি বা জন্ম-ক্ষণে সংঘটিত হয়। অকুশল অহেতুক-কুশল অহেতুক, দ্বিহেতুক এবং ত্রিহেতুক বশে জন্ম ত্রিবিধ। পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ অকুশল অহেতুক জন্মের অন্তর্গত। জন্মবধির, অন্ধ, খঞ্জ, কানা, কৃণি, বোবা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মনুষ্যগণ এবং ভূম্যাশ্রিত নিম্ন শ্রেণীর অসুরাদি কুশল অহেতুক জন্মাবধি। পুণ্যবয়বসম্পন্ন মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিলে ও বলবৎ সংস্কারের অভাবে দ্বিহেতক (অলোভ-অদেষহেতু) সত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করে। ফলে তাহাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, স্মৃতি,

জ্ঞান দুর্বল হয়, তাহাতে তাহারা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ত্রিবিধ বলবান হেতু-বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও নির্বাণ লাভে সক্ষম। প্রথম তিন প্রকার জন্ম পরিগ্রাহক প্রাণিগণের মার্গফল লাভের যে আবরণী তাহা জন্মগত, পূর্ব-জন্মার্জিত। অপুণ্য ও ক্ষীণ-পুণ্য-সংস্কার-জনিত। তাহাও মোক্ষ নির্বাণের বাধা। শাস্ত্রের আজ্ঞা-অমান্য-অন্তরায়, উপবাদান্তরায় নামে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। উহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণ-শ্রামণী প্রভৃতি যারা নির্বাণ পথের অভিযাত্রী সাজিয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহারা যদি তাঁহাদের জীবনের ব্রত-ধর্ম বিনয়ের নীতি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে শত-সাধনা সত্ত্বেও মুক্তির আশা সুদূরপর্যন্ত। কাজেই বিনয়-নীতি লঙ্ঘন করা পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বর্গ-মোক্ষের আবরণ। ইহাই আজ্ঞা-অমান্য-অন্তরায়। আর, আর্য পুদালের প্রতি গালি, নিন্দা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অপবাদ প্রভৃতি অপমানসূচক কায়, মন বা বাক্য-সহকারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করাকে উপবাদান্তরায় বলে। কহারো জীবনে আর্য পুদালের প্রতি এরূপ উপবাদান্তরায় সম্পাদিত হইলে সাধন মার্গে উন্নতি করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার যথা-বিহিত প্রতিকার করা না হয়। উপবাদান্তরায়ের একমাত্র প্রতিকার হইতেছে-ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যার প্রতি অপরাধ করা হয়। ইহাও স্বর্গ-মোক্ষের আবরণ।

১৯। সমশীর্ষক তিন প্রকার। যথা : ইর্ষা-পথ-সমশীর্ষক, রোগ-সম-শীর্ষক ও জীবিত-সমশীর্ষক। যিনি গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন-এই চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অন্যতম যে অবস্থায় অর্হত্ব প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থাতেই পরিনির্বাণ লাভ করেন, তাঁহাকে ইর্ষাপথ সম-শীর্ষক বলা হয়। যিনি কোনো রোগগ্রস্ত হইয়া তদবস্থাতেই বিদর্শন ভাবনার বৃদ্ধি-বৈপুল্য সাধন করত অর্হত্ব লাভ করেন ও পরিনির্বাণ প্রাপ্তস্থান, তাঁহাকে রোগ-সম-শীর্ষক বলে। অটর্টকথায় তের প্রকার ‘সীস’ শব্দের উল্লেখ আছে। যথা : পলিবোধ সীসঞ্চ তণ্হা, বন্ধন সীসঞ্চ মানো, পরামস সীসঞ্চ দিট্ঠি, বিক্খপ সীসঞ্চ উদ্ধচ্চং, কিলেস সীসঞ্চ অবিজ্জা, অধিমোক্খ সীসঞ্চ সদ্ধা, পদগহ সীসঞ্চ বিরিয়ং, উপট্ঠান সীসঞ্চ সতি, অধিক্খপ সীসঞ্চ সমাধি, দস্‌সন সীসঞ্চ পঞ্‌ঞা, পবত্ত সীসঞ্চ জীবিতেন্দ্রিয়ং, গোচর সীসঞ্চ বিমোক্খো, সঙ্খার সীসঞ্চ নিরোধো’তি।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একমাত্র-অর্হত্ব-চিন্তাই অবিদ্যা-ক্লেশকে ধ্বংস এবং একমাত্র চ্যুতি-চিন্তাই প্রবর্তন নামক জীবিতেন্দ্রিয়কে ধ্বংস করিতে সক্ষম। অবিদ্যা-বিধ্বংসী চিত্ত জীবিতেন্দ্রিয়কে কিংবা জীবিতেন্দ্রিয় বিধ্বংসী-চিত্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে অক্ষম। যেহেতু অবিদ্যা-বিনাশক ও জীবিতেন্দ্রিয় বিনাশক চিত্ত এক নহে, দুই বিভিন্ন চিত্ত। অথচ অবিদ্যা ও জীবিতেন্দ্রিয় এই

উভয় শীর্ষ যাঁহার-অপূর্ব-অপশ্চাৎ যুগপৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহাকে জীবিত সমশীর্ষক বলে ইহা কীরূপে সম্ভব? কীরূপে দুই বিভিন্ন চিত্তের সমতা সাধন করা যাইতে পারে?

তদারম্মন, জবন, ব্যবস্থাপন ও মোঘ নামক চিত্তোৎপত্তির চারি প্রকার বীথি বা স্তর। এই চারি প্রকার বীথি বা স্তরের মধ্যে যে কোনো এক বীথির সমতায় আসবক্ষয় ও পরিনির্বাণের সমতা-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। যখন নিম্নতন ত্রিবিধ মার্গ-জ্ঞানের উদ্বোধন হয়, তখন পঞ্চবিধ প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত উৎপন্ন হয়। যথা : মার্গলাভ, ফলোপভোগ, নির্বাণোপ-লঙ্ঘি, বিদূরীত-ক্লেশ ও বিদূরীতব্য-ক্লেশ। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত ত্রিবিধ মার্গ-ভেদে $৩ \times ৫ = ১৫$ প্রকার। অর্হত্ব-মার্গ-ক্ষণে শুধু প্রথম চারিটি প্রত্যবেক্ষণীয়। ইহাতে বিদূরীতব্য-ক্লেশ থাকে না, যেহেতু ইহা ক্লেশের পূর্ণ ধ্বংসাবস্থা। অতএব এই একুন বিংশতি ($১৫ + ৪ = ১৯$) প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভবাস্তে (চিত্তের লীনাবস্থায়) অবতরণপূর্বক পরিনির্বাণ লাভ করা যায়। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বীথির মধ্যে যেই বীথিতে অবিদ্যাদি ক্লেশ ধ্বংসীভূত হয়। সেই বীথিতেই প্রবর্তন সূচক জীবিতেন্দ্রিয়ের চ্যুতি ঘটিয়া পরিনির্বাণ লাভ হয়। এইরূপে অবিদ্যা ও জীবিতেন্দ্রিয় নাশক চিত্তের সমতা সাধিত হইতে পারে।

২০। কল্প বিনাশ অর্থ-লক্ষ কোটি চক্রবাল বা এই মহাপৃথিবীর প্রলয় বা ধ্বংস। বুদ্ধের ধর্ম-শাসনের আয়ু বিদ্যমান থাকিলে এই কল্প ধ্বংস হইতে পারে না। আবার, কল্প-ধ্বংসকালেও ধর্মশাসন থাকে না। লক্ষ কোটি কাল গত হইলে কল্পবিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য বুদ্ধ তথাগত চারি মার্গের যে কোনো মার্গ-লাভী পুদালের ফল লাভে অন্তরায়-অভাব বা গুরুত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মার্গস্থ পুদালের ফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত কল্পের ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইলেও কতিপয় চিন্তক্ষণ স্থগিত থাকিবে, ফল লাভে অন্তরায় হইবে না, ফল লাভ হইবেই। তিন অনুলোম, এ গোত্রভূ এক মার্গ, দুই ফল এবং পঞ্চ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান। এই কয়েক চিন্ত-ক্ষণের মধ্যে কল্প-বিনাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে না। উপমাচ্ছলে আরও উক্ত হইয়াছে : যদি ত্রি-গুণ-বিশিষ্ট রজ্জুতে একটি বিশাল পাষাণ মার্গ-লাভীর মন্তকোপরি বুলান থাকে, তবে রজ্জুর একগুণ ছিন্ন হইলে পাষাণ দ্বিগুণে নির্ভর করিবে। দ্বি-গুণ ছিন্ন হইলে এক-গুণে থাকিবে এবং অবশিষ্ট গুণটি ছিন্ন হইলে পাষাণটি শুষ্ক তৃণ তুল্য আকাশে বায়ুর প্রভাবে স্থিত থাকিবে, তথাপি ফল লাভ না করা পর্যন্ত এই বিশাল পাষাণটি মার্গ-লাভীর শিরে পতিত হইবে না।

২৬-২৭। যে সকল ধর্ম ‘বিদ্যা’ রূপে উল্লিখিত- তাহাই আবার ‘অভিজ্ঞারূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন। পূর্ব-নিবানুস্মৃতি-জ্ঞান, দিব্যচক্ষুজ্ঞান,

আসবক্ষয়-জ্ঞান। এইগুলি ত্রিবিদ্যা নামে কথিত। আবার এই ত্রিবিদ্যাসহ পরচিত্ত বিজ্ঞানজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্য-শ্রুতিজ্ঞান এই ষড়বিধ জ্ঞানকে ‘অভিজ্ঞা’ বলে। বিদ্যা ও অভিজ্ঞা শব্দ দুইটির মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য থাকিলেও অর্থের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। ইহাদের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান। ইহারা লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একমাত্র আসবক্ষয় জ্ঞানই লোকোত্তর অভিজ্ঞা। ইহা দুঃখ-মুক্তির প্রকৃত কারণ। অপর পাঁচটি লৌকীয় ইহাদের সঙ্গে তৃষণাক্ষয় বা দুঃখ মুক্তির সম্বন্ধ গৌণ। নিম্নে ষড়ভিজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

(১) পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান প্রভাবে চিত্ত যখন পরিশুদ্ধ, ক্লেশ শূন্য ও ক্ষমতাশালী হয়, তখন পূর্ব জন্মের যাবতীয় জন্মবৃত্তান্তের প্রতি চিত্তকে অভিনমিত করিয়া বহু জন্ম-জন্মান্তর, বহু কল্পকাল স্মরণ করা যায়। কোন্ জন্মে কোথায় কোন্ সত্ত্ব-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল? পূর্ব পূর্ব জন্মের নাম, গোত্র, জাতি, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখানুভূতি, পরামায়ু, আকার, উদ্দেশ, স্বরূপ স্বভাব, গতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া এই অভিজ্ঞার নাম পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান। ইহা এই গ্রন্থের চতুর্থ নির্দেশে বিশদরূপে বর্ণিত।

(২) দিব্য-শ্রুতি জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান বা সাধনার প্রভাবে চিত্ত উপক্লেশ হইতে মুক্ত, সমাহিত ও পারদর্শী হইলে দিব্য-শ্রুতি জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত ধাতু দ্বারা নিকটবর্তী, দূরবর্তী, দেব কী মনুষ্য সর্ববিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল যেমন জড় বিজ্ঞান প্রভাবে পৃথিবীর এক প্রান্তের শব্দ অপর প্রান্তে শুনিতে পাওয়া যায়। তেমন মনো বিজ্ঞানের সাহায্যে যাবতীয় শব্দ শ্রবণ সম্ভবপর হয়। তবে জড়-বিজ্ঞান সসীম, মনোবিজ্ঞান অসীম।

(৩) দিব্য-চক্ষু-জ্ঞান।

রূপাবচর সাধনা প্রভাবে ক্ষমতাশালী ও সমাহিত চিত্ত সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে অলৌকিক দৃষ্টি লাভ করে। ইহাতে প্রাণিগণের ইহ-পর জন্মের জীবনবৃত্তান্ত দেখিতে পায়। বিশুদ্ধ লোকাভীত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে পারে যে কোন্ প্রাণীটি কীরূপ কর্ম প্রভাবে কোথায় হইতে চ্যুত হইয়া কোথায় গিয়া জন্মধারণ করে এবং তাহার জীবন-চরিত, জীবন-বৃত্তান্তই বা কীরূপ? যেমন চৌমুহনী রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চ প্রাসাদোপরি কোনো কোনো চক্ষুস্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নতন প্রাণিগণকে লক্ষ্য করে যে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বহির্গমন করিতেছে, কেহ এক রাস্তায় আসিয়া অন্য রাস্তা ধরিতেছে। কেহ আসিতেছে, কেহ বা যাইতেছে, কেহ বা উপবিষ্ট, কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা

শায়িত। কেহ কর্মব্যস্ত, কেহ উন্নত, কেহ অনুন্নত, কেহ সুশ্রী, কেহ বা বিশ্রী ইত্যাদি।

(৪) পর-চিত্ত বিজ্ঞান-জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান বলে চিত্ত সর্বতোভাবে শক্তিশালী হইলে অপরাপর সত্ত্বগণের চিত্তের গতি জানিবার জন্য আপন চিত্তকে অনুধাবিত করা যায়। সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত, সদেষ চিত্তকে সদেষ চিত্ত, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত, বীত-রাগ চিত্তকে বীত-রাগ চিত্ত, বীত-দেষ চিত্তকে বীত-দেষ চিত্ত, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারে। এরূপে পরচিত্তের ভাব-বিন্যাস জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন মণ্ডন বিলেপন বিলাসী যুবা দর্পণ দ্বারা মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স-কণিকা হইলে স-কণিকারূপে, অকণিকা হইলে অকণিকারূপে, পরিচ্ছন্ন হইলে পরিচ্ছন্নরূপে, মলিন হইলে মলিনরূপে স্পষ্টভাবে দর্শন করে।

(৫) বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান বা অলৌকিক বিভূতি।

রূপাবচর ধ্যান প্রভাবে চিত্ত যখন সমাহিত পরিশুদ্ধ ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্তকে বিবিধ ঋদ্ধিময় জ্ঞানাভিमुखে ধাবিত করা যায়। যেমন : এক হইয়া বহুরূপ ধারণ, বহু হইয়া একরূপ ধারণ, হঠাৎ আবির্ভাব, হঠাৎ তিরোভাব, আকাশে পক্ষীর অসংলগ্নভাবে গমনাগমন করার ন্যায় দেয়াল, প্রাকার ও পর্বতের অন্তরালে অসংলগ্নভাবে গমনাগমন, জলে ডুবা-ভাসার ন্যায় এই মৃত্তিকাময় পৃথিবীতে নিমগ্ন উন্মগ্ন হওয়া, আকাশে পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় ভাসিয়া চলা, চন্দ্র সূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা ইত্যাদি অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করা। দক্ষ কুম্ভকার কিংবা স্বর্ণকার যেমন মৃত্তিকা ও সোনারূপাদি দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার ও অলংকার পত্র প্রস্তুত করে, তেমনি ঋদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম।

(৬) আসবক্ষয় জ্ঞান।

রূপাবচর কিংবা অরূপাবচর ধ্যান প্রভাব থাকুক আর না-ই থাকুক যখন বিদর্শন জ্ঞান প্রভাবে চিত্ত সমাহিত, পরিশুদ্ধ পরিস্কৃত অনঙ্কন, বিগত ক্লেশ, মৃদুভূত, কমণীয়, স্থির, অচঞ্চল ও শক্তিশালী হয়, তখন চিত্ত আসবক্ষয় জ্ঞানাভিमुखে ধাবিত হয়। চিত্তের তদবস্থায় জানিতে পারা যায় “ইহা দুঃখ সত্য, ইহা সমুদয় সত্য, ইহা নিরোধ সত্য, ইহা নিরোধগামিনী প্রতিপদ সত্য”। এইরূপে আর্ঘ্যসত্য দর্শন ও উপলব্ধির ফলে কামাসব ভবাসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্তি হয়। আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানোদয় হয়। এই প্রসঙ্গে আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় যে চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রতোদ্যাপন সম্পূর্ণ হইয়াছে। সর্ববিধ কর্তব্য সমাপ্ত। অতঃপর কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। যেমন : স্বচ্ছ, প্রসন্ন,

নির্মল, গভীর, পবিত্র জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া কোনো চক্ষুস্পন্ন ব্যক্তি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিতে পান যে জলাশয়টি স্বচ্ছ, নির্মল, প্রসন্ন এবং তথায় সাপ, গোন্ধা, মৎস্য প্রভৃতি জলজপ্রাণী বিচরণ করিতেছে। তদর্শনে পুনরায় ভাবোদয় হয়। এগুলি সাপ, এগুলি ঘোন্ধা, এগুলি মৎস্য” ইত্যাদি।

২৮-২৯। অস্তিম জীবনে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পূর্বে কাহারো সমীপে এই ধর্ম শুনিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া অশ্রুতপূর্ব। বোধিসত্ত্বগণ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া শাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন এবং তদনুযায়ী ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদন করেন। অধিকন্তু কর্মস্থান বা সাধনব্রত গ্রহণপূর্বক সুদৃঢ় চিত্তেকাথিতা সম্পাদন করেন। এতদসঙ্গে জন্মে জন্মে পারমিতা (জ্ঞানের পরিপূর্ণতা) সাধন করিয়া আসেন, যাহার ফলে অস্তিম জীবনে বোধিসত্ত্বগণ আচার্য ব্যতিরেকে স্বয়ং মার্গফল লাভ করিতে সক্ষম হন। এইরূপ চারি আর্যসত্যের সম্যক উপলব্ধি ও সম্বোধির প্রত্যেক অঙ্গ নিরবশেষ পরিপূর্ণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ জ্ঞানবল উৎপাদন করেন। যেমন মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়কুল সুজাত সুকৃতি ক্ষত্রিয় সুকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সর্বৈশ্বর্যের অধিকারী হন। কোনোরূপ সম্পদের উপর অনধিকার থাকে না, তেমনি পারমিতা সম্পন্ন ব্যক্তির অর্হত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ বল প্রভৃতি সর্ব সম্পদ লাভ হয়। এই দশবিধ বল উপার্জনের জন্য বুদ্ধের অপর আখ্যা ‘দশবল’। সেই দশবিধ বল কী কী? এখন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব :

(১) ঠানঞ্চ ঠানতো অট্ঠানঞ্চ অট্ঠানতো যথা ভূতং এগ্গণং।

জগতের যে কোনো কার্য ইহার কারণ হইতে উদ্ভূত। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। প্রত্যেক কর্মের কারণকে কারণরূপে এবং অকারণকে অকারণরূপে দর্শন বা জ্ঞানই তথাগতের প্রথম জ্ঞান বল। যেমন : এমন কোনো হেতু-প্রত্যয় বিদ্যমান নাই যদ্বারা পৃথগ্জন ব্যক্তি সংস্কারনিচয়কে নিত্য-সুখ-আত্মা বশে গ্রহণ না করিয়া অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা বলে গ্রহণ করিতে পারে না। আবার এমন কোনো হেতু-প্রত্যয় বিদ্যমান নাই যদ্বারা আর্য-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কার-ধর্মকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা বশে গ্রহণ না করিয়া নিত্য-সুখ-আত্মাবশে গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ কারণ অকারণ সম্পর্কে বিচলিত জ্ঞানই তথাগতের প্রথম বল।

(২) অতীতানাগত-পচ্চুপ্পন্নানং কম্মসমাদানানং ঠানসো দেতুসো বিপাকং যথাভূতং এগ্গণং।

অতীত, অনাগত ও বর্তমান। এই তিন কালের মধ্যে কৃত-অকৃত কর্মের বিপাকোৎপত্তি নিরপেক্ষ নহে। ইহা কারণ ও হেতু সাপেক্ষ। যেই কারণ ও হেতু বলে কর্মের বিপাক ফলিয়া উঠে কিংবা যে কারণ ও হেতু প্রভাবে কর্ম বিপাক

দান করিতে পারে না অথবা যে সব কারণ ও হেতুর অনুকূল-প্রতিকূল শক্তিতে সর্বদা কর্মান্তর ও বিপাকান্তর প্রাপ্ত হয়। তদসম্পর্কে যথাভূত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানই তথাগতের দ্বিতীয় বল।

(৩) সর্বত্র গামিনী পটিপদং যথাভূতং এগণং।

সর্বত্র গামিনী প্রতিপদা বা মার্গ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান। প্রাণিগণ কর্ম বিপাকে যেখানেই গমন করুক, যেখানেই জন্ম পরিগ্রহ করুক, মনুষ্য-লোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, নরক কিংবা পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি কুলের যেখানেই গমন করুক না কেন, যখন যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সেই কর্ম বিপাকে গমন করে। সেই সমুদয় প্রতিপদা বা মার্গ সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানই দশবলের তৃতীয় বল।

(৪) অনেক ধাতু নানা ধাতু লোকং যথাভূতং এগণং।

স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর নানা প্রকার বৈষম্যে এই বিশাল বিশ্বের জড়-চেতনময় অবস্থিতি বহুধা। তাই, এই বিশ্ব-সংসার অসংখ্য ধাতুর অসংখ্য গঠন, অসদৃশ তার প্রণালী। এরূপ অনেক ধাতু নানা ধাতুর লোকোৎপত্তি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই চতুর্থ বল।

(৫) সন্তানং নানাধিমুক্তিকতং যথাভূতং এগণং।

সাধারণত সত্ত্বগণ নানা অভিপ্রায় প্রণোদিত। অসংখ্য জীবের মধ্যে স্বরূপের কোনোরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। সত্ত্বগণের মধ্যে কীরূপ অভিপ্রায় বা স্বভাবের সামঞ্জস্য হেতু একের সহিত অন্যের সম্মিলন ঘটে, বন্ধুত্ব জন্মে এবং কিরূপে অসামঞ্জস্য হেতু বিরহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহার মূলীভূত স্বরূপ সম্পর্কে দশবলের যেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান-তাহাই পঞ্চম বল।

(৬) পর সন্তানং পরপুণ্ণগলানং ইন্দ্রিয়পরো পরিযন্তং যথাভূতং এগণং।

অপরাপর সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয়-বৈষম্য সম্বন্ধে যথার্থ-জ্ঞান। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা। এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের সবলতা-দুর্বলতা, জ্ঞান লাভে ক্ষমতা-অক্ষমতা, ইহাদের সাম্য-অসাম্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানই দশবলের ষষ্ঠ-বল।

(৭) ঝান বিমোক্ষ সমাধি সমাপত্তিনং সংকিলেসং বেদানং বুট্ঠানং যথাভূতং এগণং।

ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির বিঘ্ন কী? অন্তরায় কী? পক্ষান্তরে ইহার শুদ্ধি, পবিত্রতা, সহায়ক ও উপকারক ধর্মই বা কীরূপ? কীরূপে ইচ্ছামত ধ্যানারূঢ় হওয়া বা ধ্যানাসন ইহাতে গাত্রোত্থান করা যায়। ইত্যাদি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই সপ্তম বল।

(৮) পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান।

(৯) সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান।

(১০) আসবক্ষয় জ্ঞান।

এই দশবিধ বলের মধ্যে কোনো কোনোটি সম্যকসমুদ্র, ‘প্রত্যেক’ বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকের মধ্যে সমতুল্য। কোনোটি শুধু সম্যকসমুদ্রেরই বৈশিষ্ট্য, তাহাতে অন্যের অনধিকার। কোনো কোনো বলের মধ্যে আংশিক অধিকার সকলেরই থাকে। আসবক্ষয় জ্ঞানে সকলের অধিকার সমতুল্য, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বলে সর্বজ্ঞ সম্যকসমুদ্রের জ্ঞানই অসাধারণ ও অদ্বিতীয়। অপর আট প্রকার বলে ‘প্রত্যেকবুদ্ধ’ ও অগ্রশ্রাবকের জ্ঞান সসীম, কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান অসীম।

৩৭-৪০। যাঁহারা প্রথম মার্গ-ফল লাভ করিয়াছেন তাঁহারা স্রোতাপন্ন নামে অভিহিত। তাঁহারা আবার শক্তির পার্থক্যানুসারে ত্রিবিধ। উর্ধ্বতন ত্রিবিধ মার্গ-ফল লাভের উপযোগী ও শক্তিশালী বিদর্শন জ্ঞানবলে স্রোতাপত্তি লাভ করিলে তিনি ‘একবীজি’ স্রোতাপন্ন, তদপেক্ষা দুর্বলতর হইলে ‘কোলংকোল’ এবং দুর্বলতম হইলে ‘সত্ত্বকথিত্ত পরম’ স্রোতাপন্ন নামে আখ্যা প্রাপ্ত হন। নিম্নোক্ত ত্রিবিধ স্রোতাপন্ন পৃথিবীতে যতবার জন্ম পরিগ্রহ করেন। শুধু দেবলোকে ও মনুষ্য লোকেই করিয়া থাকেন। ‘একবীজি’ স্রোতাপত্তি একবার মাত্র মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থকথার বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়, শুধু যে মনুষ্য লোকে জন্মধারণ করিয়া থাকেন, এমনও নহে দেবলোকেও জন্ম পরিগ্রহীত হইতে পারে।

চতুর্বিধ সকৃদাগামী পুদালের মধ্যে যিনি ইহলোকে মার্গ-ফল লাভ করিয়া দেব-ভবনে উৎপন্ন হন এবং যথায় অবস্থান করত তথা হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্য-লোকে জন্মধারণ করেন। এখানে এরূপ সকৃদাগামী পুদালের বিষয়ই উদ্দিষ্ট। জন্ম পরিগ্রহ লইয়া বিচার করিলে ‘একবীজি’ স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদালের মধ্যে এরূপ পার্থক্য বোধ জন্মে যে ‘একবীজি’ স্রোতাপন্ন একবার জন্ম ধারণ ও সকৃদাগামী দুইবার জন্মধারণ করেন।

দ্বিতীয় নির্দেশ

১৩-৩৩। একটি দর্শন-কৃত্য সম্পাদন করিতে হইলে চিত্ত, চক্ষু-প্রসাদ, রূপ ও আলোক এই কয়েকটি প্রত্যয়ের সম্মিলিত সম্পর্ক প্রয়োজন। চিত্ত চক্ষু-প্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে অক্ষম। চিত্ত ব্যতীত চক্ষু প্রসাদ দ্বারা রূপ দর্শন করা যায় না। মোট কথা পূর্বোক্ত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোনো একটি বাদ পড়িলে অন্যগুলি দ্বারা দর্শন-কৃত্য সম্পাদিত হয় না। ‘ধনুর্বিদ্ধ’ বলিতে যেমন শুধু ধনু দ্বারা বিদ্ধ বুঝিলে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ববোধ জন্মে না, যদ্যপি অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে

ধনুর প্রয়োজন অপরিহার্য, তেমন চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনে চক্ষু প্রসাদের সাহায্য প্রধান ও অপরিহার্য। বস্তুত বিচার করিতে গেলে চক্ষুদ্বিধে সংবরণ-অসংবরণ কিংবা চক্ষু প্রসাদকে আশ্রয় করিয়া স্মৃতি-অস্মৃতি, কুশলাকুশল কোনো কর্মই হয় না। যখন চক্ষুদ্বারে রূপারম্ভন উপস্থিত হয়, তখন সর্বাত্মে দুইবার চিত্ত উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর ত্রিা-মনোধাতু আবর্তন-কৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া গেলে ইহার অব্যবহিত পরেই চক্ষু-বিজ্ঞান দর্শন কৃত্য সম্পাদন করে। অতঃপর উৎপত্তি স্থিতি বিলয় ধর্মের মাধ্যমে ক্রমশ বিপাক মনোধাতু-সম্প্রতিচ্ছ, বিপাকাহেতু মনোবিজ্ঞান-সম্ভীরণ, ত্রিাহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু ব্যবস্থাপন চিত্ত স্ব স্ব কৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর সপ্ত জবন চিত্ত জবিত হইবার পর অন্যান্য তদারম্ভনাদি ত্রিা ও যথাবিধি সম্পাদিত হয়। এই জবন চিত্তেই কুশলাকুশল, সংবরণ-অসংবরণ, সুশীলতা, দুঃশীলতা সংগঠিত হয়। বস্তুত চক্ষু বিজ্ঞান নামক চিত্ত ক্ষণ সদসং, কুশলাকুশলাদি কর্মগঠনে অক্ষম। তথাপি চক্ষুদ্বিধে সংবরণ-অসংবরণ ইত্যাদি কুশলাকুশল সংগঠিত হয় বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে চক্ষুদ্বার বারিত বা বুদ্ধ থাকিলে অনায়াসে যে কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। অব্যবহিত বা মুক্ত থাকিলে যে কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে বা যে কোনো ঘটনা ঘটিতে পারে যেমন নগরের প্রধান তোরণসমূহ উন্মুক্ত থাকিলে অভ্যন্তরস্থ দ্বার বন্ধ থাকিলে, দস্যু তরুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা-ইচ্ছা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ চক্ষু দ্বার অতিক্রম করিয়া জবন স্থানে গিয়া পড়িলেই যে কোনো কর্ম সংগঠিত হইতে পারে। এজন্য চক্ষুদি দ্বার পথে রূপাদি অবলম্বনের প্রবেশ অপ্রবেশ লইয়া দ্বারসমূহের গুণ্ডি-অগুণ্ডি বলা হইয়াছে। কাজেই চক্ষুদি তোরণসমূহ অবস্থা বিবেচনায় বন্ধ রাখাই সংবরণের প্রথম ও প্রধান উপায়।

১৪-৩৪। শাস্ত্রান্তর মতে অনবধান চিত্তে অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত চিত্তে ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্য হইতে যেই সকল রসরক্তাদি উপাদান শরীরে গৃহীত হয়, তাহাও লোভ, দ্বেষ ও মোহ-গুণ বিশিষ্ট হয়। ফলে, লোভ-দ্বেষ-মোহ-গুণ বিশিষ্ট এই শরীর ধর্ম জীবন বা ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনের প্রতিকূল হয়। এরূপ যুক্তির অবতারণা কোনো শাস্ত্রে থাকিলেও তাহা সর্বৈব সত্য নহে। অবশ্য এই কথা অনস্বীকার্য যে ব্রহ্মচর্য জীবনের উদ্‌যাপনার্থ অলোভাদি গুণযুক্ত বিশুদ্ধ মানসিকতার যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরিক আনুকূল্যও সমতুল্য প্রয়োজন। দ্রব্য গুণের প্রাধান্যেই এই আনুকূল্য সাধিত হয়। মানসিক শক্তির প্রাবল্য যখন যে ভাবে সঞ্চিত হয়, শারীরিক-আনুকূল্য তদনুসারে নমিত না হইয়া পারে না।

বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে বাহ্যিক রূপাদি বিষয়সমূহ, চক্ষুদি ইন্দ্রিয়সমূহ ও ভোজন-লব্ধ রসরক্তাদি রূপ-স্কন্ধ। এই রূপ-স্কন্ধ বা জড় পদার্থ মাত্রই

অহেতুক। রূপস্কন্ধ কখনও লোভ, দ্বেষ, মোহ কিংবা তদ্দিপরীত অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ-যুক্ত হইতে পারে না। যেহেতু ইহারা সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থা। লোভ-দ্বেষ-মোহ-যুক্ত, অধিকন্তু শ্রদ্ধাদি গুণধর্ম সমন্বিত মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিই উচ্চতর ধর্মজীবন যাপনের মূখ্য কারণ। শারীরিক আনুকূল্যের প্রয়োজন অনুভূত হইলেও তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। (১) সাবন্ধ-কায়^১ কিংবা (২) প্রশন্ধ-কায়ের^২ গঠন আহারের উপরই নির্ভর। তাই বলিয়া মনঃপ্রসূত শক্তি দৈহিক ধাতুতে সমিশ্রণ ও সংবর্তন করে। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক চোর ও চৌর্যবস্তুর মধ্যে চোরের অপরাধ সিদ্ধান্ত না করিয়া চৌর্যবস্তুর অপরাধ সপ্রমাণ হইলে যেমন অযুক্তিকর তদ্রূপ মানসিক বিকারের জন্য দৈহিক দুষ্ণতা প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া ও হাস্যকর। ব্রহ্মাচার্য জীবন উদ্যাপনের অগ্রগতির পথে শারীরিক অকর্মণ্যতা, অবসাদ, অসুস্থতা, ভোজন-অমাত্রা-জনিত উপদ্রব ইত্যাকারের অবস্থাই যুক্তিযুক্ত অন্তরায। অবশ্য একথাও সত্য যে কেহ ও মনের সম্পর্ক অতীব নৈকট্য। পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন : সমুদ্র যাত্রা যেমন নৌকা ও মাঝি উভয়ের সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়, একের অভাবে অন্য অচল অক্ষম, তেমনি ভব-জলধি উত্তীর্ণ হওয়ার বেলায়ও শারীরিক আনুকূল্য ও মানসিক ক্ষমতা উভয়ের সমতুল্য সহযোগিতা প্রয়োজন। এতদ্বিনি ধর্ম জীবনে উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর নহে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে যদিও খাদ্য-অখাদ্য সম্পর্কে বিধি-নিষেধ-সূচক বিশেষ কোনো যুক্তি আরোপ করেন নাই, কিন্তু ভোজন-পরিমিতি সম্পর্কে যেরূপ কঠোরতা ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন তাহা অপূর্ব, চূড়ান্ত, সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অলোভাদি-যুক্ত চিন্তে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আহার করা কর্তব্য যে, নাট্যভিনয়ী যেমন নৃত্য-গীতবাদ্যে পারদর্শিতা অর্জনার্থ আহার গ্রহণ করে, ধর্ম জীবনের পক্ষে এই আহার নৃত্য-গীত-বাদ্যে কৌতুহল প্রদর্শনের জন্য নহে। রাজা, রাজ-মহামাত্য যেমন অতিরিক্ত মদমত্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার অভিলাষে উত্তম রাজ ভোগ্য আহার করেন, ধর্ম জীবন যাপনের পক্ষে এই আহার সেইরূপ মত্ততার জন্য নহে। অস্তঃপুর বাসিনী বিলাসিনী কুমারী যেমন হস্তপদের সুগোলতা, সূঠামতা, দৈহিক রূপ-লাবণ্য ও সুপ্রসন্ন বর্ণ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি মানসে স্নিগ্ধ, মৃদু উপাদেয় আহার্য আহার করিয়া থাকেন, এই

^১। সারন্ধ-কায়-যে কায়-অশ্বস্ফিড়-কর, অশান্দ্, অস্ফু, দুঃখ-জনক, আলস্যপরায়ণ, ধ্যান-সমাধির প্রতিকূল।

^২। প্রশন্ধ-কায়—যে কায় প্রশান্দ্, নিস্ফু, নিরলস, সুখ-জনক ও ধ্যান সমাধির আনুকূল।

আহার সেরূপ মণ্ডলের জন্য নহে। বীর, মল্ল পালোয়ান যেমন যুদ্ধে জয় লাভার্থ ও ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত, দুঃসহনীয় প্রহারাদি সহ্যার্থ মৎস্য মাংস, মদ প্রভৃতি উষ্ণ-বীৰ্য আহার গ্রহণ করে, শরীরকে সুদৃঢ় করে, এই আহার সেইরূপ নাম-বশ লাভের প্রত্যাশায় নহে। তবে আহােরের প্রয়োজন এইজন্য যে যত দিন এই কায় স্থিত ও জীবিত থাকে ততদিন এই জীবিতেন্দ্రిয়ের রক্ষা-হেতু আহার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, শরীর রক্ষা মানসেই আহােরের প্রয়োজন। জীবন ধারণ আহাের করিবার উদ্দেশ্য নহে। এই আহাের যেন অনাহাের জনিত অস্বস্তি, ক্ষুধা, ক্লেশ বা অতি ভোজন-জনিত উপদ্রব ইত্যাদি বিষয় দূরীভূত হয়। অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য জীবনের সহায়তা করে। চারি ইর্ষাপথে জীবন যাপন করিতে কিংবা আর্ষ-ধর্মের অনুশীলনে আলস্য-অবসাদ না জন্মে, যাহাতে আহাের-জনিত কোনোরূপ অন্তরায় না হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্মৃতি সহকারে ভোজন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

তৃতীয় নির্দেশ

৪৩-৪৫। শীল পরিপূরক বলিতে এই বুঝায় যোমেথুন-সেবন, চুরি মনুষ্য-হত্যা ও লোকান্তর ধর্ম-সম্পর্কিত মিথ্যা-কথন হইতে বিরতি নামে যে মহাশীল, যাহা আদি ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যের আদি কল্যাণ, যাহার লঙ্ঘন ব্রহ্মচারীর শিরচ্ছেদ তুল্য, লঙ্ঘন করিলে যাহা প্রতীকারাতীত। তাহা জীবনান্তে ও যাঁহারা লঙ্ঘন করেন না, অবশিষ্ট শীল-বিপত্তি ও আচার-বিপত্তি যাহা প্রতীকারাধীন। তাহা লঙ্ঘন করিলেও প্রতীকারপূর্বক যাঁহারা শীল পরিপূর্ণ রাখেন, শীল বিশুদ্ধি রক্ষা করেন, তাঁহারা তথাকথিত স্রোতাপন্ন ও স্কৃতগামী পুদাল। তাঁহারা শীল-পরিপূরক নামে অভিহিত। তাঁহারা সংগোপনেও ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো প্রকার শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করেন না, শিক্ষাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষা পদের অনুশীলনে সর্বদা যত্নবান।

সমাধির প্রতিপক্ষ-কামরাগ ও ব্যাপাদ, প্রজ্ঞার প্রতিবন্ধক ও সত্যের প্রতিচ্ছাদক-মোহ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনার পূর্ণাঙ্গ সাধন করিতে যাহা কর্তব্য, যতদূর শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন, স্রোতাপন্ন ও স্কৃতগামী পুদাল দ্বারা তাহার কিয়দংশ সম্পাদিত হয় মাত্র। পরিপূর্ণ সমাধি ও নিরবশেষ মোহ ধ্বংসকর প্রজ্ঞা লাভ করা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। তদ্ব্যতীত তাঁহারা সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনায় অল্পমাত্র সম্পাদনকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, অনাগামী পুদালই শীল ও সমাধি পরিপূরক।

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার দরকার যে, সমাধি বলিতে শুধু সমাপত্তি ধ্যানগুলিই বুঝিতে হইবে। কারণ, যাঁরা বিদর্শন ভাবনায় অর্হত্বলাভ বা আসবক্ষ্য সাধন করেন, তাঁহারা সমাপত্তি ধ্যানলাভী নাও হইতে পারেন।

এদিকে আবার, সমাপত্তি ধ্যানলাভী ব্যক্তিকে বিদর্শক বলা চলে না। অথচ অনাগামীকে সমাধি পরিপূরক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমাপত্তি বীথিতে গোত্রভূ-ক্ষণের পর অর্পণা ও মার্গফল বীথিতে গোত্রভূ-ক্ষণের পরমার্গক্ষণ। সমাপত্তি ধ্যান লাভের কালে যেই গোত্রভূ-চিত্ত আর মার্গফল লাভক্ষণে যেই গোত্রভূ-চিত্ত এই উভয় চিত্ত একই শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং অনাগামী মাত্রই সমাধি পরিপূরক নামে অভিহিত। অনাগামীর মার্গ-বীথির এই গোত্রভূক্ষণকে ‘বোদান’ বলা হয়। বোদান অর্থ শোধন। ক্রেশকে শোধন বা ধ্বংস করে বলিয়া ইহার নাম বোদান।

অর্হৎগণ সর্বাসব ক্ষয় ও সর্বক্লেশ ধ্বংস করেন বলিয়া শীল সমাধি প্রজ্ঞার পরিপূরক নামে বিখ্যাত।

চতুর্থ-নির্দেশ

৮৫-৮৮। ভগবান বুদ্ধের প্রতি চতুর্বিধ কারণে লোকের শ্রদ্ধা-আকর্ষিত হয়। রূপ, নাম-যশ, কঠোর কৃচ্ছ সাধন ও ধর্মজ্ঞান। তিনি এই চারি গুণে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার অসাধারণত্ব প্রমাণ করিবার জন্য জনসমাজকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। লোক সমাজের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক বুদ্ধের অপূর্ব রূপশ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট। পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোক বুদ্ধের অতুল্য যশকীর্তি শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাশ্রিত। রাজকীয় সর্বৈশ্বর্য পরিত্যাগ, বন-বনাশ্তে ছয় বৎসর কঠোর কৃচ্ছসাধনা লক্ষ্য করিয়া জগতে দশ ভাগের নয় ভাগলোক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। তথাগত বুদ্ধের জীবন-শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাময়। তাঁহার জীবন-দর্শনে শীল সমাধি প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ ভাগের এক ভাগ লোক পরমানন্দ লাভ করেন।

সাধারণ প্রসঙ্গে মানুষের চরিত্র বিচার করিলেও দেখা যায়। জগতের অধিক সংখ্যক লোকই রূপ-লাবণ্যে বর্ণসৌন্দর্যে আকৃষ্ট। তদপেক্ষা কম সুনাম-সুযশে, প্রিয় বচনে এবং গানবাদ্যে। সুনাম-সুযশে, কিংবা শব্দ মাধুর্যে যত লোক মুগ্ধ, তদপেক্ষা খুব কম লোকই সন্তুষ্ট, কঠোর কৃচ্ছতায়, জীবনের সরলতা ও অনারম্বরতায়, নিষ্ঠাপূর্ণ আচার-ব্যবহারে। চতুর্থত ধর্মের নির্মল-আনন্দে আপ্তত লোকের সংখ্যা জগতে সর্বাপেক্ষা লঘু।

এইচতুর্বিধ রূপ-প্রসন্ন প্রভৃতি পুদাল বর্ণনায় ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং সাধারণ বর্ণনায় রূপ, কীর্তি, কৃচ্ছতা ও ধর্ম। এই চতুর্বিধ আকর্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রদর্শিত হইলেও জগতে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অতীব নগণ্য।

১০১-৪। শমথ ও বিদর্শন ভেদে সাধনার ধারা দ্বিবিধ। জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনার মূখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া চিত্তের একাগ্রতা, প্রশান্তি ও চিত্ত-বৃত্তির নিরোধকে মূখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তির অনুশীলনকে শমথ বলে। শমথ-ভাবনা প্রভাবে অকুশল মনোবৃত্তির সাময়িক নিরসন ঘটাইয়া চিত্তের শান্ত্যভাব-ধারণাই শমথের লক্ষণ। ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তি প্রসূত চিত্তের শান্তি বিধানকে মূখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া জ্ঞানের উদ্দেশ্যসাধনকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া যোগ সাধনার অভ্যাসকে বিদর্শন বলে। সর্ব-সংস্কারজাত ধর্মকে বিবিধাকারে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম বশে দর্শনই বিদর্শন। মানব চরিত্রের নানাবিধ পার্থক্যানুসারে শমথ ভাবনার আলম্বন বা বিষয়বস্তু চল্লিশ প্রকার। রোগানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থার ন্যায় মানুষের চরিত্রানুযায়ী চল্লিশ প্রকার ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে এককালে একটি বিষয় গুরু-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ইহাদের আলম্বন বহুবিধ হইলেও সাধনার পদ্ধতি, নীতি-ধারা বিভিন্ন নহে প্রাথমিক কর্তব্য স্বরূপ ধ্যানাভ্যাসকারীর পঞ্চ অন্তরায়িক ধর্ম হইতে মুক্তি, শীল-বিশুদ্ধি, জন-কোলাহল পরিত্যাগ, নির্জন বাস অত্যাবশ্যক। তাহা ছাড়া লাভ-ক্ষতি, কার্য-ভার, দেশ-ভ্রমণ, সম্ভাদি লিখন-পঠন, জনতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি পরিত্যাগ সাময়িকভাবে কর্তব্য। শুধু বিশুদ্ধ জলই যেমন উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে, মেঘে-পরিণত হইতে সক্ষম, সমল সলিলের পক্ষে আকাশে উড়া অসম্ভব, তেমন নির্মল চরিত্র-শুদ্ধ চিত্তই ধ্যান-জ্ঞান লাভে সক্ষম। চিত্ত বিশুদ্ধ ও সরল হইলেই ধ্যেয় বস্তুতে শীঘ্র শীঘ্র একাগ্র, নিবিষ্ট ও তন্ময় হয় এবং ক্রমশ শক্তিশালী-হইয়া উঠে। এইরূপে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি পুনঃপুন অভিনিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সমাহিত চিত্ত দ্বারা চারি প্রকার রূপ সমাপত্তি এবং চারি প্রকার অরূপ সমাপত্তি লাভ, এমন কি রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানজ পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা-লোকীয় ঋদ্ধি আয়ত্ত করা যায়। এই ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তিগুলি চিত্তের একান্ত একাগ্রতা-প্রসূত। ইহারা পঞ্চবিধ ‘নীবরণ’ হইতে চিত্তকে শান্ত রাখে, কাম-ক্লেধাদি ক্লেশসমূহ সংযত রাখিয়া চিত্তকে শক্তিশালী করে এবং প্রজ্ঞা লাভের উপযোগী করে মাত্র। কিন্তু চিত্ত হইতে একেবারে নির্মূল করিতে পারে না। এই ধ্যান হইতে পতনও অসম্ভব নহে। শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। যে কত কত ধ্যানীপুরুষের ধ্যান-চ্যুতি ঘটিয়াছে। যেহেতু ইহারা সাময়িক, লৌকিক। বিশেষত ইহারা সন্ধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে। ভগবান বুদ্ধের পূর্বেই আড়ার কালাম, রামপুত্র বুদ্ধক প্রভৃতি ভারতীয় যোগী ঋষিগণের এই সব ধ্যান-ধারণায় অভ্যাস ছিল। তথাগত বুদ্ধ তদূর্ধ্বে আরোহণ পূর্বক আরেক প্রকার সমাপত্তি আয়ত্ত করিয়া ছিলেন, যাহার নাম সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ। ইহা অপূর্ব, বুদ্ধায়ত্ত লোকোত্তর সমাপত্তি। পূর্বোক্ত আটটির সঙ্গে গণনা করিলে ইহা নবম হয়। প্রথম আট প্রকার সমাপত্তির প্রভাবে সাময়িক চিত্ত-বৃত্তি

নিরোধ ও মুক্তির ক্ষণিক আশ্বাদ অনুভব সম্ভব হইলেও ইহাদের স্বরূপ ও আলম্বন ভব অর্থাৎ লৌকীয়, নির্বাণ নহে। ধ্যান-মগ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্পর্কে মনস্কার সক্রিয় থাকে। ইহাই শমথ ধ্যানের বৈশিষ্ট্য কিন্তু নবম সমাপত্তিতে মনস্কারও নিষ্ক্রিয়। বাহ্যদৃষ্টিতে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নিমগ্নব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিতে কোনো পার্থক্য নাই। মহাবেদল্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে : “যিনি মৃত কালপ্রাপ্ত তাঁহার কায়ক্রিয়া নিবুদ্ধ নিস্তদ্ধ, বাকক্রিয়া নিবুদ্ধ নিস্তদ্ধ, চিত্ত-ক্রিয়া নিবুদ্ধ নিস্তদ্ধ, আয়ু সংস্কার পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়-গ্রাম ছিন্ন-ভিন্ন হয়। সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ সমাপন্ন ব্যক্তির কায়-ক্রিয়া, বাক্ ক্রিয়া, চিত্ত ক্রিয়া নিবুদ্ধও নিস্তদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আয়ু সংস্কার পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়-গ্রাম অনাবিল থাকে”। মৃত ব্যক্তি ও সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নিমগ্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য। ইহার স্বরূপ ও আলম্বন-নির্বাণ, ভব বা লৌকিক নহে। ইহার নিমগ্নকাল সাধকের অধিষ্ঠানানুযায়ী নির্ধারিত হয় এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ ইত্যাদি। মার্গফল ব্যতীত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করা যায় বটে কিন্তু, নিরোধ সমাপত্তি আর্য মার্গও ফলের সমন্বয় ছাড়া লাভ করা যায় না। ইহা সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পূর্বে এই দেহ মনে যে বিমুক্তি রসের আশ্বাদন করা, নির্বাণের পরমা শান্তি অনুভব করা, অমৃতের আভাষ পাওয়া এই নিরোধ সমাপত্তিই তার প্রকৃষ্ট স্থল।

এসব অর্পণা সমাধি সমাপত্তি লাভার্থ চেষ্টা ব্যতীত সোজা সরল স্মৃতি চর্চা দ্বারা বিদর্শন ভাবনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করিতে করিতে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। ইহাতে সর্বাসব ক্ষয় সাধন করিয়া ক্ষীণাসব অর্হৎ হওয়া যায়। শাস্ত্রে ক্ষীণাসব অর্হৎকে ‘শুঙ্ক বিদর্শক’ বলা হইয়াছে। তিনি সমাপত্তি লাভী নাও হইতে পারেন। সাধারণ অর্হৎ লাভের জন্য এই সব ধ্যান-ধারণা অপরিহার্য নহে। কিন্তু অর্পণা সমাধিগুলি লাভ হইলেও চিত্তের অনুশয় নিরবশেষ ধ্বংসের জন্য বিদর্শন জ্ঞান অপরিহার্য আবশ্যিক। এই বিদর্শন-জ্ঞান বৃদ্ধি বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়াই লোকোত্তর আর্য মার্গ ও ফলে পরিণতি লাভ করে। ইহার পতন বা ধ্বংস অসম্ভব। মূখ্যত বুদ্ধ ধর্ম বলিতে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি, চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্বাণকেই বুঝায়। ইহারাই বুদ্ধ ধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধ ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য ও বৌদ্ধ সাধনার চরম নিষ্ঠা।

এক্ষেত্রে পুদাল বর্ণনায় অধ্যাত্ম চেতনামথ অর্থাৎ সমথ ধ্যান ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন অর্থাৎ বিদর্শন জ্ঞান এই দুইয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই পুদাল চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(অ)

অট্টবিমোক্ষ : ১ম নির্দেশ, আট প্রকার বিমোক্ষ। চারি প্রকার রূপ ধ্যান এবং চারি প্রকার অরূপ সমাপত্তি। এইগুলি অষ্ট বিমোক্ষ নামে বর্ণিত।

অরিষ : (১ম) সাধারণার্থে আর্য, সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শ স্থানীয়। বিশেষার্থে বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধনা লব্ধ জ্ঞানের স্তর আট প্রকার। স্রোতাপত্তি মার্গ ও স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ ও অনাগামী ফল, অর্হত মার্গ ও অর্হত ফল। ইহাদের মধ্যে সর্ব প্রথমস্তরে আরোহণ করিলেই আর্য খ্যাতির অধিকারী হন। এই অষ্টবিধ জ্ঞান লাভই বুদ্ধ ধর্ম ও সাধনার উদ্দেশ্য। এই আট প্রকার স্তরের মধ্যে অন্তত প্রথমস্তরে উন্নীত হইতে না পারিলে আর্য খ্যাতির অধিকারী হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন অপর সব অনার্য পদবাচ্য।

অনাগামী : (১ম) সাধনা-লব্ধ জ্ঞানস্তরের মধ্যে অনাগামী মার্গ-ফল তৃতীয়। প্রত্যক্ষ জীবনে সাধক অধোভাগীয় পাঁচ প্রকার সংযোজন উৎসন্ন করত ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। জন্ম-হেতু ইহলোকে পুনরাগমন করেন না বলিয়াই অনাগামী নামে খ্যাত। অবশিষ্ট সংযোজন ব্রহ্মলোকেই ধ্বংস করিয়া জ্ঞান সাধনার পূর্ণত্ব সাধন করেন। সংযোজন সম্পর্কে সংযোজন শব্দ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

অরহা : (১ম) সর্ববিধ অরিকে নিরবশেষ নিহত করেন বলিয়া অর্হৎ। এই অর্হত্ব সাধন-লব্ধ জ্ঞানের চতুর্থ স্তর বা পরম ও চরম উৎকর্ষ। অর্হত্বে সর্ববিধ ক্লেশ ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

অবিদ্যা : (১ম) অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, বিশেষার্থে দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ-নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা। পূর্বান্ত অপরান্ত এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা।

অন্তরা পরিনিব্বাযী অসজ্জরা পরিনিব্বাযী : (১ম) অনাগামী পুদালের বিশেষার্থ জ্ঞাপক। ‘শুদ্ধবাস’ ব্রহ্মলোকের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের মধ্যে যে অনাগামী পুদাল [শব্দ-পঞ্জীর অঙ্কগুলি পুদাল নম্বর ও নির্দেশ নম্বর জ্ঞাপক]।

পরিনিব্বাণ লাভ করেন। তাঁহাকে ‘অন্তরা পরিনিব্বাযী’ বলা হয়। আয়, যে অনাগামী ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক বিনাযত্নে বিনাক্লেশে পরিনিব্বাণ লাভ করেন। তাঁহাকে ‘অসজ্জরা পরিনিব্বাযী’ বলা হয়।

অহিরিকং, অনোত্তপ্পং : (২য় নির্দেশ) কায়দুশ্চরিতাদির প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাই হ্রী এবং আত্মমর্যাদাবোধই এই হ্রী বা লজ্জার কারণ। আর, কায় দুশ্চরিতাদি পাপ কর্মের প্রতি ভয়, উদ্বিগ্নতাই অপত্রপা। লোকনিন্দা, দুর্গতি-ভয়, কারাদণ্ড ইত্যাদি বাহ্যিক আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। হ্রী ও অপত্রপা এই কুশল

মনোবৃত্তি যাহার আছে। তাহার পাপ প্রবৃত্তি বর্জন ও পুণ্যময় প্রবৃত্তির গঠনে অন্যের সাহায্য নিশ্চয়োজন। মানুষ্য জীবনে ইহারা দেব সম্পদ স্বরূপ, মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ, মহৎ করিয়া রাখে। এজন্য ইহাদের অপর নাম লোকপালক। ইহাদের বিপরীত অহী ও অনপত্রপা বা লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা যাহা মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

অনুশয় : (২য়) কতকগুলি বিশিষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মনোবৃত্তির নাম অনুশয়। অনুশয় সাত প্রকার : কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও অবিদ্যানুশয়। একটি বীজের মধ্যে যেমন ইহার ভবিষ্যতের অঙ্কুর, বৃক্ষ শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, ফুল ফল ইত্যাদি যাবতীয় সম্ভূতি প্রাচল্ল শক্তির আকারে নিহিত থাকে এবং মাটি, আদ্রতা জল বায়ু ইত্যাদি উপযুক্ত উপাদান লাভ করিয়া পুনঃ গজাইয়া উঠে, তেমন এই অনুশয়গুলি প্রাচল্ল শক্তির আকারে প্রাণিগণের চিত্ত বা ভাব প্রবাহে সুপ্ত, শায়িত থাকে। রূপ-রস-গন্ধাদি অনুকূল অবলম্বন পাইলেই ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির জ্বলিয়া উঠার ন্যায় জাগিয়া উঠে। এই জাগরণই প্রাণি-গণের জীবনে কাম-ক্রোধাদির তাড়না। জ্ঞান সাধনার চরম উৎকর্ষে না পৌছা পর্যন্ত অন্তরের এই সুপ্ত শক্তি গুলি নির্মূল হয় না।

অভিজ্ঞা : (২য়) অভিজ্ঞা, স্পৃহা, পরসম্পাদে লোভ।

অপ্লটি সজ্জা অযোনিসো : (২য়) চিত্তের অনভিনিবেশ ও অনবধান সহকারে। অনুপায়েন পথেন পচ্চবেকখিত্বা অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মাকে আত্মরূপে জানিয়া সত্যের প্রতিকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ, সমল্লাহারাতাহাই অপ্রতিসজ্জা ও অযোনিশ-যুক্ত। তদ্বিপরীত, পটিসজ্জা যোনিসো অর্থাৎ চিত্তের অভিনিবেশ ও জ্ঞানবধান সহকারে। উপায়েন পথেন পচ্চবেকখিত্বা অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে দুঃখ, অনাত্মাকে অনাত্মরূপে জানিয়া সত্যের অনুকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমল্লাহারাতাহাই পটিসজ্জা যোনিশ, অপ্রতিসজ্জা অযোনিশ সংসার মুক্তির উপায়, অবিদ্যা ধ্বংসের কারণ।

অসম্পজ্ঞাঃ : (২য়) অসম্প্রজ্ঞান, অজ্ঞানতা, মোহ, অবিদ্যা।
সম্পজ্ঞাঃ : সম্প্রজ্ঞান, জ্ঞান, অমোহ, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, স্মৃতি সাতত্য।
 অসম্প্রজ্ঞান সংসার গতি নির্দারক এবং সম্প্রজ্ঞান নির্বাণ মার্গে-পরিচালক।

অন্তা : (৩য়) আত্মা, স্বয়ং, নিজ। বুদ্ধ ধর্মে এই আত্মাকে সংকায় মিথ্যাদৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান অর্থাৎ মুক্তির অন্তরায়রূপে এবং জন্ম-মৃত্যুর মূলীভূত কারণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার অভাবই অনাত্ম বা অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ত্ব উপলব্ধিই দুঃখ মুক্তির অন্যতম উপায়। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি। সর্ব সংস্কার অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মময়। আত্মভাবের চরম নিবৃত্তিই

নির্বাণ। উপনিষদ গ্রন্থাবলীতে উক্ত হইয়াছে- সর্ষপ, যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণ-বিশিষ্ট অজর, অমর অব্যয়, অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিদ্যমান। ইহা পরমাত্মার অংশ জৈনমতে আত্মা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা অনিত্য, পরিণামী গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনর্জন্ম আছে।

অভিসম্পরায : (৩য়) পরলোকে, পরজীবনে।

(আ)

আয়তন : দ্বার ও আলম্বনের আকারে যাহা সর্বত্র প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে- তাহা আয়তন। আয়তন অর্থ-উৎপত্তি স্থান নিবাস স্থান। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রান, জিহ্বা, কায় ও মন-এই ষড়বিধ দ্বার সম্মত দেহস্থ আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য ও ধর্ম (ভাব) এই ষড়বিধ আলম্বন-ভূত বহিঃস্থ আয়তন মোট দ্বাদশায়তন।

আসব : (১ম) আসব সাধারণার্থে সুরাদি মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত-যাহাতে মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। বৌদ্ধ দর্শনে আসব চারি প্রকার, কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টিআসব, অবিদ্যাসব। জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রাণিগণের চিত্ত প্রবাহে শ্রবিত বা প্রবাহিত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনায় দৃষ্টি-আসবের উল্লেখ নাই। আমরা অনেক ক্ষেত্রে আসবকে আসক্তিরূপে অনুবাদ করিয়াছি।

(ই)

ইন্দ্রিয় : ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলিয়া ইন্দ্রিয়। চক্ষু যখন দর্শন-কার্য সম্পাদনে চক্ষু-বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে, তখন ইহা ইন্দ্রিয় নামে কথিত। চক্ষু দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হইলে তদুৎপন্ন বিজ্ঞানাদিও দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হয়। এরূপ অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দৃষ্টব্য। বৌদ্ধ দর্শনে দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে।

ইসসা : (২য়) ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। অন্যের মান, যশ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুখ সমৃদ্ধির প্রতি সহিষ্ণুতা ও তজ্জনিত চিত্ত-ক্ষোভ ঈর্ষার লক্ষণ। ঈর্ষা সর্বতোভাবে অহিতকর ও ভয়ঙ্কর অকুশল মনোবৃত্তি। মুদিতা বা পরসম্পদে আনন্দবোধ ইহার বিপরীত।

(উ)

উদ্ধত : (১ম) উদ্ধত্য, প্রগল্ভতা, অবিনয়। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া উদ্ধত্য উৎপন্ন হয়। তাহার প্রতি উগ্রতার সহিত পুনঃপুন উৎক্ষেপনেই উদ্ধত্য। চিত্তের অশান্তি ইহার লক্ষণ এবং অস্থিরতা সম্পাদন ইহার কৃত্য। শান্তি, শিষ্টতা ইহার বিপরীত।

উপনাহ : (২য়) যাহা পূর্বকালে ক্রোধ-তাহা অপরকালে উপনাহ বা বদ্ববৈর। সাময়িক শত্রুতাকে অন্তরে বহুকাল ব্যাপিয়া রাখার নামক উপনাহ।

উব্বেজিতা : (৪র্থ) উৎপীড়িত ।

উক্কটিক : (৪র্থ) উৎকটিক অর্থাৎ যিনি পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া সারা দিবস-রজনী উপবিষ্ট থাকেন ।

উব্ভটঠক : (৪র্থ) উৎপ্রষ্টিক অর্থাৎ যিনি পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া দিন-রাত্রি যাপন করেন ।

উচ্ছেদবাদ : (৩য়) যিনি আত্মাকে ইহ জীবনে ধুব-শাস্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করিলেও পরজীবনে ধুব-শাস্বত বলিয়া মানেন নারীতিনিই উচ্ছেদ-বাদী ।

(৩)

ওপপাতিক : (১ম) মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত স্বয়ংজাত প্রাণী । স্বর্গ, ব্রহ্ম ও নারকীয় প্রাণিগণ ওপপাতিক নামে কথিত ।

(ক)

কলম্বুজাত : (৩য়) পাপকাসক্ত, পাপ-পরায়ণ । যার চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহাদি রূপ কষাটে অভিভূত ।

কল্প : (৪র্থ) কল্পনার বিষয় বলিয়া কল্প । ইহা অরাদি-অনন্তকালের এমন একটি অনির্দিষ্ট পরিধি-যাহা অদ্ভুত কাল্পনিক উপমা ছাড়া সাধারণ-মানুষের ধারণায় আনা সম্ভবপর নয় । কাহারো মতে-প্রলয় দশা না আসা পর্যন্ত বিশ্বের স্থিতিকাল-সংবর্তকল্প এবং প্রলয় দশা হইতে পুনাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের অন্তর্দানকাল-বিবর্তকল্প । আবার বিশ্বের ক্ষয়শীল যুগকে বলা হয় সংবর্তকল্প এবং বিশ্বের বর্দ্ধনশীল যুগকে বলা হয় বিবর্ত কল্প । বিশ্বের বর্তমান কাল সংবর্ত বা ক্ষয়শীল যুগ বলিয়া বর্ণিত ।

কল্যাণ : (৪র্থ) মঙ্গল, উপকার, হিত, সৎ । আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণ বলিয়া কুশল ধর্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ধর্মজীবনের পক্ষে শীল-বিশুদ্ধি ও দৃষ্টি বিশুদ্ধি আদি-কল্যাণ, আর্যধর্মের অনুশীলন অর্থাৎ ধ্যান ধারণা যোগ সাধনাধি কর্ম-মধ্য কল্যাণ এবং নির্বাণ-অন্তকল্যাণ ।

কায় : (১ম) কায় দুই প্রকার । রূপ-কায় ও নামকায় । পৃথিবীধাতু, আপ্ধাতু, বায়ু ধাতু ও তেজধাতু প্রভৃতি ধাতু ও ধাতব পদার্থ যুক্ত দেহকে রূপকায় বলে এবং বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার লইয়া যেই চেতনাময় তাকে নামকায় বলে । প্রথম নির্দেশের এক অঙ্ক চিহ্নিত পুদাল বর্ণনায় কায়' শব্দ দ্বারা নামকায়কেই বুঝায় ।

(খ)

ক্কম : সাধারণার্থে স্কন্ধ, কাঁধসমূহ, রাশি, কায় । বৌদ্ধ দর্শনে স্কন্ধ পাঁচ প্রকার । রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান । ধাতু ও ধাতব পদার্থকে রূপ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে সুখ-দুঃখাদি অনুভূতিকে বেদনা, নীল, পীত, রাম,

শ্যাম প্রভৃতি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে পৃথক পৃথক লক্ষণ বা পার্থক্য, সেই লাক্ষণিক জ্ঞান কিংবা তুলনামূলক প্রাথমিক পার্থক্যবোধই সংজ্ঞা। যাহা হেতু-প্রত্যয় জাত, সমবায়ে উৎপন্ন, মূলত কুশলাকুশল, অব্যাকৃত (কুশলাকুশলাকারে অনির্দিষ্ট) চিত্ত-বৃত্তিই প্রকৃত সংস্কার। স্থান ভেদে একমাত্র নির্বাণ ব্যতীত জগতের সব কিছু সংস্কাররূপে বর্ণিত। আর উপরোক্ত চতুর্বিধ স্কন্ধ যার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়, যে সব কিছুর অগ্রগামী তাকে বিজ্ঞান বা চিত্ত বলা হয়।

(গ)

গুণদ্বার : (২য়) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মর্না এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে যিনি সংযত-তিনি গুণদ্বার নামে কথিত।

গোত্রভূ : (১ম) প্রাকৃত জনের গোত্র বা রীতি-ধর্ম উৎসাদন করিয়া আর্য জনোচিত নীতি-ধর্মে উন্নীত ব্যক্তিই গোত্রভূ। ইহার বর্ণনা-পরিশিষ্টে বিশদ।

(চ)

চেতো-বিমুক্তি : (৫ম) চিত্তের শমথ, সমাধি, প্রশান্তি। চিত্তের সাময়িক বিমুক্তি ইহা চিত্তের ধ্যানাবিষ্ট একাগ্রতা। চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপ ধ্যানই-প্রকৃত চিত্ত-বিমুক্তি চিত্ত শমথও বলে।

(ছ)

হৃন্নিভিঃ : (৫ম) ছয় প্রকার অভিজ্ঞা। সাধনা-লব্ধ অলৌকিক শক্তি বিশেষ। তাহা পরিশিষ্টে বিশদভাবে বর্ণিত।

(ত)

তিথিয়া : (৪র্থ) তীর্থিক বা তৈর্থিক। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন ধর্ম প্রবর্তক ছিলেন যথা : পুরান কশ্যপ, মক্কলী গোশাল, অজিতকেশ কস্মল, ককুদ কাত্যায়ন, সঙ্খ্য বেলাস্থিপুত্র, নিগ্রস্থনাথ পুত্র, জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদিগকে “অঃঃঃ তিথিয়া” বলা হইয়াছে ‘অন্য তৈর্থিক’ অর্থ ভিন্ন মতাবলম্বী, যাঁহাদের ধর্মের মূলদর্শনের সঙ্গে বুদ্ধ মত সঙ্গীতিহীন।

তেবিজ্জা : (১ম) তিন প্রকার বিদ্যা। ইহারও সাধন-লব্ধ শক্তিবিশেষ যথা : পূর্ব পূর্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান বা-জাতিস্মর জ্ঞান। অপরাপর প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত জ্ঞান এবং স্থায়ী আসক্তিক্ষয়-জ্ঞান। এই ত্রিবিধ শক্তিকে ত্রিবিদ্যা বলে।

(দ)

দিট্ঠি : (১ম) দৃষ্টি, দর্শন। ইহা দুই প্রকার : মিথ্যাদৃষ্টি ও সম্যকদৃষ্টি। কোনো বিষয়ের যথার্থ-স্বরূপ না দেখিয়া অন্যভাবে দেখার নাম মিথ্যাদৃষ্টি।

দিক্‌প্রমের ন্যায় বিপরীত দর্শন, মরীচিকার ন্যায় ভ্রম-দর্শন। জীবনের উন্নতি অবনতির পক্ষে স্বীয় কর্ম ও কর্ম-ফলে বিশ্বাস না করিয়া অন্য শক্তির অহেতুক ইচ্ছাময়তার উপর বিশ্বাস করাই মিথ্যাদৃষ্টি। পাপ-পুণ্যে নাস্তিক্যই মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি অনিত্যকে নিত্য মিথ্যাকে সত্য, দুঃখকে সুখ, নিঃসারকে সার বলিয়া মনে করে। যথার্থ দর্শনই সম্যকদৃষ্টি। সত্য দর্শনানুসারে সম্যক দৃষ্টির অপর নাম জ্ঞান, প্রজ্ঞা।

দিট্ঠেব ধম্মে : প্রত্যক্ষ জীবনে, ইহ জন্মে।

দুব্বচ : (২য়) দুর্বিনীত, অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী। তদ্বিপরীত শব্দ।

সুব্বচ : বিনীত, অনুগত, সত্যানুসন্ধী।

দোমনসস : (২য়) দৌর্মনস্য, মানসিক দুঃখানুভূতি, অশান্তি। বিপরীত, সোমনস : মানসিক সুখ, আনন্দানুভূতি, শান্তি।

(ধ)

ধম্ম-বিনয় : (১ম) ধর্ম ও বিনয়। ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্ম পিটককেই বুঝায় এবং বিনয় বলিতে বিনয় পিটককে বুঝায়। সাধারণার্থে ধর্ম শব্দের অর্থ বহু ব্যাপক। ব্যবহার ভেদে অর্থের বৈষম্য। সাধারণত : গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্ম-গ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতন্য, পদার্থ পুণ্য, আচার, ব্যবহার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, বিধি, নীতি, নিয়ম, অনুময়, শিষ্টতা, শিক্ষা, শাসন, দমন, শীলতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ধাতু : নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে বলিয়া ধাতু। দর্শন-কার্যে সাহায্য করিবার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে। এ জন্য চক্ষু ‘ধাতু’। তদ্রূপ শ্রবণাদি কার্যে শ্রোত্রাদি সকল ধাতু এক সদৃশ। অভিধর্ম পিটকে ১৮ প্রকার ধাতুর উল্লেখ আছে।

(ন)

নিয়ত : (১ম) পঞ্চবিধ অকুশল আনন্ত্যার্থে ধর্ম অকুশল নিয়তি, ত্রিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি অকুশল নিয়তি এবং অষ্টবিধ আর্য মার্গ-ফল-কুশল নিয়তি। এই সব কুশলাকুশল নিয়তি যাহাদের নির্ধারিত-তাহাদিগকে নিয়ত পুদাল বলে। এ ছাড়া অপর সব অনিয়ত বা অনির্দিষ্ট।

নিয়াম : (১ম) ধ্যান, সমাধি ও মার্গ-ফলই সম্যক নিয়াম নামে কথিত।

নিট্ঠা : (১০ম) ভক্তি, শ্রদ্ধা, দৃঢ়তা, শেষ লক্ষ্য, চরম প্রাপ্তি, পরিসমাপ্তি। পপঞ্চসূদনীতে উক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ দিগের নিষ্ঠা-ব্রহ্মলোক, তাপস দিগের নিষ্ঠা-আভাস্বর দেবলোক, পরিব্রাজকগণের নিষ্ঠা-সুভকৃৎস্নলোক, আজীবকগণের নিষ্ঠা-অনন্তমানস্বরূপে কল্পিত অসংজ্ঞীভব এবং বুদ্ধ শাসনের নিষ্ঠা-অর্হত্ব।

নীবরণ : যাহা উন্নতি পথে নিবারণ, বাধা, বিপত্তি, অন্তরায়। শাস্ত্রমতে ‘নীবরণ’ পঞ্চবিধ (১) কামছন্দ বা আসঙ্গ লিঙ্গা, (২) ব্যাপাদ বা পরের অহিত চিন্তা, (৩) স্ত্যান-মিদ্ধ বা নামকায়ের জড়তা, আলস্য, অকর্মণ্যতা, তন্দ্রা, বিজম্ভণ, (৪) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বা চিন্তের উৎক্ষেপন অশান্তি, অস্থিরতা, অনুশোচনা, অনুতাপ, উৎকণ্ঠা, (৫) বিচিকিৎসা বা সন্দেহ অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, দ্বি-মতি। স্বর্গ-মোক্ষের অন্তরায় করে বলিয়া এ সবার নাম ‘নীবরণ’।

(প)

পঞ্ঞপ্তি : মনের ধারণা, অনুমান, সর্ব-বিদিত বিশ্বাস, সর্ব-সম্মত নাম বা আখ্যা।

পটিপদা : (১ম) প্রতিপদা, মার্গ, উপায়, পন্থা।

পঞ্ঞা : (১ম) প্রজ্ঞা, সংক্ষেপে-ভাবনা বা সাধনালব্ধ জ্ঞানই প্রজ্ঞা।

পলাস : (২য়) পর্যাস, পরগুণের সহিত নিজ-গুণের সমীকরণের অহংকার-যুক্ত প্রবৃত্তিই-পর্যাস।

পঞ্ঞা-বিমুক্তি : (১ম) প্রজ্ঞা-বিমুক্তি। সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে বিমুক্তি অর্থাৎ চারি প্রকার আর্য মার্গ-ফলই-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি। অধিপঞ্ঞা-বিদর্শন বা স্মৃতি সাধনা দ্বারা লব্ধ প্রজ্ঞাই অধি-প্রজ্ঞা।

পিসুন : (৪র্থ) পিশুন বাক্য, চুকলি কথা, ভেদবচন। বিপরীত-মিলনাত্মক বাক্য, সম্প্রীতি-সূচক কথা।

পুপ্পল : সত্ত্ব, নর, পুরুষ, ব্যক্তি।

পুথুজ্জন : (১ম) পৃথগ্জন, প্রাকৃতজন। যে ব্যক্তি আর্য মার্গ-ফল রূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই-তিনি পৃথগ্জন। অন্ধ ও কল্যাণ ভেদে পৃথগ্জন দ্বিবিধ। সাংসারিক মোহাবদ্ধ ব্যক্তি অন্ধ ও মার্গ-ফল বা জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি কল্যাণ পৃথকজন নামে কথিত।

(ফ)

ফরুস : (৪র্থ) পরুষ বা কর্কশ বাক্য, কটুবাক্য, বুদ্ধোক্তি। বিপরীত শ্রুতি-মধু, মনোজ্ঞ, হৃদয় গ্রাহী, প্রীতিপ্রদ, মনোহর বাক্য।

(ব)

বিদস্সন : (৪র্থ) বিশেষভাবে দর্শনই বিদর্শন। বৌদ্ধ সাধনার দুইটি দিক শমথ ও বিদর্শন। শমথ ভাবনা বা যোগ সাধনা দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা সম্পাদন সাম্য, ধোয় বস্তুতে লীন-ভাব, রূপ ধ্যান ও অরূপ ধ্যান লাভ হয়। বিদর্শন ভাবনা বা স্মৃতি ভাবনা দ্বারা, চারি মার্গ ও চারি ফল লাভ হয়।

বিমুক্তি : (৪র্থ) বিমুক্তি, চরম প্রাপ্তি, পূর্ণ সিদ্ধি, অর্হত্ব। বিমুক্তি ত্রিবিধ, যথা : চিন্ত-বিমুক্তি, শব্দা-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি। চিন্তের একাগ্রতা সম্পাদন

পূর্বক যে সাময়িক বিমুক্তি লাভ করা যায়। তাহা চিত্ত-বিমুক্তি। বোধিপক্ষীয় ধর্ম-কুশল জাতীয় চৈতসিক-শ্রদ্ধার আধিক্যে যেই বিমুক্তি-তাহা শ্রদ্ধা বিমুক্তি। বিদর্শন সাধনা-লব্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা যেই বিমুক্তি অর্জিত হয়, তাহা প্রজ্ঞা বিমুক্তি।

বিমুক্তি-এগাশ-দসসন : (৪র্থ) বিমুক্তি জ্ঞান-দর্শন। উনিশ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানই বিমুক্তি জ্ঞান-দর্শন। যখন স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী-মার্গ জ্ঞানের উদ্বোধন হয় তখন পঞ্চবিধ প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত উৎপন্ন হয়, যথা : মার্গ লাভ ফলোপভোগ নির্বাণোপলব্ধি বিপরীত ক্লেশ ও বিদূরীতব্য ক্লেশ। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ চিত্ত পূর্বোক্ত ত্রিবিধ মার্গ ভেদে $৩ \times ৫ = ১৫$ প্রকার হয়। অর্হত্ব মার্গে বিদূরীতব্য ক্লেশ ব্যতীত অপর চারিটি সহ ($১৫ + ৪ = ১৯$) মোট উনিশ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান। ইহাই বিমুক্তি-জ্ঞান দর্শন।

বেদনা : (৩য়) অনুভূতি বিষয় বস্তুর রসানুভব। বেদনা তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা।

(ভ)

ভাবনা : চিন্তা, দুশ্চিন্তা। বিশেষার্থে ধ্যান, সমাধি, যোগ সাধনা।

মগ্গ : (১ম) মার্গ, নীতি, উপায়, পন্থা, মার্গই নির্বাণ লাভের উপায়। মার্গ আট প্রকার : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

মক্খ : (২য়) ব্রহ্মণ স্বভাব। পরগুণ নাশের ও পরগুণ আচ্ছাদনের প্রবৃত্তিই ব্রহ্ম।

মচ্ছরিয়ং : (২য়) মাৎসর্য, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা। আত্ম-সম্পত্তি গোপনেচ্ছা ‘এই সম্পদ আমার হউক, অন্যের না হউক’ এরূপ মনোবৃত্তিই মাৎসর্য।

মান : (১ম) মনে করে বলিয়া মান। মান, অভিমান, অহংকার, আমিত্ব-বোধ। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষ কিংবা হীন নীচ মনে করে বলিয়া মান। ধন, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষে অন্যের সহিত তুলনা করাই মনের লক্ষণ।

মায়া : (২য়) মার, ছলনা, মরীচিকা, কপটতা, বঞ্চনা, ধূর্ততা, প্রতারণা। ইহার বিশদ বর্ণনা অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

(র)

রাগ : (১ম) লোভ কাম, আসক্তি, বিষয়বস্তুর মনোরম করিয়া চিত্তকে বিষয়বস্তুর দিকে আকর্ষণ বা রঞ্জন করে বলিয়া রাগ। সাধারণ বাংলা সাহিত্যে রাগ অর্থ-ক্রোধ।

রূপ সহগত সমাপত্তি : (১ম) সাধারণ মনুষ্য চিত্ত যোগাভ্যাসের ফলে রূপ ব্রহ্মলোকের চিত্তে পরিণত হইতে পারে। সাধনা প্রভাবে কামভূমির চিত্ত রূপভূমির চিত্তে পরিণতি বা রূপভূমির আলম্বন আকারে চিত্ত আকারিত হওয়ার নামই রূপ সহগত সমাপত্তি। আর চিত্ত যখন অরূপালম্বন গ্রহণপূর্বক সাধনা-প্রভাবে অরূপ ব্রহ্মলোকের চিত্তের শক্তি সম্প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অরূপ ব্রহ্মলোকীয় চিত্তে পরিণতি লাভ করে তখন ইহাকে অরূপ সহগত সমাপত্তি বলা হয়।

(স)

সচ্চ : (১ম) সত্য, সত্য বলিতে সাধারণত চতুরার্যসত্যকে বুঝায়। যথা : দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। এই চতুরার্য সত্যই বুদ্ধধর্মের উৎপত্তির মূল ভিত্তি। ইহাদের উপলব্ধিই বৌদ্ধ ধর্মে সাফল্য।

সংযোজন : (১ম) জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযোগ বা বন্ধন করে বলিয়া সংযোজন। এই সংযোজন দ্বিবিধ : পঞ্চ অধোভাগীয় ও পঞ্চ উপরভাগীয়। সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ বা ব্রতশুদ্ধিবাদ, কামরাগ ও ব্যাপাদ এগুলি অধোভাগীয় সংযোজন। রূপরাগ অরূপরাগ, মান, উদ্ধত্য ও অবিদ্যা এগুলি উপরভাগীয় সংযোজন। এই সকল সংযোজন মার্গ ও ফল লাভেই সমূলে উৎপন্ন হয়।

সেখা : (১ম) শৈক্ষ্য শিষ্য শিক্ষাব্রতী। অসেখা-অশৈক্ষ্য, শিক্ষোত্তীর্ণ, শিক্ষার অতীত, যার শিক্ষা সমাপ্ত। আট প্রকার আর্য পুদালের প্রথম হইতে সাতজন শৈক্ষ্য। অষ্টম ব্যক্তি অশৈক্ষ্য, শিক্ষোত্তীর্ণ। তাহা ছাড়া অপর সাধারণ শৈক্ষ্য ও নহে, অশৈক্ষ্য ও নহে।

সদ্ধা : (১ম) শ্রদ্ধা, উন্মাদনা-বর্জিত ভক্তি, যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাস, পরোক্ষ-জ্ঞান।

সঙ্কস্বর : (৩য়) শঙ্কা দ্বারা স্মরণ-যোগ্য, আশঙ্কা বা আতঙ্কের সহিত ভাবিবার বিষয়।

সমাধি : ধ্যান, সমাধি, মানসিক একাত্মতা, চিত্তের প্রশান্তি।

সম্প্রলাপ : (৪র্থ) সংপ্রলাপ, বৃথাবাক্য, অনর্থক বাক্য বিন্যাস, বাচালতা। বিপরীতোঁর্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, কালোচিত ও সত্য বাক্য।

সুত্তাদি নবাস্থসান : (৪র্থ) সূত্রাদি নবাস্থবিশিষ্ট বুদ্ধ-শাসন। (১) সূত্র নামক বুদ্ধ বচনই সূত্র। (২) সগাথা সূত্রের নাম গেয়্য। (৩) গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা বিবৃতি। (৪) পদ্যে বিরচিত সূত্রের নামগাথা। ভাবোদ্দীপক উল্লাসপূর্ণ উক্তির নাম উদান। (৬) ভগবদুক্তিরূপে উদ্ধৃত উক্তির নাম ইত্যবুজক। (৭) বোধিসত্ত্বের জীবন চরিতই জাতক নামে অভিহিত। (৮) যে

সকল সূত্রে অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর বিষয়ের উল্লেখ আছে উহাদের নাম অদ্ভুত-ধর্ম।

(৯) বেদ-যুক্ত তুষ্টি দায়ক সূত্রের নাম বেদল্য।

সস্তুতবাদ : (৩য়) শাস্তুতবাদী, যিনি ইহ-পর-জীবনে আত্মাকে ধ্রুব, শাস্তুত, অক্ষয়, অব্যয়, বলিয়া মত প্রতিষ্ঠা করেন তিনি শাস্তুতবাদী।

সমাপ্ত

